তারকাসুর বধ

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত।

(বীণাপাণি যাত্রা সম্প্রদায়ে অভিনীত)

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য—নগদ দেড় টাকা।

প্রকাশক

শ্রীজগন্নাথ দাস

জগন্নাথ লাইব্রেরী

১১৩ নং অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীভোলানাথ বসু

শ্রীধর প্রেস

১২ নং গুপিকৃষ্ণ পাল লেন,—কলিকাতা।

ভূমিকা।

কলিতে অসুরের অভাব নাই, জীব অহঙ্কারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া অহরহঃ তীব্র হলাহল পান করিতেছে, তাই করুণাময়ের ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অঘোর বাবু তারকাসুরকে তাঁর অমৃত লেখনী প্রসূত করিয়া তাহার বিশেষ জ্বালা দূর করিয়াছেন। অঘোর বাবুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তাঁর ভাষা, তাঁর ঘটনা-বৈচিত্র্য সৃষ্টিশক্তি তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাটকখানিকে বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়াছে। মোহান্ধ মানুষ কেমন করিয়া এই সংসার সমুদ্র মথিত বিষটুকু সেই দেবাদিদেবকে দান করিয়া সুধাটুকু সংগ্রহ করিতে পারে তাহাই প্রকৃষ্টরূপে চরিত্র বিশ্লেষণের অপূর্ব্ব কৌশলে অঘোর বাবু সুন্দরভাবে এই নাটকখানিতে পরিস্ফুট করিয়াছেন। দেশ কাল এবং পাত্র হিসাবে এ নাটকখানি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদৃত হইলেই তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

প্রকাশক।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ, জয়ন্ত, মদন, কার্ত্তিক।

নন্দী, হিমালয়, বিবেক, সৈন্যগণ।

তারকাসুর, মন্ত্রী, বিকর্ণ (রাজপুত্র), বিশাল (মন্ত্রীপুত্র)

অধীর (সেনাপতি), চঞ্চুমুখ (অধীর সখা) প্রহরী,

ছদ্মবেশী ঈশান, খেমড়া ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

উমা, দেবসেনা (কার্ত্তিক পত্নী), শচী (ইন্দ্রপত্নী), রতি,

সুরমা (বিকর্ণের স্ত্রী), প্রচণ্ডা (রাজমহিষী)

মায়াবতী (রাজকন্যা) তরঙ্গবালাগণ,

খেমড়ানী, সখিগণ ইত্যাদি।

তারকাসুর বধ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মৃত সতী স্কন্ধে সতী শোকে উন্মত্ত মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুদর্শন চক্রধারী নারায়ণ সতী দেহ কৌশলে ছেদন করিতে করিতে আসিতেছিলেন।

মহাদেব। সতী—(স্কন্ধোপরি সতীকে না দেখিয়া) সতি! একি! কোথা গেল সতী মোর? সতী—সতি! ও সতি! আমার সতী কৈ কোথা গেল? জীবনের আলো—নয়নের তারা সতী কৈ আমার।

(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যে ঐ যে সতী মোর।
দাঁড়ায়ে সম্মুখে আগলিছে পতির নয়ন পথ।
এস, এস প্রিয়তমে,

তিলেক বিচ্ছেদ না সহে জীবনে মোর।
সতী বিনা পতি তব হইবে উন্মাদ।

(ধরিতে উদ্যত এবং কল্পনা প্রসূত শূন্য মূর্তিকে
ক্ষণেক বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া)

আঃ পূর্ণ হৃদয় মোর।

নারায়ণ। (অদূরে) ওঃ এখনো ঘোর উন্মাদ।
হয় নাই দূর মোহ তন্দ্রাঘোর।
কেমনে নিবারি হরে।
সতীর বিরহানল কেমনে নিভাই তার ?
কি সাধ্য আমার সচেতন করিব তাঁহায়—
ত্রিলোকের বন্দ্য যিনি আপনি মহেশ।

(অগ্রসর হইয়া মহাদেবের প্রতি)

একি দেব!
কার সনে করিছ আলাপ,—
নিভৃত এ জনশূন্য মাঝে ?

মহাদেব। (পূর্ব্বানুরূপ অবস্থায়) সতি! তোমায় নিষেধ ক'রবো না,—তুমি পিতৃগৃহে যাও। আমায় ফেলে যেওনা—আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাব। (ক্ষণেক পরে) কে বলে আমায় নিমন্ত্রণ করে নি! নিশ্চয় ক'রেছে;—না ক'রলে তবুও আমি যাব। আমি

তোমায় ফেলে কিছুতেই থাক্‌তে পারবোনা। নন্দি!—নন্দি!
আন ত্বরা সজ্জিত করিয়া বৃষ মোর। (কৃষ্ণের প্রতি)

নারায়ণ। কৈ কোথা নন্দী দেব?

মহা। কৈ এনেছ—এনেছ। এস সতী! নন্দী তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

নারায়ণ। নহি নন্দী আমি দেব।

মহাদেব। নন্দী নও;—তবে কে তুমি?

নারায়ণ। আজ্ঞাবহ ভৃত্য তব—
পার না চিনিতে মোরে?

মহাদেব। চিনেছি—চিনেছি হৃষিকেশ তুমি
কিন্তু এমত সময় কেন আসিয়াছ হরি?

নারায়ণ। যথা হর তথা হরি
জগতে বিদিত। তাই আমি
রহি নিরবধি তব পাশে পাশে।
কিন্তু দেব! একি হেরি মহিমা তোমার!

মহাদেব। কি মহিমা হেরিছ কেশব!

নারায়ণ। শূন্য মনে কার সনে করিলে আলাপ

মহাদেব। কার সনে? (নিজের অঙ্গ প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া)
একি, কোথা গেল সতী মোর?
সতি!—সতি! ও সতি!
কৈ কেহ নাহি দিল যে উত্তর?
সতি!—সতি! নীরব সকলি।
উত্তর দাও সতী উত্তর দাও।

নারায়ণ !—নারায়ণ !—
কৈ সতী মোর ?

নারায়ণ। কে দিবে উত্তর—
সতী তব নাহি এ জগতে।

মহাদেব। সতী নাই ? (মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন নারায়ণ ধরিলেন)

(শুশ্রূষা করিতে করিতে)

নারায়ণ। সতী শোকে এখনো বিহ্বল
কোন ক্রমে না পারি ভোলাতে হরে।
মূর্চ্ছা ভঙ্গে উঠে যদি এখনি মহেশ
প্রলয়ের ক্রিয়া ঘটাবে জগৎ মাঝে।
অতএব কোন্ ছলে—কি কৌশলে—
হর-কোপানল করিব শমিত ?
কি উপায় তার ?—এই বুঝি উঠিছে মহেশ—
ক্রোধ-বহ্নি জ্বালিয়া হৃদয়ে।
কি করি এবে ?

(মহাদেব মূর্চ্ছাভঙ্গে সক্রোধে উঠিয়া)

মহাদেব। সতী নাই ?—সতী নাই ?
কে হরিল সতী মোর ?
সতী বিনা যে বহ্নি জ্বলিছে হৃদয়ে
উদ্গারি সে ভীষণ অনল
এখনি নাশিব আজি ত্রিলোকের লোক

ঘটাব জগৎ মাঝে মহা প্রলয়ের লীলা।

(বেগে প্রস্থানোদ্যত)

(নারায়ণ তাঁহাকে ধরিয়া)

নারায়ণ। কোথা যাও দেব
ধরি' এ সংহার মূরতি ?
যাবে সৃষ্টি রসাতলে ক্রোধানলে তব ;
তাই বলি হে মহেশ ক্ষান্ত হও আজি !

মহাদেব। ক্ষান্ত ? ক্ষান্ত ?
হ্যাঁ, ক্ষান্ত হ'ব আমি—
দেহ তবে সতীরে ফিরায়ে।

নারায়ণ। গতপ্রাণা সতী।

মহাদেব হ্যাঁ, সেই মৃত সতীদেহ
ফিরায়ে দেহ আমায়। স্কন্ধে ল'য়ে তাঁরে
ফিরিব শ্মশানে মশানে যথা ইচ্ছা মম।
খেলিব নাচিব জীবন-উল্লাসে
গাহিব বসিয়া সতী গুণগাথা।
তাই দেহ—দেহ—ফিরায়ে আমায়।

নারায়ণ। কি হ'বে দেব !
সতী শব দেহ হ'য়েছে ছেদিত।

মহাদেব। কি ? সতী শব দেহ হ'য়েছে ছেদিত
পড়িয়াছে পুণ্য দেহ ভূতল উপরে,
যার অধিষ্ঠান সদা এ হৃদয়ে মম
সেই সতী—তাঁর দেহ ভূতলে পতিত ?

নারায়ণ। হ্যাঁ দেব?
কিন্তু যে যে স্থানে
সতী অঙ্গ হ'য়েছে নিক্ষিপ্ত
সেই সেই স্থানে মহাপীঠ
হ'য়েছে উদ্ভূত। সার্থক জগত জনে
করিতে ক্ষালন পাপরাশি যত
করিয়া দর্শন সে সমূহ পীঠ।
জগতে এ এক কীর্ত্তি রহিবে জাগ্রত।
চিরদিন তরে সতীর আদর্শ ধরি'
কত নারী মহাশিক্ষা
লভিবে জীবনে।
তাই বলি দেব!
ত্যজ রোষ, ডুবাও এ স্মৃতি
বিস্মৃতির অতল সিন্ধুতে। ভাব দেখি
কেবা তুমি—কেবা সতী তব—
যার তরে প্রশান্ত হৃদয়ে তব
জাগায়েছে অশান্তির মেলা? [প্রস্থান।

মহাদেব। (নয়ন মুদ্রিত পূর্ব্বক ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)
তাই ত—তাই—ত!
কি হ'বে কেশব মোর গতি!
কৈ কোথা গেল—সে মুরারি!
নারায়ণ—নারায়ণ? চলে গেলে
ফেলি এ—অধমে। কি করি উপায়?

অকূল সংসার---বারিধির মাঝে—
ভাসাইয়া এ জীবন তরণী
কলুষিত করেছি আত্মারে আমার।
ভুলিয়াছি কেবা আমি কেবা সতী মোর।
ভুলিয়াছি নারায়ণে এ পাপ জীবনে।
না, আর নহে ;—আর না ভাবিব—
সতীর বিরহ কথা, আর না মজিব—
এ পাপ সংসারে।
মহাযোগে বসিব এবার—আনিব ফিরায়ে
পঙ্কিল কর্দ্দম হ'তে প্রোথিত সে আত্মারে আমার
যাই এবে নিভৃত সে পর্ব্বত কন্দরে।
নারায়ণ—নারায়ণ কোরো মোর গতি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

অবধূত।

গীত।

অবধূত। জীব কেন দিছে ভাব বসিয়ে।
ঐ দেখ দয়াময়ী মা আমার আছেরে ব'সে
করুণা-হস্ত প্রসারিয়ে ॥
সে যে আমার মা তোমার মা
জগতের মা সবার মা
মা নামের সার্থক তবে যে মা
ঐ দেখ কোল পেতে আছে বসিয়ে ॥
অন্ধ হ'য়ে আর থাকিস্‌নে
আমার করুণাময়ী মাকে ভুলিস্‌নে
তোর মধুর মুখে মা বুলি শুন্‌বে কানে
(তাই) ঐ দেখ আকুল হ'য়ে আছে কত ব্যথা সহিয়ে ॥
[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয়াগার।

মেনকা ও হিমালয় আসীন।

হিমালয়। কৈ রাণি! এখনো যে উমা আমার কাছে আস্‌ছে না। কত বেলা হ'ল; আমি যে তাকে না দেখে—এক দণ্ডও স্থির থাকৃতে পারি না। বড় আদরের কন্যা উমা আমার। দেখ দেখি রাণী কোথা গেল?

মেনকা। উমাকে না দেখ্‌লে আমারও প্রাণ যেন অস্থির হয়। বহু ভাগ্যে বহু তপস্যার ফলে উমার মত কন্যা জঠরে ধারণ ক'রেছিলাম। কিন্তু এত ভাগ্যে তবুও আমরা বুঝি মন্দ ভাগ্য। বিধাতা আমাদিগকে কাঁদাবার জন্যই বুঝি উমাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হিমালয়। কেন রাণি! কিসে আমরা মন্দ ভাগ্য আর কেনই বা উমা আমাদের দুঃখের কারণ?

মেনকা। তা কি জান না দেব? আমরা যে প্রাণের অধিক তারে ভালবাসি।

হিমালয়। সন্তানকে কোন্ পিতা মাতা না প্রাণের অধিক ভালবেসে থাকে? তাই ব'লে কি তারা কাঁদে?

মেনকা। কাঁদে না—যারা সন্তানকে চিন্‌তে পারে না। যারা চিন্‌তে পারে তারা কাঁদে—কেবল কাঁদে—অবিশ্রান্ত কাঁদে। তাদের কান্নার আদি নেই অন্ত নেই; অনন্ত কান্নার স্রোতে গা ঢেলে দেয়।

হিমালয়। আমরা তাহ'লে উমাকে চিন্‌তে পারি নি।

মেনকা। তুমি চিন্‌তে পেরেছ কি না তুমিই জান। আমি কিন্তু উমাকে আগে চিন্‌তে পারি নি এখন একটু একটু উপলব্ধি ক'র্‌ছি।

হিমালয়। ও তাই বুঝি দিবানিশি হাসিমুখে কান্নার বান ডাকিয়ে ছাড়ছো?

'মেনকা। উপহাস ক'রোনা রাজা! তুমি যদি একবার আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌তে তা হ'লে দেখ্‌তে পেতে কত কান্নার স্রোত দিবানিশি তথায় ব'য়ে চলেছে।

হিমালয়। কেন?

মেনকা। বল্লামই ত। ভালবাসি বলে।

হিমালয়। তা স্নেহের পরিণাম যদি কান্নাই হয়—তবে কাঁদবো। তার জন্য চিন্তা কি?

মেনকা। হ্যাঁ, তাই—হ'বে রাজা? তাই বল্‌ছি এখন থেকে শক্ত ক'রে বুক বাঁধ। এখন থেকে প্রস্তুত হও নতুবা পার্‌বে না। উমার বিরহ জনিত তীক্ষ্ণ বজ্র সইতে পারবে না। উমার কার্য্য নিরীক্ষণ ক'রেছ কি?

মেনকা। উমা আমাদের বুক থেকে হৃদয় তুলে নিয়ে—যথায় তুমি আমি নেই সেই থানে চ'লে যাবে তারই আয়োজনে সদাই ব্যস্ত?

হিমালয়। স্পষ্ট হ'ল না।

মেনকা। স্পষ্ট হবে তার বিবাহের যোগাড় দেখ শীঘ্র। পাত্র সন্ধান কর।

হিমালয়।　হ্যাঁ, সত্যই ত।
বাড়ে কন্যা দিনে দিনে শশী কলা সম।
দিয়ে লাজ জোছনারে বিকাশিছে রূপ
সুষমা ফুটিছে দেহে আপনা হইতে।
তপন কিরণে যথা ফোটে কমলিনী
সেইরূপ প্রতি অঙ্গে তার বিরাজিছে
সৌষ্ঠব রাশি' লিখিতেছে অঙ্গে তার
পুণ্য যৌবনের পূর্ণ আগম কাহিনী।
এ হেন বয়সে তার লভিয়াছে কত শিক্ষা।
অপূর্ব্ব মেধাবী শক্তির দেয় পরিচয়।
শরতে গঙ্গার বুকে হংসমালা আসে যথা
সেইরূপ বিদ্যারাশি যত আপনা হইতে
আসি' তার পাশে করিয়াছে সৌভাগ্য শালিনী।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যের কারণ
লভিয়াছি মোরা উমা সম দুহিতারে
কিন্তু হায়! এহেন তনয়া মণিরে
কার করে করি সমর্পণ?
যোগ্য পাত্র মিলিবে কি তার?
দিতে লাজ এ রূপেরে
গঠেছে কি ধাতা অন্যরূপ আর।

মেনকা। ভাবিও না রাজা!
অবশ্যই তুল্যরূপ আছে এ জগতে।
অবশ্যই লভিবে উমা যোগ্য পতি তার

কিন্তু তথাপি তুমি থেকনা নিশ্চিন্ত
জামাতা সন্ধানে শীঘ্র করহ গমন।

হিমালয়। রাণি! রাণি! কার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না।

মেনকা। বুঝেছি উমা আমার আস্‌ছে।

হিমালয়। শব্দ শুনে কেমন ক'রে বুঝ্‌লে রাণি!

মেনকা। কেমন ক'রে তা জানি না! কিন্তু উমার যে কি আকর্ষণী তার প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে আমাকে সজাগ ক'রে দেয়, তাকে প্রত্যক্ষ ক'রে দেয়।

হিমালয়। তাইত—তাইত রাণি! সত্যই ত আমার উমা মা আস্‌ছে। এস এস মা আমার।

উমার প্রবেশ।

হিমালয়। (সস্নেহে নিজঅঙ্কোপরি বসাইয়া) এতক্ষণ কোথা ছিলে মা! আমরা যে তোকে একদণ্ড না দেখ্‌লে সমস্ত অন্ধকার দেখি আর তুই আমাদের ফেলে কেমন ক'রে থাকিস্‌ মা? একি মা তোর অঙ্গে বিভূতির চিহ্ন কেন মা? তোর সমস্ত অলঙ্কার কি ক'র্‌লি মা?

মেনকা। সেই জন্যই ত বলেছিলাম রাজা শক্ত ক'রে বুক বাঁধতে— এখন থেকে বেশ ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তে।

উমা। মা! তুমি রাগ ক'রছ মা?

মেনকা। আহা মা আমার! তোর উপর আমি রাগ ক'রবো? রাগ ক'রতে পারি কৈ মা? তোর কার্য্য দেখ্‌লে সময় সময় রাগ

হয়; কিন্তু আবার তোর ঐ মধুমাখা মুখখানা দেখ্‌লে আমার সমস্ত রাগ কোথায় দূর হয়ে যায়।

উমা। আমার কি অন্যায় কাজ দেখেছ মা।

মেনকা। এই বাল্য বয়সে তোকে তপস্যায় নিযুক্ত দেখ্‌লে হৃদয়খানা বড় ফেটে যায়!

উমা। মা! তপস্যা যদি অন্যায় কাজ হয় তবে তুমি আমার প্রতি রাগ ক'রো না মা—আমি আর না হয় তপস্যাই ক'র্‌বোনা তাই ব'লে তুমি কেন ব্যথা পাবে মা?

হিমালয়। রাণি! তুমি শীঘ্র গহনা এনে মাকে সাজিয়ে দাও।

মেনকা। গহনা ত সমস্তই এখানে আছে। আচ্ছা আমি সাজিয়ে দিচ্ছি এস মা!

উমা। আমি কি গহনা প'রবো বাবা? আমায় তুমি কি গহনা দিয়ে সাজাবে মা? বিভূতি যে আমার বড় ভাল লাগে। বিভূতিই যে আমার একমাত্র গহনা মা? পার ত আমায় তাই দিয়ে সাজিয়ে দাও।

মেনকা। শুন্‌লে রাজা।

হিমালয়। তুই কি ব'লছিস্‌ মা। লোকে দেখ্‌লে কি ব'ল্‌বে। আমাদের যে লাঞ্ছনা দেবে। রাণি! তুমি পাগলী উমার কথা শুনো না সাজিয়ে দাও।

মেনকা। এই গহনা নাও। পার ত সাজিয়ে দাও আমি উমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে পারবো না।

হিমালয়। তাই দাও, আমি নিজ হাতে আগে আমার মাকে সাজিয়ে দিই। (রাণীর গহনা প্রদান এবং রাজা উমাকে সাজাইতে উদ্যত)

গীত।

উমা। আমি চাহিনা হইতে এ বিশ্ব জগতে
শুধু আমিই আপনার।
কি যেন ছলনা, জানি না জানি না
ক'রে যায় মোরে সে শুধু আমার ॥
কি যেন কি স্মৃতি, জাগায় প্রকৃতি,
কি যেন গরিমা, ডাকে নীতি নীতি,
কে যেন গা'হগো কি সুরে কি গীতি
আমার হৃদ'য় বাজে গো সে মধুর সুর ॥

হিমালয়। তোর ও গান রাখ্। আয় তোরে আমি নিজ হাতে সাজিয়ে দিই। (উমাকে সাজাইয়া পাশে বসাইলেন) দেখ দেখি রাণি! উমাকে এইবার কত সুন্দর দেখাচ্ছে। পাগলী বেটী এবার যদি এ গহনা খুল্‌বে ত আমি তোর কাছে মাথা খুড়বো।

উমা। না বাবা! আর আমি খুলবো না।

মেনকা। রাজা ঐ বুঝি নারদ ঋষি আস্‌ছেন।

হিমালয়। আসুন অসুন দেবর্ষি।
পরম সৌভাগ্য মোর।
(প্রণাম সসম্ভ্রমে পাদ্য অর্ঘ্য দান)

নারদের প্রবেশ।

নারদ। (স্বগতঃ) কত ছলে ঘুরিল জননী
বুঝিতে না পারি মহিমা তোদের!

কন্যারূপে দক্ষ গৃহে লভিলি জনম
কৌশলে করিলি পাপীর বিনাশ সাধন,
উদ্ধারিলি সে দুর্জ্জনে পাপ পঙ্ক হ'তে।
পুনঃ আসি' মেনকা-জঠরে
লভিলি জনম দুর্দ্দান্ত তারকাসুরে
নাশিবার তরে। কত রঙ্গ করিস মাগো ?

হিমালয়। কহ দেব! কিবা হেতু আগমন হেথা!

নারদ। নাহি অন্য প্রয়োজন।
কার্য্য হেতু অন্য স্থানে গিয়াছিনু আমি,
আসিবার কালে মনে হ'ল তোমাদের কথা
তাই আমি আসিলাম করিতে সাক্ষাৎ।

হিমালয়। এর চেয়ে ভাগ্য মোদের নাহি দেখি আর।
একি উমা পানে এক দৃষ্টে কি হেরিছ দেব!

নারদ। সৌভাগ্যের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া বিকাশিছে
উমার বদনে, তাই রাজা অনিমেষে
চেয়ে আছি পুণ্য তব কন্যা মুখপানে।
একা প্রেমে হর রমা, হরঅর্দ্ধাঙ্গিনী
হবে এ ললনা; বহু ভাগ্য রাজা তব।

মেনকা। (অতি ব্যস্ত) দেব—দেব। কি কহিলে
হর অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'বে দুহিতা আমার।
মহাশিব হবে মোর জামাতা সুধীর
ওহো এর চেয়ে কিবা আছে ভাগ্য আর।

হিমালয়। বড় সুখী করিয়াছ দেব

নিশ্চিন্ত হ'লাম এবে তব আশ্বাসনে।

নারদ। শুন রাজা ?
বহু কাজ আছে পড়ে তব,
দেহ কন্যা পাঠাইয়ে হর সেবা তরে
থাকুক ললনা সেথা পূজুক মহেশে
অতঃপর সময় নির্ব্বিঘ্নে হইবে এ
কন্যা তব, সত্য-শিব সোহাগিনী ভবে।
যাই এবে কার্য্যকালে হইবে সাক্ষাৎ।

হিমা। (সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) [সকলের প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য।

গিরি পার্শ্বস্থ নির্ঝরিণী।

কিন্নরীগণের গীত।

তোলে তোলে তান সমধুর বীণা
মঞ্জু পবনে মিশি' কুঞ্জে ভরিছে।
অলস আবেশে জ্যোৎসনা কিরণ
মেদনীর বুকে ঢলিয়া পড়িছে ॥

মধুরা যামিনী শুভ্র চাঁদিনী
কোকিলা হরষে গাহিছে ;
পিয়া পিয়া পিয়া বিরহী পাপিয়া
রহিয়া রহিয়া ডাকিছে।
কি দিব তুলনা এ যে অতুলনা
বিশ্ব মাঝে শোভিছে ;
মোহিনী ঝঙ্কারে মরম মাঝারে
কার বীণা ধ্বনি ঐ বাজিছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তারক রাজপুরী—অন্তঃপুর।

প্রচণ্ডা আসীনা ও সখিদ্বয় ব্যজন করিতেছিলেন প্রচণ্ডা সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখিয়া বার বার নিজ অঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

প্রচণ্ডা। (ক্রুদ্ধভাবে) বটে—বটে,—শচি !—শচি !
শচী রূপবতী ?
মোর চেয়ে শচী রূপবতী ?

কত রূপ তার ? (পুনঃ দর্পণাবলোকন)
এই মম খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি
যেন মনে হয় কোন এক
পটু চিত্রকর স্বর্ণ তুলিতে
আঁকিয়াছে বহু যত্নে এ নয়ন মোর !
এর কাছে শচী-আঁখির হইবে তুলনা ?
পক্কবিম্বাধরসম—বদন মণ্ডলে
সুষমা পড়িছে ঝরি !
এর কাছে শচী মুখের, হইবে তুলনা ?
শিরীষ কুসুম জিনি
সুকোমল বাহুলতা মোর
পীন পয়োধরে ভরা হৃদয় আমার
দুলিছে প্রবাল হার ।
ওহো মুর্চ্ছা যেতে জাগিছে বাসনা ।
বুঝি বিধি নিশেঃষিয়া—
ভাণ্ডার তাহার, গঠেছে এ জঙ্ঘা দুটী মোর ।
এর কাছে শচী রূপের হইবে তুলনা ?
না—না—কভু না সম্ভবে ।
বিশেষতঃ পতি মোর ত্রিভুবন পতি
আমি রাণী তাঁর—
মোর চেয়ে কেবা হ'বে
সমধিক রূপবতী আর !
যুদ্ধকালে কত বার

স্বচক্ষে হেরেছি ইন্দ্রেরে
সেই ত ইন্দ্র ?—ঐ ত রূপরাশি তার ?
তবে তার পত্নী শচী,—
কত হবে রূপবতী ?
না, না, শচী কুরূপা—কুরূপা।
সখি ! কহ মোরে
অসংযত রসনা কাহার মোর কাছে
করিয়াছে শচীর প্রশংসা বাদ।
এখনি আনহ তারে,
স্বহস্তে উপাড়ি তার অরুদ্ধ রসনা—
প্রতপ্ত অনল মাঝে করিব নিক্ষেপ
যাও ত্বরা !

১ম সখী। আজ্ঞাবাহী দাসী সদাই প্রস্তুত। কিন্তু মা ! তাকে আমি কেমন ক'রে সন্ধান ক'র্‌বো, শচীর রূপের কথা আপনি যেমন শুনেছেন আমি ও তেমনি শুনেছি। তবে—

প্রচণ্ডা। বটে !—এই কে আছিস ?

শৃঙ্খল হস্তে একজন প্রহরীর প্রবেশ।

প্রচণ্ডা। বন্দী কর পাপিষ্ঠারে ! (বন্দী করণ)
লয়ে যাও এরে রুদ্ধ কারাগারে।

১ম সখী। (কাঁপিতে ২) মা আমায় ক্ষমা কর মা।

প্রচণ্ডা। (নীরব)

সখী। মা, আমায় ক্ষমা কর মা। আমি এখনই তার সংবাদ এনে দিচ্ছি।

প্রচণ্ডা। প্রহরি!

প্রহরী। চল বাবু, আর ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রলে লাভ কি?

(টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত)

সখী। মা, মা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মা! আমি সেই পাপিষ্ঠ—যে শচীর প্রশংসা করেছে তাকে এখনই এনে দিচ্ছি।

প্রচণ্ডা। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে) দেহ এরে শূলে চড়াইয়া।

প্রহরী। (তাহাকে লইয়া যাইতে যাইতে) কেমন বাবু! কারাগার বুঝি পরিষ্কার ছিল না? যাও এইবার শূলকাঠে চড়গে। মজা দেখ্‌বে।

[লইয়া প্রস্থান।

প্রচণ্ডা। শচি! শচি!

না, না, বার বার
শচী কথা আনিবনা মুখে।
কুরূপা সে শচী
ভাবিব না তার কথা চিতে। (দর্পণ প্রতি অবলোকন)
কিন্তু যদি মোর চেয়ে
হয় শচী রূপবতী, তবে—
তবে? এইরূপে নখে চিরি
হৃদয় তাহার উপাড়ি সে
হৃদ্‌পিণ্ড ফেলিব সে নরক অনলে।
হাঃ হাঃ হাঃ।
শচি!—রূপ নিয়ে থাক তুমি।
(একজন ছবিওয়ালী হাসিতে লাগিল)

ছবিওয়ালী। হাঁগা! আপনারা কেউ চিত্র নেবেন গা?

প্রচণ্ডা। সখি! ডাক তারে হেথা।

সখী। এ ছবি-ওয়ালী মাগী এদিকে আয় ত।

ছবিওয়ালীর প্রবেশ।

প্রচণ্ডা। কি কি ছবি আছে তোর!

ছবিওয়ালী। এই কত কি আছে গা!

প্রচণ্ডা। শচীর চিত্র আছে?

ছবিওয়ালী। শচী ছবি জানি না মা। এই আছে যত দেখুন।

প্রচণ্ডা। দেখ সখি!

(সখী একে একে চিত্রগুলি দেখিতে লাগিল এবং একটীর নিম্নে শচীর নাম দেখিয়া)

সখী। এই ত রয়েছে লেখা
শচী নাম চিত্র নিম্নতলে।

প্রচণ্ডা। (ব্যস্ত হইয়া) কৈ দেখি দেখি। (ছবি খানি লইয়া ক্রোধে)
সখি! সখি! দাও দূর করি,
না—না—রাখ এরে কারাগার মাঝে।

[ছবিওয়ালীকে লইয়া সখীর প্রস্থান।

প্রচণ্ডা। দূর হও শচি! (ছবি ফেলিয়া দিলেন)
না—না, পারি না বসিতে হেথা
বৃশ্চিক দংশন সম
কি জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে।
উঃ, শচি! শচি!

যে আগুন ঢালিল হৃদে
রূপরাশি তোর
উগারি সে ভীষণ অনল—
পোড়াইব তোরে পতঙ্গের মত
এইরূপে চরণে দলিব তোরে।
বাঁদীর অধম সাজিবিরে তাল
নয়ন আসার তব শোভিবে
এ মোর পদযুগে বেশ!
তাই হবে—তাই হবে শচী—
মনের বাসনা তোর অবশ্য পুরিবে
যাই আমি ক্রোধাগারে এবে। [প্রস্থান।

সখী। ওমা! বড় মানুষের মাগীগুলোর ঢং দেখ। এদের ঢং দেখে মরে যাই মা মরে যাই। কথায় কথায় হিংসে, কথায় কথায় রাগ আর কথায় কথায় অমনি গর্দ্দান নেওয়া। যার রূপ আছে তার আছে তাতে তোর কিরে মাগী? তার রূপের হিংসে তুই করিস্ কেন? তার রূপের হিংসে ক'র্‌লে কি তোর রূপ ফির্‌বে? পরমেশ্বর যে, ভাগ্যে বেছে বেছে রাণী ক'রেনি? তা হ'লে ত কথায় কথায় মানুষকে কারাগারে পোরাতে হ'ত। তা আমি কখনো পার্‌তুম না—কখনই পারতুম না। পরমেশ্বরের এইখানে আরও বাহাদুরী তাই ঈশ্বরকে দু'শ দু'শ চার শ 'আর একশ' বাহবা দিচ্ছি যে ভাগ্যে আমি রূপ নিয়ে জন্মাইনি। তা হ'লে কি এ রকম খুনে মাগীর খপ্পরে প'ড়ে এতটা মুখ বাজিয়ে কথা বল্‌তে পারতুম—না এতক্ষণে মাগীর পায়ের তলায় চূর্ণ না হ'য়ে এমন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারতুম? তা যাই

হোক মন যোগান কাজ আমাদের, যাই রাণীর আবার মন যোগাইগে। পেটের দিকেও ত চাইতে হবে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

গীতকণ্ঠে ধীরে ধীরে সুরমার প্রবেশ।

গীত।

সুরমা।　　কোন্ সুদূর হ'তে　　কার বীণা খানি
　　কি মোহন সুরে বাজিছে ঐ।
　　কি সঙ্গীত ধরি　　বাজিছে বাঁশরী
　　কার স্মৃতি খানি ভাসিছে ঐ॥
(আমি)　বুঝিতে পারি না কি সুরে বাজিছে,
　　নাহি জানি বীণা কি ছন্দে গাহিছে,
　　জানি না জানি না　　কি স্মৃতি রাখিছে
　　(আমার) তৃষিত ব্যাকুল পরাণে ঐ॥
　　কত বার আমি জীবন কুঞ্জে
　　শুনেছি সে গান বসি একান্তে
(তবু)　ভাঙ্গে না যে মোহ টোটে না স্বপন
(সে যে)　কাছে কাছে থাকি দূরে ফেরে ঐ॥

বিকর্ণ প্রবেশ পথ হইতে শুনিতেছিলেন।

বিকর্ণ। (গীত ভঙ্গে) সুরমা!

সুরমা। (দৌড়াইয়া কাছে গিয়া) কি? বলি তুমি যে এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ কর্‌লে?

বিকর্ণ। এখানে কি সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ?

সুরমা। হ্যাঁ, তা কি জান না?

বিকর্ণ। তা কেমন ক'রে জান্‌বো বল?

সুরমা। তা না জেনেছ না জেনেছ, ব'য়ে গেছে।

বিকর্ণ। হাঁ৷ দোষ করেছি যখন তখন ত দিতেই হবে। (সুরমাকে একটী চুম্বন করিলেন) নাও হয়েছে ত?

সুরমা। না, না, তা হ'বে না। যা দোষ ক'রেছ?

বিকর্ণ। তবে পাওনা নিয়ে বাকী আমায় ফিরে দাও।

সুরমা। এই নাও (বলিয়া সস্নেহে স্বামীর মুখচুম্বন করিলেন)

বিকর্ণ। আচ্ছা সুরমা!

সুরমা। আজ্ঞা করুন ম'শায়?

বিকর্ণ। তোমাকে একটা কথা বল্‌বো মনে করেছিলুম।

সুরমা। আজ্ঞা করুন, এখনি ঠিক হবে।

বিকর্ণ। তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।

সুরমা। সত্যি, আমি তোমায় একটু ভাল বাসি না, বড্ড ভালবাসি।

বিকর্ণ। ভালবাস কি না তোমার ব্যবহারেই জানা গিয়েছে?

সুরমা। কি?

বিকর্ণ। ঐ যে তুমি গান গাইছিলে—"কাছে কাছে থাকি দূরে ফেরে ঐ"।

সুরমা। তাত গাইছিলুম; তবে—

বিকর্ণ। তবে, আর কি?—আমায় দেখ্‌তে পেয়েছিলে অথচ ডাকনি; ইঙ্গিত করছিলে।

সুরমা। হ'তে পারে, কিন্তু ওতে কি ভালবাসার পরিচয় দেওয়া হয় নি?

বিকর্ণ। তা তুমিই জান।

সুরমা। আমার বিচার যদি আমার কাছে, তবে এ কথা তুমি আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে কেন?

বিকর্ণ। অন্যায় হ'য়েছে সুরমা। আমি তোমার মত অত শাস্ত্র পড়িনি।

সুরমা। পড়নি—তবে এখন থেকে পড়?

বিকর্ণ। কার কাছে পড়বো?

সুরমা। আমার কাছে পড়বে! কেন, আমাকে বুঝি মনে ধরে না?

বিকর্ণ। মনে খুব ধরে; কিন্তু তোমার যে কোট তাতে যে বেশী দিন টিক্‌তে পারবো বিশ্বাস হয় না।

সুরমা। আচ্ছা যাতে টিকে থাক্‌তে পার তার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

বিকর্ণ। বেশ তবে এখন একটা গান ক'রে শুনিয়ে দাও।

গীত।

সুরমা। কোন স্বরগের সুদূর পারে
রাখিব তোমায় লুকায়ে।
কোন আলোকের সিন্ধু পারে
রাখিব তোমায় ভুলায়ে॥

জগতের আঁখি পাবে না সন্ধান,
বল না কোথা আছে কি যে স্থান,
আছে যদি বল, নিয়ে যাব চ'ল
হৃদয়ে হৃদয় রাখি রহিব চাহিয়ে।

[গাহিতে গাহিতে উভয়ে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

মন্ত্রী-পুত্র বিশাল একটী পদ রচনা করিতে ছিলেন।

বিশাল। নীরব যামিনী,
চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত মেদিনীর বুকে
কোন সুদূর প্রদেশ হ'তে
যূথিকার মৃদুগন্ধ
চুরি করি আনে গন্ধবহ।
মাঝে মাঝে
ঝঙ্কারি কোকিলা
বসন্তের প্রিয় সমাগম
ঘোষিতেছে জগত মাঝারে।
যেন কোন মোহময় স্বপ্নময় স্বর্গীয় সুষমা

বিরাজিছে ধরণীর বুকে।
(আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
ঐ দূরে—
দুলি' দুলি' তারাদল সবে
সম্ভাষিছে নিশাকরে
জানাইছে যেন কত মরম বেদনা।
(ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন এবং
দূর হইতে কাহার কলকণ্ঠ শুনিয়া)
এ হেন ভাবময় সঙ্গীত লহরী
কোথা হ'তে আসে ভেসে ?
কার এ কল কণ্ঠ ?
কার সুমধুর কণ্ঠ
তুলিতেছে সে সুর লহরী ?
যেন মনে হয়
কোন এক বিরহিনী বালা,
নিয়তির কুটিল ভ্রুভঙ্গে
অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে
এক মাত্র প্রিয় বস্তু তার
স্বহস্তে তুলিয়া,
দিয়াছে বিদায় নিয়তির করাল মন্দিরে।
হায় রাক্ষসী নিয়তি !
এ কি তোর খেলা ?
কত শত নিরীহ বালারে

সাজাস বৈধব্য-সাজে
হানি শেল বুকে,
কাড়ি ল'য়ে উজ্জ্বল সিন্দুর
শোভিত সে সীমন্ত প্রদেশ হ'তে ?
সবে মাত্র চিনেছে সংসার
সবে মাত্র হইয়াছে জ্ঞান
পতি তার উপাস্য দেবতা ;
সবে মাত্র সঁপেছে পরাণ
বিকাইযে আপনারে পতি পদতলে,
এ হেন সময়ে কেন রে রাক্ষসী
ভাঙ্গি দিস্ সে সাধের সংসার
কেড়ে নিস্ পতিরে তাহার।
ঢেলে দিস্ অশান্তি-আগুণ চিরদিন তরে ?
কত শত জননীর
একমাত্র বুক ভরা নিধি,
একমাত্র নয়নের তারা
একমাত্র সহায় সম্বল
সন্তান মণিরে
নিয়ে যাস্ কেড়ে
রাখি মাত্র শুধু চির অশ্রুজল।
কি আনন্দ পাস্ রে রাক্ষসী
খেলিয়ে এ খেলা মানবের সাথে ?
(অতি সন্নিকটে সেই গীত শ্রুত হইয়া

ঐ বুঝি আসে বালা।
(এক মনে গান শুনিতে লাগিলেন)

বালক সুশান বেশে রাজকন্যা মায়াবতীর গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

সুশান। গীত।

আমার কি যেন কি হারিয়ে গিয়েছে।
কার স্মৃতি গাথা গাহিতে গাহিতে নীরব হয়েছে॥
আর বাজেনাকো বীণা সে তার ছিঁড়েছে
ওঠে না সে সুর সে যে চলে গেছে
এখন কে যেন আমার হাতটী ধরিয়ে
কোন স্বপনের দেশে নিয়ে চলেছে।
সারানিশি যায় স্বপন ভাবিয়ে
সারা দিবা যায় স্বপনে কাটিয়ে,
তবু ভাঙ্গে না কখন যে নিরাশ স্বপন
কি যেন কুহেলি আবরি রেখেছে॥

বিশাল। এত রাত্রে কে তুমি বালিকা এখানে এসেছ?

সুশান। মশাই, যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি বালিকা নই— একজন দীন হীন নিরাশ্রয় বালক।

বিশাল। বালক? (নিরীক্ষণ করিয়া) আচ্ছা বালক, তুমি তবে এরূপ বিরহ-ব্যথা-ব্যঞ্জক গান গাইছিলে কেন? তোমার কি কিছু হ'য়েছে?

সুশান। বল্লামই ত? আমি দীন হীন নিরাশ্রয়।

বিশাল। দীন হীন অথবা নিরাশ্রয়ের মুখে এরূপ গান কখনো সম্ভবে না।

সুশান। তবে কার মুখে সম্ভবে!

বিশাল। একমাত্র জীবনের তারা-হারা কাতরা বিরহিনী নারীর মুখে এ সঙ্গীত সম্ভবে।

সুশান। (উচ্চৈঃস্বরে) যথার্থই বলেছেন। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি আমি এ গান কোন রমণীর কাছে শুনেছি।

বিশাল। কে সে রমণী। তুমি তাকে চেন?

সুশান। তা চিনি না। তবে শুনেছিলাম, শিখেছিলাম, গেয়েছি। আর ঐ গানটাই আমার বেশ মনে লাগে; তাই যেখানে যাই কেবল ঐ গানটী গাই।

বিশাল। তুমি আর অন্য গান জান না?

সুশান। না।

বিশাল। শিক্ষা কর না কেন?

সুশান। চিত্ত আমার বশে নয়। অন্য গান শিখতেও আমার ইচ্ছা নাই।

বিশাল। চিত্ত যাতে তোমার বশে আসে তাই কর না কেন?

সুশান। (মস্তক অবনত করিয়া) কসুর মাপ ক'রবেন।

বিশাল। একি বালক, তোমার চোখে জল কেন? তুমি কাঁদ্‌ছো, না না আর তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করে কষ্ট দেব না।

সুশান। কৈ আমার ত কিছুই কষ্ট হয় না বরং আপনার সঙ্গে আলাপে বড়ই আনন্দ হ'চ্ছে। ইচ্ছা হয়—

বিশাল। থাম্‌লে কেন বালক? বল বল কি তোমার ইচ্ছা হয়। নীরব কেন? বল বল?

সুশান। না, কিছু না।

বিশাল। বুঝেছি। আচ্ছা বালক তুমি আমার কাছে থাক্‌বে? আমি তোমায় আশ্রয় দেব।

সুশান। না।

বিশাল। কেন? এই তুমি বল্লে নিরাশ্রয়, অথচ আমি তোমায় আশ্রয় দিচ্ছি তবে থাক্‌বে না কেন?

সুশান। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমায় যেতে দিন, আমায় যে অনেকদূর যেতে হবে।

বিশাল। হুঁঃ, নির্ব্বিবাদে। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সুশান। বলুন।

বিশাল। তোমার নাম?

সুশান। আপাততঃ সুশান বলেই আমাকে জান্‌বেন।

বিশাল। জন্মস্থান কোথায়?

সুশান। স্মরণ নাই।

বিশাল। আশ্চর্য্য। আচ্ছা এখন তুমি কোথায় যাবে স্থির করেছ?

সুশান। ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝি না,—কোথায় যাব জানি না।

বিশাল। এত রাত্রি, তুমি বালক। কোথা যাবে জান না? পথিমধ্যে যদি তোমার কোন বিপদ হয়?

সুশান। আমার আবার বিপদ কিসের? বিপদ হবার ত কোন সম্ভব দেখি না, আমার কাছে ত আর মণি রত্ন নেই।

বিশাল। মণি রত্ন না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার হাতে যে একটা দামী আংটী দেখ্‌ছি।

সুশান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আংটীটী একজন আমায় ভালবেসে দিয়েছিল বটে।

বিশাল। আমিও তোমায় একটা অঙ্গুরী দিই তুমি গ্রহণ কর।

সুশান। কেন আপনি কি আমায় ভালবেসেছেন ?

বিশাল। অবশ্যই বেসেছি বৈকি। এই নাও গ্রহণ কর—

সুশান। এই বল্লেন অঙ্গুরী আমার বিপদের কারণ হ'তে পারে ?

বিশাল। বলেছিলাম। কিন্তু তুমি সাবধানে রাখ্‌লে আর সে বিপদের সম্ভাবনা থাক্‌বে না।

সুশান। নিতে পারি যদি দয়া ক'বে আমার একটা উপকার ক'র্‌তে পারেন।

বিশাল। কি ?

সুশান। অঙ্গীকার করুন।

বিশাল। ক'র্‌লুম।

সুশান। তবে আমার এই অঙ্গুরীযটী আপনি রাখুন। শপথ করুন যে যতদিন আপনার হৃদয়ে স্থান পাব ততদিন এ অঙ্গুরী কথনো হস্তান্তর ক'রবেন না ?

বিশাল। (ইতস্ততঃ করিয়া) আচ্ছা বেশ শপথ ক'র্‌লুম। তুমিও তবে তাই শপথ কর ?

সুশান। ঈশ্বর সাক্ষী তবে এখন আমি চল্লাম। নমস্কার।

বিশাল। (একদৃষ্টে বালকের গমন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং বালক অদৃশ্য হইলে)

নহে এই সামান্য বালক
উচ্চ হাব উচ্চ ভাব

দেয় পরিচয় মহৎ বংশের ইহার।
অভিমানে পূর্ণ হৃদি তা'র
বীরত্ব-ব্যঞ্জক বদন মণ্ডল,
প্রতি অবয়বে চঞ্চলের রেখা ;
হবে কোন বীর বংশে জনম ইহার ।
কিন্তু হায়, নিয়তির ঘূর্ণ আবর্ত্তন
বীর বংশটীরে ক্ষুদ্র তৃণ সম
ডুবায়েছে কোন অতল জলধিতলে
রাখি মাত্র ক্ষীণ বংশ স্মৃতি
নিরাশ্রয় এই অনাথ বালকে।
নারায়ণ ! অপার মহিমা তব
কি শক্তি আমার বুঝিব তোমায় !   [প্রস্থান ।

স্বশানের পুনঃ প্রবেশ।

স্বশান। চ'লে গেল। মনে হ'ল যেন আমারই কথা ভাব্তে ভাব্তে চ'লে গেল। আমায় অনাথ মনে ক'রে ঈশ্বরের নিকট আমার দুঃখ নিবেদন ক'র্তে ক'র্তে চ'লে গেল। কি অন্তঃকরণ ? একজন অসহায়ের জন্য যার প্রাণ কেঁদে উঠে তার হৃদয় কত বড় ? তার হৃদয়ের সঙ্গে তুলনা ক'র্তে জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু কি আছে ? সে মানব ? না মানবাকারে দেবতা। বিশাল, নিশ্চয় তুমি দেবতা। তুমি দেবতা না হ'লে মনে মনে আমি তোমায় আত্ম সমর্পণ করবো কেন ? কিন্তু বিশাল ! আমাদের সে সাধ যে এ জনমে অপূর্ণ থেকে যাবে ? ঈশ্বরের

ইচ্ছা যে অন্যরূপ ! তা না হ'লে পিতা আমার সেনাপতির ধূর্ত্ত বীরত্ব কৌশলে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ মনে মনে সঙ্কল্প করবে কেন ? সঙ্কল্প যখন ক'রেছেন তা আর কখনো ভিন্ন হ'বে না। কিন্তু বিশাল ! মনে রেখো সতীর সঙ্কল্প যে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ। তার অন্যথা হয় না। আমারও সঙ্কল্প কখনো বিভিন্ন হ'বেনা। তোমাকেই ভালবাসতে বিধাতা আমায় পাঠিয়েছেন ; কিন্তু একটা আবরণ ; একটা কিসের অজ্ঞাত আবরণে আমার যে সাধের ভালবাসাটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। যে অনুমুক্ত আবরণ বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই, এজন্যে আর উন্মুক্তো হবে না ; তোমার আমার সুখে মিলন হ'বে না। কিন্তু তা'র জন্য এ হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই বা দুঃখিত হ'বনা বরং সে প্রচণ্ড আঘাতকে বুকপেতে সহ্য ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকবো। তাই এই দেখ কেমন মনোহর বালক বেশ ধারণ করেছি, তোমায় ভ্রমে ফেলেছি। তোমার যখন ভ্রম হ'য়েছে তখন সবারই ভ্রম হ'বে। আমি নিশ্চিন্ত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নাট্য-ভবন।

সেনাপতি অধীরলালের হস্ত ধরিয়া অধীর-
সখা চঞ্চুমুখের প্রবেশ।

অধীর। সখা, আর ভাবনা কিসের ?

চঞ্চু। না সখা, আর ভাবনা কি ? সমস্ত রাজ্য যখন মহারাজের করতল গত, তখন আর ভাবনা কি ? একটা শুভ সংবাদ শুনেছ কি সখা ?

অধীর। কি—কি সখা ?

চঞ্চু। বড় সুসংবাদ কিন্তু ; তুমি তা হ'লে এখন শোননি ?

অধীর। কি সুসংবাদ সখা শীঘ্র বলনা ?

চঞ্চু। শুধু শুন্‌লে ত হ'বে না ; কিছু ছাড়তে হয় তবে শুন্‌তে হয়। শুধু কথায় কি চিড়ে ভেজে ? আর বিশেষতঃ তোমারই সম্বন্ধে।

অধীর। এইখানে বড় দুঃখ সখা ; কেন, আমার দ্বার ত চিরদিনই তোমার কাছে উন্মুক্ত। তবে তুমি ও কথা ব'লে প্রাণে ব্যথা দাও কেন সখা !

চঞ্চু। না—না, তাত বটেই—তাত বটেই। তোমায় কি আমি জানি না, না চিনি না। আর তুমি কি অমনি একটা যে সে লোক। এখন সখীদের ডাক্‌বো কি ?

অধীর। সংবাদটা কি শুনি !

চঞ্চু। রাজকন্যা মায়াবতীর সঙ্গে যে তোমার বিয়ে !

অধীর। এঁ্যা, একথা তুমি কার কাছে শুনেছ সখা।

চঞ্চু। স্বয়ং মহারাজের নিকট।

অধীর। বড় আপ্যায়িত হ'লাম সখা! নর্ত্তকীদের শীঘ ডাক।

চঞ্চু। ততক্ষণ এক পেয়ালা ঢাল্‌বো নাকি?

অধীর। এক পেয়ালা কেন, হরদম ঢাল সখা—হরদম ঢাল। প্রাণের আনন্দে ঢাল। আজ আমার কি আনন্দ হ'চ্ছে তা কি জান সখা?

চঞ্চু। তা কি আর আমি বুঝ্‌তে পারছিনা সখা? তোমায় আমায় যে আত্মায় আত্মায় ভাব।

অধীর। (এক পেয়ালা পান করিয়া) আঃ, কই সখা! ডাক্‌লে?

চঞ্চু। হ্যাঁ সখা এই যে (নিজে পান করিলেন) আঃ প্রাণটা ধাতে এল। (অগ্রসর হইয়া) বলি ও প্রাণময়ী, গানময়ী, নাচময়ী, আলোময়ী, সুরময়ী, হোঁদল কুত কুতের দল একবার এদিকে এসত দেখি। আঃ ঐ যে সব, এস—এস—এস। হুড় হুড় চলে এস।

বোতল হস্তে নর্ত্তকীদের প্রবেশ।

বোতলগুলো আমায় দাও। আগে থাক্‌তে সম্‌লে রাখাই ভাল। নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেসামাল হ'লে কোথায় হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যাবে আর সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।

(সখীগণ কর্ত্তৃক বোতলগুলি প্রদত্ত হইল)

নাও লক্ষ্মীরা আর বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন? ধ'রে ফেল—ধ'রে ফেল। বেস মোলায়েম সুরে ধ'র বাপু।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

মোরা রসময়ী রস-কলিকা।

কে আছ' কোথায় প্রেমিক বঁধু এস ত্বরা এস,—

(আজ) গাহিব প্রেমের ভূমিকা।
প্রেমিকের তরে ফুটি মোরা শুধু
প্রেমিকে বিলাতে রাখি হৃদে মধু
প্রেমিক পাইলে আপনা ভুলিয়ে হ'য়ে রই তার,—
মোরা রসের নাগর সেবিকা ॥

অধীর। বাহবা,—বাহবা, এই না হ'লে কি মজা ? কি বল সখা ?

চঞ্চু। তা আর ব'ল্‌তে সখা ? এই নাও আর এক পেয়ালা টেনে নিয়ে দিল্‌টা সাচ্চা ক'রে নাও।

অধীর। দাও সখা, দাও—দাও।

চঞ্চু। প্রস্তুত আছি সখা,—ভয় কি ?

অধীর। (জড়িত-স্বরে) সখীদের গান গাইতে বল গান গাইতে বল ?

চঞ্চু। হাঁ, তা নইলে খোঁয়ারি যাবে না। বলি, আনন্দময়ীরা ধ'রে ফেল' খোঁয়ারি কেটে যাক্।

গীত।

নর্ত্তকীগণ। [নৃত্যসহ]

ধর ধর বঁধু প্রেম উপহার।
প্রেমের কানন হ'তে প্রেমের পরাগ রাশি
আনিয়াছি যতনে দিব উপহার।

অধীর। (জড়িত-স্বরে) কেয়া মজা—কেয়া মজা।

১ম নর্ত্তকী। আমি পরাগ-রাগসী,—

২য় নর্ত্তকী। আমি প্রেমের হাসি,—

৩য় নর্ত্তকী। প্রেমের রহস্যে প্রেমিক বঁধুয়া—
ধীরে ধীরে ধীরে নিয়ে যাই ভুলায়ে কাছার ॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(অধীরলাল অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন)

চঞ্চু। (অধীরকে ধরিয়া) সখা—সখা, একেবারে অচেতন। সবে ঝোঁক্‌টা আস্‌ছিল সব নষ্ট ক'রে দিলে। যাঃ! (মদের বোতলটার কাছে যাইয়া) আহা, এস ত' মা দুষ্টদলনকারিণী একবার এই দীনের উদর মধ্যে। (পান করিয়া, পরে অধীরের প্রতি চাহিয়া) কি বেয়াদবি! সখীরা নাচ্‌বে খেল্‌বে হাস্‌বে—তা নয় এক অচেতনের জ্বালায় সব পালিয়ে গেল। কেন আর কি সময় ছিল না। থাক সখা তবে ঐ ভাবেই থেকে অচেতন হবার সখটা মিটিয়ে নাও; আমিও এইবার স'রি। এখনি রাজার কাছে তাড়না স'ইবার হাল আর আমার নেই।

[প্রস্থান।

অধীর। (জড়িত স্বরে) সখা?

সুশানের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

সুশান। (প্রবেশ পথ হইতে) কেন সখা?

অধীর। কৈ তুমি সখা।

সুশান। এই যে আমি তোমার কাছে!

অধীর। আর বুঝি আমি বাঁচলাম না।

সুশান। ছিঃ ও কি কথা বল্‌ছ সখা?

অধীর। না সত্যি বল্‌ছি সখা, আমার মাথাটা যেন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, বুকটা যেন চেপে ধরেছে, ক্রমে যেন আমার দম আট্‌কে আস্‌ছে; উঃ আমায় একটু বাতাস কর।

সুশান। এই যে আমি বাতাস ক'রছি। কিছু ভেবনা সখা; একটু বেশী নেশা হ'য়েছে তাই অমন হচ্ছে, ও এখনি সেরে যাবে।

অধীর। আমায় ধর আমি একটু উঠ্‌বো।

সুশান। (মস্তক ধরিলেন এবং অধীর উঠিতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেলেন দেখিয়া) কি ভয়ঙ্কর অবস্থা? সত্যই যে মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ? ধূর্ত্ত চঞ্চুমুখ! এই বুঝি বন্ধুত্বের পরিণাম? বন্ধুকে বিপদে ফেলে যাওয়া বুঝি তোমার কর্ত্তব্য হ'ল? বাহারে সখ্যতা! বলিহারি তোর সখ্যতাকে। কি করি এখন কেমন ক'রেই বা একে সুস্থ করি। কি ক'রলে ইনি সুস্থ হবেন! দেখি যদি কাউকে—না, না, কাউকে জানান হবে না। ঈশ্বর! এই শূকরটাকে সুস্থ করবার একটা পন্থা আমায় দেখিয়ে দাও। দেখি মাথায় জল দিলে একটু সুস্থ হয় কি না। (জল দিতে লাগিলেন)

অধীর। (একটু সুস্থ হইয়া) কৈ সখা, নীরব কেন? সখীরা গাইছেনা যে?

সুশান। (স্বগতঃ) আরে মূর্খ!

অধীর। সখা।

সুশান। এই যে গাইবে বৈকি। তুমি আগে একটু সুস্থ হও তারপর গান শুন্‌বে—চিরদিন শুন্‌বে। তোমার এমন সুহৃদ্ থাক্‌তে গান শোন্‌বার কি অভাব হ'বে? সখী নাচ্‌বে, বোতল চল্‌বে রাজকন্যার পদ সেবা ক'রবে, কোনটার অভাব হ'বে না সখা। এখন তুমি একটু নীরব হ'য়ে শুয়ে থাক দেখি। (পুনঃ জল দিতে লাগিলেন)

অধীর। (শশব্যস্তে উঠিয়া) মাথায় জল কেন সখা? এ কি! কে তুমি? কে তুমি বালক? সখা কোথায় গেল! নর্ত্তকীরাই বা কোথায় গেল?

সুশান। মশাই, দেখ্‌ছি এখন আপনি বেশ সুস্থ হ'য়েছেন।

অধীর। বালক, এখানে তুমি কতক্ষণ এসেছ ?

সুশান। না মশাই এই কতক্ষণ হ'ল এসেছি।

অধীর। এখানে যারা ছিল তারা কোথায় গেল ?

সুশান। আপনার কি হ'য়েছিল তা মশাই জানেন তারা কিন্তু আমায় আপনার মাথায় জল দিতে ব'লে এই সবে মাত্র কোথায় কি যেন আন্‌তে গেল। বল্লে এখনি আস্‌ছি তা বোধ হয় এই এসে পড়্‌ল আর কি।

অধীর। ততক্ষণ কি তুমিই আমার সঙ্গে কথা কইছিলে ?

সুশান। যদি স্বীকার করেন তবে আমিই এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা কইছিলাম।

অধীর। [মদ্যপানের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং পাত্র না দেখিয়া] বালক ? তারা কি শুধু হাতে গেছে—দেখেছ ?

সুশান। না শুধু হাতেই বা কেমন ক'রে বল্‌ব মশাই স্বচক্ষে যখন দেখ্‌লাম একজন লোক বোতলে পুরে কি নিয়ে গেল। অনুমানে বোধ হ'ল সে ব্যক্তি আপনার কোন বিশেষ আত্মীয় হ'বে।

অধীর। ঠিক অনুমান ক'রেছ বালক। তোমার অনুমানকে প্রশংসা করি।

[প্রস্থান।

সুশান। মূর্খ অধীর! তুমি রাজকন্যা বিয়ে ক'রবে ? মায়াবতী হৃদয়ের হৃদয় হবে ? তবে শূকরের মত অমন ক'রে কর্দ্দমে ঢ'লে পড়্‌লে কেন ? এই তো মায়াবতী তোমার সম্মুখে বিরাজ ক'র্‌ছিল ? তবে তাকে বিয়ে ক'রলে না কেন ? এস বিয়ে ক'রবে এস ? মায়াবতী যে তোমার জন্য বরমালা নিয়ে মনোহরা বেশে তোমারই অপেক্ষা ক'র্‌ছিল ? তবে তুমি তাকে হতাদর ক'রে চলে গেলে কেন ?

মায়াবতী কি তোমার যোগ্যা স্ত্রী হ'ত না? তার হৃদয় কি তোমার পশু হৃদয়ের সঙ্গে মিল্‌তো না মূর্খ—তা মেলেনা—মেলেনা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ক্রোধাগার।

প্রচণ্ডা আসীনা।

(ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে প্রচণ্ডা একভাবেই চাহিয়াছিলেন)

তারকাসুরের প্রবেশ।

তারকাসুর। রাণি!

প্রচণ্ডা। যাও রাজা!—
করিও না সম্ভাষণ মোরে
নহে প্রচণ্ডা আর মহিষী তোমার।
অপমান—অপমান।

তারকাসুর। অপমান! রাণি!—রাণি!
কহ মোরে ত্বরা
কার স্কন্ধে শোভিছে দ্বি-শির?
কেবা সেই অল্পায়ু দুর্জ্জন—
করি অপমান,
এখনো জীবিত রয়েছে ধরায়?

প্রচণ্ডা। থাম রাজা!—

বোঝা গেছে বিক্রম তোমার।
ভূমিকালঙ্কারে মিছে কেন
বাড়াও আপনা তবে।
থাকে যদি অন্য কাজ—
যাও তবে সেথা—
আসিও না মোর পাশে কভু।
বৃহৎ এ জনপুরী মাঝে
সামান্যা দাসীর অধম আমি,
মোর সনে বাক্যালাপে—
মহতী শক্তির তব হইবে লাঘব।

তারকাসুর। কি ?—কি ?—কি ?
কি কহিলে রাণি ?
পতি তব হীন বীর্য্য ?
অবহেলি স্থান পাইয়াছে হৃদে
পতি তব হীন বীর্য্য ?
পতি যদি হীন বীর্য্য তব—
কার ক্ষুদ্র বাহুবলে তবে
হইয়াছে ত্রিভুবন জয় ?
কার ক্ষুদ্র পরাক্রমে তারক-মহিষী—
আজি "ত্রিভুবন রাণী" ব'লে জগতে বিদিত ?
কার অখণ্ড প্রতাপ
উজ্জ্বল কিরণে আজি—
শোভিতেছে জগতের ভালে ?

সে কি নহে তব পতি ?
সতি !
পতী তব হীন বীর্য্য—হীন বীর্য্য ?

প্রচণ্ডা । নহে যদি,—
কোথা তবে শচী এই পুরে ?
কেন তবে রহে শচী
আপনার পুরে আপন গরবে ?

তারকাসুর । কহ—কহ রাণি ।
কি ক'রেছে শচী তব ?

প্রচণ্ডা । কি ক'রেছে ?—কি করেছে ?
উঃ, না—না,—
শুনোনা রাজা—শুনোনা ।

তারকাসুর । শীঘ্র কহ—শীঘ্র কহ রাণি ?

প্রচণ্ডা । একান্ত শুনিবে রাজা ?
শোন তবে,—তীব্র আশীবিষ,—
তীব্র আশীবিষ সম
দংশেছে হৃদয়ে শচী ।
ঢালিয়াছে তীব্র হলাহল !
তাই রাজা—তাই আমি
সে বিষম বিষ-জ্বালা
কোনক্রমে পারিনা ভুলিতে
চাই চাই, শচী চাই,—শচী চাই ।
শুন রাজা ! বীর তুমি,

কর যদি মহিষীর মঙ্গল কামনা
পত্নী বলি থাকে যদি বিশ্বাস তোমার
যাও ত্বরা—
আন শচী মোর পাশে।
বড় শোভা পাবে রাজা—
বড় শোভা পাবে মহিষীর তব
যবে শচী অশ্রুজলে
প্রক্ষালিবে এ চরণ মোর।

তারকাসুর। বুঝিয়াছি।
এই মাত্র আকিঞ্চন তব!
এর তরে কোমল হৃদয়ে তব
পাইয়াছ ব্যথা?
এর তরে দিয়াছিলে লাজ
পতিরে তোমার?
চল—চল রাণি!
মুছে ফেল রোষ হৃদয় হইতে
এখনি আনিব ধরি—
বাঞ্ছিত সে শীকার তোমায়। [প্রস্থানোদ্যত।

সহসা চৈতন্যরামের প্রবেশ।

গীত।

প্রচণ্ডা। কোথা যাস্ রে ছুটে বল্ না।
সে যে অনল অনল ভীষণ্ অনল
মর্‌বি পুড়ে, ফড়িং তুই ফিরে আয় না॥

প্রচণ্ডা। রাজা—রাজা!

(রাজার কোষ হইতে তরবারি লইয়া কাটিতে উদ্যত)

তারকাসুর। (রাণীর হস্ত ধরিয়া) কি কর কি কর রাণি! দেখ্‌ছ না ও পাগল! পাগলকে হত্যা ক'রে লাভ কি?

গীত।

চৈতন্য। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাসি পায়
তোদের কাণ্ড দেখে হাসি পায়।
এবার মর্‌বে ফড়িং কাল ও হেগে
রাখ্‌বে কে তায় বলনা॥
ঐ দেখ (তোদের নিজের হাতে সাজান চিতা
জ্বল্‌বে ধূ-ধূ রাখ্‌তে কেউত পার্‌বে না॥

(উভয়ে উপর দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন এবং চৈতন্যরাম অদৃশ্য হইলেন)

তারকাসুর। রাণি! কি ও।

প্রচণ্ডা। কিন্তু না রাজা। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিশ্রাম কক্ষ।

উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রাজ-বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। আহারটা একরূপ হ'ল বটে। সবই হ'য়েছিল কিন্তু ঠিক ঐ শেষ ভোজনটার সময় একটু বাধা প'ড়ে গেল। সবে পোন্ দেড়েক

মিঠাই উদরস্থাৎ ক'রেছি আর অমনি কোথা থেকে এক শালা না টিক্‌টিকি মাথার ওপর টিক্ টিক্ ক'রে ডেকে সব পণ্ড ক'রে দিলে। আহারটা একেবারে মাটি ক'রে দিলে। ঐ শালার টিক্‌টিকির নজর বড় সাপাই নজর। খাবার সময় ও শালা যার দিকে চাইবে তার আর সেদিন আহার হ'বে না। নিশ্চয় তার উদরাময় হ'বে। বা'য়ের অসুখ যার নাও আছে তারও পেটের ভেতর একবার না একবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যাবে। উঃ, পেট্‌টা যেন কেমন ক'রছে, একটু বিশ্রাম করি। আজ আর রাজসভায় যাওয়া হবে না। (শয়ন করিতে করিতে পদ্মী ঝাড়ুওয়ালীকে দেখিয়া) শয়নে পদ্মী লক্ষ্মীর আগমন।

পদ্মীর প্রবেশ।

পদ্মী। (প্রবেশ করিয়া) দেখ্ বুড়ো !—

বয়স্য। এই বে সেরেছে। এই এক টিক্‌টিকির নজরে প'ড়ে তার জ্বালায় আহার টাহার সবই বন্ধ ক'রে দিয়ে একরূপ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম ক'র্‌তে এলুম আবার বাপু তুমি এলে ?—তোমার নজরেও প'ড়ে গেলুম। বলিছিত ও শালা টিক্‌টিকি মাথার উপর ডেকেছে না সব পণ্ড হয়েছে !

পদ্মী। আমি তোমার কি পণ্ড করেছি গা বুড়ো বয়স্য ম'শাই।

বয়স্য। আবার সেই আমায় বলে বুড়ো। দেখ্‌ছিস্ নি কেমন ঝক্‌ঝকে রগ্‌রগে তল্‌তলে ঢল্‌ঢলে দেহখানা আমার। এমন দেহখানা দেখেও তোর একটুও বিশ্বাস হ'চ্ছে না যে এই সবে কাল্‌কের আমি ভরা যৌবনে পা দিয়েছি।

পদ্মী। আহা হা, আমি বল্লুবে বুড়ো ময়না যেন কচি খোকাটী গো। দাঁত গজাচ্ছে। যাওনা দুধ খাওগে না। আহা হা, মায়ের আদুরে খোকা কি না তাই সথ ক'রে কাল চুলে সাদা কলপ পরেছে।

বয়স্য। কি এখনো তোর বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আচ্ছা এই তুই টিপে দেখ্ দেখি আমি কত মোলায়েম।

পদ্মী। আহা হা, মরে যাই—মরে যাই।

বয়স্য। আঃ, তোর কথা গুলো কি মিষ্টি। ঐজন্যে তোর দুঃখ দেখ্লে ডাক্ ছেড়ে আমায় কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করে। মনে হয় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।

পদ্মী। আমার কি দুঃখ দেখ্‌লে গা বুড়ো বয়স্য মশাই!

বয়স্য। আঃ, সেই এক কথা। কেন ঐ সম্বোধনটা না হয় বাদ দিয়েই ব'ল্‌লে তাতে ক্ষতি কি?

পদ্মী। আচ্ছা, আর না হয় বুড়ো বল্‌বো না কচি খোকা ব'ল্‌ব। এখন বল ত গা কচি আদুরে কাদের গোপাল, আমার কি দুঃখ দেখেছ? একবার শিগ্ দিয়ে বল তাহ'লে বেশ শুন্‌তে হবে এখন।

বয়স্য। তোকে যে রোজ রাজবাড়ীতে ঝাড়ু হাতে ক'রে আস্‌তে হয়।

পদ্মী। তা ত হয়। তাতে তোমার প্রাণে দুঃখ আস্‌বার কারণ?

বয়স্য। কারণ এই; ঐ যে একবার ঝাড়ু নিয়ে কোমর নীচু ক'র্‌লে যতক্ষণ না ঘামে দরদরে হ'য়ে যাস্ ততক্ষণ আর উঠ্‌বার ফুরসত পাস নে, তোকে এরূপ দেখ্‌লে কার না দুঃখ হয় বল্ দেখি?

পদ্মী। ওঃ, তাহ'লে দেখ্‌ছি কচি গোপাল আমায় ভালবাসে।

বয়স্য। তা বাসি না!

পদী। তা কি ক'র্ব বল, আমরা গরীব দুঃখী মানুষ যা হোক্ ক'রে কষ্টে স্বষ্টে রোজগার ত ক'র্তে হবে? পেট আর কার ত বালাই নয়!

বয়স্য। তা দেখ্ আর যাতে তোকে ঝাড়ু হাতে ক'র্তে না হয় এমন ব্যবস্থা যদি ক'রে দিই?

পদী। আঃ, তা হ'লে ত কিনে রাখা হয়।

বয়স্য। তবে দেখ্ আজ থেকে আর তুই ঝাঁট্ দিতে আসিস নি।

পদী। কেমন ক'রে চল্‌বে তবে?

বয়স্য। বল্লাম ত তার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

পদী। আচ্ছা এখনকার ব্যবস্থাটা কর্ দেখি, দেখি।

বয়স্য। কি?

পদী। এই ঘর্‌টা যে ঝাঁট দিতে হবে।

বয়স্য। ও থাক্।

পদী। তারপর রাজার তরোয়ালের চোট্ তোমার ঘাড় চিন্‌বে না আমায় চিন্‌বে?

বয়স্য। ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই। আমি রাজার বয়স্য আমার কি কোন ক্ষমতা নেই।

পদী। তা আর নেই।

বয়স্য। ও বাজে কথায় কাজ নেই। দেখ্‌ছি তোর বড় পরিশ্রম হ'য়েছে। এখন তুই একটু বিশ্রাম কর।

পদী। এই যে বিশ্রাম ক'রব বৈকি। আমার কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে। জানত স্ত্রীলোক সহজেই ভীতা। এখন তুমি যদি এক কাজ কর তা হ'লে আমি বেশ নিশ্চিন্তে নির্ব্বিবাদে বিশ্রাম করতে পারি।

বয়স্য। কি? তোর হ'য়ে আমার ঘরটা পরিষ্কার করা?

পদ্মী। বাঃ! বেড়ে বুদ্ধি ত! তা নইলে অত বড় একটা রাজবয়স্য হওয়া কি অমনি যে সে লোকের কথা?

বয়স্য। তবে দেখ্‌ছিস্ ত? আমায় বিশ্বাস করিস্। এই দেখ্, তোর হ'যে আমি কেমন ঘর পরিষ্কার করি। (ঝাঁটা লইয়া ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল।)

পদ্মী। (স্বগত) কামুক পুরুষগুলো নিজেকেই মনে করে—সে জগতের চেয়ে ভারি বুদ্ধিমান; কিন্তু এটা একবার ভেবেও দেখে না যে, সে কার প্ররোচনায় নিজকে এমন মনে করে? তারা মনে করে,—স্ত্রীলোক ভারি বোকা। কিন্তু কে যে বোকা, এই বয়স্যের কার্য্য-কলাপে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বাঃ বাঃ বয়স্যমশাই! এ কাজ কি আপনার পূর্ব্বে একটু সাধা ছিল নাকি?

বয়স্য। সময় বিশেষে অসাধ্য কাজও সাধ্যের মত হয়। তুই ততক্ষণ একটা গান ধর্, আমারও কষ্টের লাঘব হোক্।

পদ্মী। হাঁ, ঠিক্ বলেছ বটে, তাহ'লেই রাজনীতিক হবে। আহা! তোমার যে ঘাম বেরুচ্ছে গো! (আঁচল লইয়া বাতাস করিতে করিতে গান করিতে লাগিল।)

গীত।

আমার কাল পাখী পোষ মেনেছে
দিব ছাতু ছোলা।
উড়ে আর যাস্‌নে চ'লে
করিস্ না কার মলা॥
সোনার দাঁড় আছে হৃদে,
ঘোর ফের মনের সাধে,

ভুলো না কা'র কথার ছাঁদে
আমি পা'ব বিষম জ্বালা।
(ওরে কাল পাখি, আমি পা'ব বিষম জ্বালা) ।।

বয়স্য। বাঃ বাঃ, বেড়ে গান! যেমন রাধা—তেমন চেহারা, তেমন গান, তেমন গলা, তেমন সুর। কোনটার বিধাতা আর কম করেন নি।

পদী। কেমন! কাজ শেষ হ'য়েছে, ?

বয়স্য। দেখ দেখি কেমন হ'ল! আমরা পুরুষমানুষ ও সব ব্যবসা ত আর নেই, তা যা হ'য়েছে ঢের হ'য়েছে কি বল ?

পদী। তা আর বল্‌তে। দাও দেখি ঝাঁড়ুটী একবার—ঐখানটায় যেন একটু ময়লা দেখ্‌ছি।

বয়স্য। ও একটু আধটুতে কিছু এসে যাবে না। এখন তুই আয়, বিশ্রাম করিগে।

পদী। না, না, আর একটুখানির জন্যে কেন গোল থেকে যায়। তুমি দাও দেখি, ঐটুকু পরিষ্কার ক'রে দিই, কতক্ষণ আর যাবে ?

বয়স্য। আচ্ছা—আচ্ছা এইনে।

পদী। (ঝাঁড়ুটী লইয়া) বৃদ্ধ বয়স্যমশাই! আপনি আমার জন্য অনেক পরিশ্রম ক'রেছেন, এখন আপনার খুরে গোটা কতক বেশী ক'রে নমস্কার করছি। আমি তবে চল্লাম।

[দ্রুত প্রস্থান।

বয়স্য। ও পদি! ও পদি! এই শোন্, এই শোন্। এই টাকা নিয়ে যা। ওরে ও পদি—ও পদি, আচ্ছা ভঙ্গিমা দিলে বাবা! কিন্তু যাবি কোথায়? রাজবাড়ীতে তোর আস্‌তেই হবে। একদিন না একদিন এর প্রতিশোধ পাবি—পাবি। আমায় ফাঁকি দেওয়া—এর ফল

পাবি—পাবি। ইস্, বড্ড হাতে এসেছিল গো। ঐ শালার টিক্‌টিকিই সব পণ্ড ক'রে দিলে। বলেছি আজ আর কোনটাতেই ফল হ'বে না। আচ্ছা শালার টিক্‌টিকি, কাল তোমায় দেখ্‌বো।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

স্বর্গধাম—ইন্দ্রালয়। শচীর কক্ষ।

সিংহাসনে শচী আসীনা।

শচী। (স্বগত) কাঁপে প্রাণ দুরু দুরু,
কিছুতেই ধৈরয না মানে !
কি যেন কি এক
ভবিষ্যের দুঃখময় ছবি
অহরহঃ ভাসিতেছে নয়ন-সম্মুখে।
হায় বিধি ! কি ঘটিবে বুঝিতে না পারি !
মাঝে মাঝে দক্ষিণাখি
হ'তেছে স্পন্দিত,
কাঁপিছে সঘনে দক্ষিণাঙ্গ মোর।
দুর্দ্দান্ত তারকাসুর !
সদা ভয় হয়—

কি জানি কবে আসিবে এ পুরে,
লইবে কাড়িয়া রাজ-সিংহাসন।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। প্রিয়ে।
কেন হেরি বিরস বদন?
অশান্তির ছায়া—
কেন পড়িয়াছে দেহে?
যেন আঁখিতার
দেয় পরিচয়—
মহৎ দুঃখের ভার দুলিছে হৃদয়ে।
সত্য কহ প্রিয়ে!
কিবা দুঃখ হইয়াছে তব,
কেবা সেই দুঃখের কারণ?

শচী। সত্য কহিয়াছ দেব!
মহতী দুঃখের ভার দুলিছে হৃদয়ে।
কিন্তু কি যে দুঃখ—
পারি না বুঝিতে তাহা,
তবে এই মাত্র জাগে প্রাণে সদা,
অবশ্য বিপদ যেন ঘটিবে এ পুরে।

ইন্দ্র। ত্যজ ভয় রাণি!
মুছে ফেল বৃথা দুঃখ হৃদয় হইতে।
অবশ্য বিপদ যদি আসে কোন কালে

জেন মনে তবে—
নহে হস্ত দুর্ব্বল আমার,
নহে বজ্র হীন-তেজ কভু।
এ জগতে কারে ডরি আমি ?
একমাত্র শঙ্কা শুধু—
কূটনীতি-পরায়ণ ধূর্ত্ত তারকেরে।

জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। পিতা!

ইন্দ্র। কে রে—জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। হাঁ পিতা!

ইন্দ্র। কি সংবাদ বাপ ?

জয়ন্ত। আসতে আসতে একজন বিদেশী দূতের সঙ্গে দেখা হ'ল ; সে এখানকার পথ ভুলে গিয়েছিল। আমায় দেখে, আমার পরিচয় জানতে পেরে, এই পত্রখানা আপনাকে দিতে আমায় অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে বল্লে। আরও বল্লে,—যতক্ষণ মহারাজের হুকুম না হয়, ততক্ষণ সে সেইখানে অপেক্ষা ক'র্বে, সত্য ক'রেছে। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বল্লে যে, সে তারকাসুরের দূত। (রাণী কাঁপিয়া উঠিলেন)

ইন্দ্র। কৈ দেখি পত্রখানা ?
(পত্র প্রদত্ত হইল)
(কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া) জয়ন্ত—জয়ন্ত !
শীঘ্র যাহ তুমি,
দেহ আজ্ঞা দূতে বধিবারে।

জয়ন্ত। পিতা! দূত অবধ্য।

ইন্দ্র। হাঁ হাঁ, না—না—
রাখ তবে বন্দী করি তারে।

(জয়ন্ত যাইতে উদ্যত)

শচী। দাঁড়াও জয়ন্ত! (রাজার প্রতি) দেব! নিরীহ দূতকে বন্দী ক'রে কি হবে? একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, একটু শান্ত হউন; তারপর যা বিবেচনা হয় করুন।

ইন্দ্র। শচি! শচি! উঃ। না, আর আমি এ পত্র পাঠ ক'রতে পারবো না। পার ত তুমি পড়। (শচীকে পত্র দিয়া) জয়ন্ত! তুমি শীঘ্র যাও—দেবতাদিগকে সংবাদ পাঠাও যে রাজসভায় সকলেই যেন সমবেত হয়।

[জয়ন্তের প্রস্থান।

রাণি! তুমি পত্র পড়। যা বিহিত হয়, আমি করিগে।

[প্রস্থান।

শচী। (পত্র পাঠ করিতে করিতে মুখ বিকৃত করিতেছিলেন এবং পত্র পাঠান্তে সক্রোধে)

প্রচণ্ডা! দানব-মহিষি!
এত স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে তোর?
শৃগালী হইয়া চাস্
গিরি লঙ্ঘিবারে?
বানরী হইয়া
পেতে সাধ মুকুতার মালা?
এত সাধ তোর?

এত স্পর্দ্ধা তোর ?
আরে—আরে কুলটা পাপিনি !
যে মুখে করিলি হেন বাক্য উচ্চারণ,
সে মুখ এখনো তোর পড়ে নাই খসি ?
সে রসনা এখনো আছে তোর দেহে ?
সত্য যদি হই আমি স্বামী-সোহাগিনী,
সত্য যদি কিছু মাত্র—
থাকে মোর সতীত্ব-গরিমা,
দেখিবি রে তবে—দেখিবি নিশ্চয়,
পাবি তার সমুচিত ফল
বিধাতার কাছে। সত্য বলি
কিছু যদি থাকে এ জগতে
জ্বলিবিরে তবে—জ্বলিবি নিশ্চয়—
দুর্ব্বার সে সতী-কোপানলে।
পরিত্রাণ কিছুতেই
পাবি না পাপিনি—
জ্বলে পুড়ে ভস্মরাশি হইবি রে তুই।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

স্বর্গ-পথ।

গীত।

অবধূতের প্রবেশ।

অবধূত। ওরে এই ত ভবের খেলা।
খেলা বড় ভালবাসে মা—
তাই জীবের সাথে কত হ'য়ে মা—
খেলে মজায় খেলা ॥
(সে যে) কত জীবন-মরণ খেলা জানে,
তাই খেলে সদাই আপন মনে,
যার খেলা হয় সাঙ্গ যখন—
(মা) টানে ব'সে তার মরণ-দোলা ॥
(আবার আস্‌তে হবে)
(আসা যাওয়া শুধু কর্ম্মের খেলা—তাই আস্‌তে হবে)
কর কর্ম্মের ধ্বংসে কর্ম্ম ক'রে
ফুরাবে জীব কর্ম্মের মেলা ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা।

সিংহাসনে উপবিষ্ট তারকাসুর। পার্শ্ববর্ত্তী সিংহাসনে মন্ত্রী এবং পার্শ্বে অধীরলাল, বিকর্ণ ও বিশাল দণ্ডায়মান।

তারকাসুর। মন্ত্রি! নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হ'য়ে গেল, এখনো দূত ফিরে আস্ছে না, কারণ কি?

মন্ত্রী। কারণ অন্য আর কি মহারাজ, বোধ হয় পথ-অতিক্রমে শ্রান্ত হ'য়ে কোথাও বিশ্রাম ক'র্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে এসে পড়বে আর কি। কিন্তু মহারাজ, আপনার এ কার্য্য আমি ভাল মনে করি না।

তারকাসুর। তোমার ভাল না লাগ্তে পারে, কিন্তু আমার ভাল লাগে। আমার ভালমন্দ আমি নিজে যতটা বুঝ্তে পারি, অন্যে কি তা পারে?

মন্ত্রী। অবশ্য কিছু কিছু পারে বৈ কি মহারাজ! যেহেতু প্রত্যেক কার্য্যের একটা যুক্তি আছে—একটা তর্ক আছে—একটা বিচার আছে—একটা মীমাংসা আছে।

তারকাসুর। স্বীকার করি। কিন্তু আমি যদি সে তর্ক—সে যুক্তি—সে বিচার—সে মীমাংসা একমাত্র আমার কার্য্যের উপর নির্ভর করি?

মন্ত্রী। তাহ'লে অন্যের নিকট সে বিষয়ের আলোচনা করা কেবল তাকে বৃথা বিরক্ত ক'রে কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র।

তারকাসুর। তাহ'লে বল তুমি বিরক্ত হ'য়েছ ?—তোমায় কষ্ট দেওয়া হ'য়েছে ?

মন্ত্রী। যদি ভাবেন,—তবে যথার্থই।

তারকাসুর। হুঁ বুঝেছি। যাক্, বাজে কথায় সময় নষ্ট করা মূর্খতা মাত্র। আমার বাঞ্ছিত কর্ত্তব্য কার্য্যে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না জেনে রেখো। হাঁ—সেনাপতি !

অধীর। আজ্ঞা করুন মহারাজ !

তারকাসুর। কল্যকার ব্যাপারে তোমার বিষয়ে যা শুনেছি, সে সকল কি সত্য ? নীরব রইলে কেন ? উত্তর দাও। তথাপি নীরব ? হুঁ বুঝেছি। পরম সৌভাগ্য তোমার—তোমায় ক্ষমা ক'র্‌লাম। কিন্তু স্মরণ রেখো অধীর ! এরূপ অন্যায় ক'রে তারকাসুরের নিকট কেবল তুমিই আজ অব্যাহতি লাভ ক'র্‌লে। আর এটাও মনে ক'রো না যে, আমি তোমার এ বাল-বয়সে তোমার অদ্ভুত বীরত্ব-কৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে তোমায় ক্ষমা করেছি। পুনঃ যদি কখনো এরূপ শুনি, তবে সেই দিন জান্‌বে—তারকাসুর কত কঠোর। অন্যায়কারীকে তারকাসুর কি ভাবে শাস্তি দিয়ে থাকে। খুব সাবধানে চিত্তকে নিজের আয়ত্বে আন্‌তে চেষ্টা ক'রবে ;—যেন কর্ত্তব্য-কার্য্যে কখনো বিচলিত না হও। কর্ত্তব্য কার্য্যে আমার কিরূপ স্থিরতা—কিরূপ ধীরতা—কিরূপ দৃঢ়তা—কিরূপ সহিষ্ণুতা তা'ত চিরদিনই দেখে আস্‌ছো ; অতএব এ সকল অনুকরণ ক'র্‌তে বিশেষ যত্ন ক'রবে। যাও এখন, হাঁ, একটা কথা ;—অনেক দিন যুদ্ধ বন্ধ থাকায় সৈন্যগণ বোধ হয় আলস্যের

অঙ্কে গা ঢেলে দিয়েছে। তা'দিগে বেশ ক'রে যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা দাওগে। বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে, যেন একটা ইঙ্গিতে একেবারে লক্ষ লক্ষ অসির ঝন্‌ঝনায় দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত হ'য়ে ওঠে! দেখ্‌ছি শচীকে ধর্‌তে তোমাকেই যেতে হবে।

অধীর। মহারাজ! দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কেবল একটা আজ্ঞার অপেক্ষা মাত্র। হুকুম করুন, এখনিই সেই দুর্ব্বৃত্তা শচীকে ধরে এনে দিচ্ছি।

তারকাসুর। প্রয়োজন হ'লে হুকুমের অভাব হবে না। কাযাকালে অবশ্য সংবাদ পাবে। যাও এখন।

[অধীরের প্রস্থান।

বিকর্ণ!

বিকর্ণ। পিতা!

তারকাসুর। এখন আর দিন রাত অন্তঃপুরের বিলাস-কক্ষে শয়ন ক'রে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। দিন রাত মধুর পবন, শীতল চাঁদের আলোর রূপ বর্ণনা ক'রে বেড়ালে চ'ল্‌বে না। আজ থেকে অন্তঃপুরের দ্বার তোমার নিকট রুদ্ধ হ'ল। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে বেশ ক'রে যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা কর। রাজ-নীতিক ব্যাপার বড় গুরুতর, এর দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। আলস্য-পরিপূর্ণ দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কর্ম্ম নয়। মনে রেখো, আর দু' দিন পরেই এই বিশাল রাজ্যের ভার সমস্তই তোমারই উপর ন্যস্ত হবে। অতএব রাজ্যের সে বিশাল ভার বহন ক'র্‌বার জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হ'য়ে থাক। তোমা হ'তে যেন এ বীরবংশের চির-প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে,—যেন সিংহাসনের অমর্য্যাদা না হয়।

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। (সেলাম করিয়া) মহারাজ!

তারকাসুর। কি সংবাদ দূত?

দূত। স্বর্গ থেকে রাণীমায়ের নিকট দূত ফিরে এসেছে, রাণী মা আপনাকে এখনই ডেকে পাঠিয়েছেন।

তারকাসুর। যাও দূত!
কহ গিয়ে সমাচার,
এখনি যাইব আমি। [দূতের প্রস্থান।
এই অবধি রাজকার্য্য আজি
হ'ক্ সমাধান।
যাও সবে নিজ নিজ স্থানে।

[বিশাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিশাল। মনে পড়ে অহরহঃ
অনাথ বালক সুশানের কথা।
যে দিবস হেরেছি তাহারে,
সেই দিন হ'তে—
সে মোহন মুখ-ছবিখানি
আঁকা যেন হৃদি-পটে মোর।
সুমধুর বাক্যালাপ—
শ্রবণে অমিয়া ঢালিছে সতত।
কেবা সেই বালক আমার?
কি সম্বন্ধ তার সনে মোর?
আছে কিবা কিছু?

কেন তবে বৃথা স্মৃতি—
করিয়া বহন ব্যথা দিই এ হৃদয়ে।
রে অঙ্গুরীয়—
ব্যথা দিতে কেন তুই আছিস সঙ্গেতে ?
যা—দূরে যা।
নিয়ে যারে তুলে—
তার স্মৃতিখানি
এই ব্যথিত আকুল পরাণ হইতে।
কেন ?—
ফিরে ফিরে কতবার সাধিনি কি তারে ?
কহিনি কি তারে
করিব মোচন দুঃখরাশি তব ?
শুনিয়া বাক্য মোর
কেন তবে চ'লে গেল অভিমান-ভরে ?
যাও রে অঙ্গুরি,
পার যদি আনিবারে স্বস্থানে হেথায়,
পার যদি দুঃখ তার করিতে মোচন,
তখন আদরে তোমা ধরিব অঙ্গেতে।

(অঙ্গুরী নিক্ষেপ)

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়া। (প্রবেশ-পথে বিশালকে অঙ্গুরী নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া তার অলক্ষ্যে অঙ্গুরীটী কুড়াইয়া লইলেন) একমনে কি চিন্তা ক'রছ বিশাল !

বিশাল। কে ও—মায়াবতী? না, কিছু চিন্তা করি না।

মায়া। চিন্তা ক'র্‌ছ, আর বল চিন্তা কর না? তোমার ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তোমার হৃদয়ে কোন দুঃখ-চিন্তা উপস্থিত হ'য়েছে।

বিশাল। দুঃখ-চিন্তা?—না না আমার আবার দুঃখ-চিন্তা কিসের?

মায়া। আচ্ছা, তুমি কাউকে কি অধিক ভালবেসে ফেলেছ? কেউ তোমাকে কি ভালবেসেছে?

বিশাল। কৈ না—না, আমি কাকে ভালবাস্‌বো?—কে আমায় ভালবেসেছে আমি তা'ত জানি না।

মায়া। তুমি জেনেও যদি স্বীকার না কর, কিন্তু আমি জানি।

বিশাল। তুমি জান?

মায়া। একরূপ তা বটে?

বিশাল। কিরূপ?

মায়া। স্বীকার কর যে, তুমি সত্য গোপন ক'রবে না, তাহ'লেই বলি।

বিশাল। বেশ, স্বীকারই ক'রলুম।

মায়া। সুশান কে বিশাল! তাকে তুমি চেন? তার মুখখানা কিরূপ? বল না বিশাল, সে দেখ্‌তে কেমন? কোথায় থাকে?

বিশাল। (অত্যধিক বিস্মিত হইয়া) সুশান!—সুশান! কে সুশান? কৈ আমি তাকে ত' চিনি না। কখনো ত' তাকে দেখি নাই।

মায়া। মিথ্যা ব'ল্‌লে কিন্তু, (অঙ্গুরীটী দেখাইয়া) দেখ দেখি ভাল ক'রে—তাকে চিন্‌তে পার কি না?

[বি]শাল। (বিচলিতভাবে) এঁ্যা, দাও। (কাড়িয়া লইলেন)

[মা]য়া। ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'র্‌লে বিশাল! কিন্তু তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌লাম।

সে সৌভাগ্যশালিনী রমণীর প্রতি তোমার একচ্ছত্রী ভালবাসা দেখে আমি অত্যন্ত প্রীতা হ'য়েছি।

বিশাল। ভুল ক'র্‌লে, সে কখনই কোন রমণী হবে না, তবে নিশ্চয় একজন বীর-বালক বটে।

মায়া। ভ্রম তোমার! আমি ঈশ্বর শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, আমার ধারণা কখনই ভুল নয়,—সে "রমণী"। আরও কঠোর শপথ ক'র্‌ছি যে, সে রমণী তোমায় অত্যধিক ভালবাসে,—তোমাকে ভিন্ন কাউকে জানে না। ঈশ্বর করুন—চিরদিন যেন তার প্রতি তোমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিশাল। তুমি কি পাগল হ'লে মায়া?

মায়া। তা জানি না। কিন্তু যদি কখনো সুশান রমণী হয়—তাহ'লে?—

বিশাল। তাহ'লে? মায়া তাহ'লে? তা হ'লে তুমি এইমাত্র ঈশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা ক'র্‌ছিলে—তা যেন তোমার একান্ত ঐকান্তিক হয়। এর চেয়ে আর আমি কিছু জানি না।

মায়া। সার্থক হ'লাম। এখন আমি আসি বিশাল! এই পথে বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে প'ড়েছিলাম, তোমায় দেখে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনেক বিলম্ব ক'রে ফেলেছি। সখীগণ হয় ত' এতক্ষণ চ'লে গেছে।

[প্রস্থান।

বিশাল। (স্বগত) সুশান কি তবে রমণী হবে? তা কখনই হয় না! স্বচক্ষে যারে দেখেছি, যার সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, তা কখনই ভুল হয় না;—সুশান সেই বালক। কিন্তু ঠিক্ যেন এই ভাব, এই স্বর—এইরূপ বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখকান্তি, এইরূপ গম্ভীর। না, না, তা হয়

না,—রাজকন্যা কখন সুশান হ'তে পারে না। আমার ভুল ধারণা। যাই এখন কর্ত্তব্য-কার্য্য অনেক প'ড়ে আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রচণ্ডার কক্ষ।

(প্রচণ্ডা রণ-সাজে সজ্জিতা হইয়া কটীতে ছুরিকা এবং হস্তে খড়্গ সংরক্ষণ করিতে করিতে নিজকে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন, পরে)

প্রচণ্ডা। আরে আরে দুর্ব্বৃত্তা পিশাচি,—
আরে আরে কুলটা ইন্দ্রের ঘরণি,
এত অহঙ্কার বাড়িয়াছে তোর ?
অসতী হইয়া নিজে—
অনায়াসে ক'রিলি রে সতী-অপবাদ ?
জ্বলন্ত অনলে
সাধ করি দিলি ঘৃতাহুতি ?
আচ্ছা, তিষ্ঠ ক্ষণকাল—
সমুচিত প্রতিফল দানিব ইহার।
দেখ্‌ চেয়ে—
"দুর্ভাগ্য তোমার" কি মোহন-সাজে সাজায়েছে মোরে।
কোথায় পালাবি ?—

কোথায় লুকাবি !—
সপ্ত সিন্ধু বারি মাঝে লুকাস্ যদ্যপি
গণ্ডূষে নিঃশেষি সে বারি
এইরূপে অনিবরে টানি তথা হ'তে তোরে ।
হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !
যে প্রদীপ্ত রোষবহ্নি জ্বলিছে হৃদয়ে,
তুলি' সে ভীষণ অনল ভস্মীভূত করিব রে তোরে ।

সহসা চৈতন্যরামের প্রবেশ ।

গীত ।

চৈতন্যরাম । এবার বেধেছে বে গণ্ডগোল ।
কার অনলে কে পুড়িবে সেই ত বে এক গোল ।।

প্রচণ্ডা । আবার তুই এখানে এসেছিস্ ?

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

চৈতন্যরাম । আসা যাওয়া কাজ যে আমার
সবার কাছে যাই,
বিষম ঘুমের ঘোরে চেনে না মোরে—
তাই ত ব্যথা পাই ।
কিন্তু চেনে যারা মানুষ তারা—
থাকে না তাদের কোন গোল ।।

প্রচণ্ডা । দূর হও পশু !

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

চৈতন্যরাম । দূর ত কবে হয়েই আছি
তুই আর করবি কিবে দূর ?

নরক যে তোর সামনে আছে,
সে নয়ত বেশী দূর,
এবার ভাঙ্গবে বড়াই আর দেরী নাই
তখন বুঝ্‌বিনে এই পশুর বোল ॥

প্রচণ্ডা। আরে আরে বাচাল পশু! (সক্রোধে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা নিষ্কাষিত করিয়া চৈতন্যরামকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিলেন; সহসা চৈতন্যরাম অদৃশ্য হইলেন এবং তারকাসুর রাণীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন।)

তারকাসুর। (বিস্মিত হইয়া) একি রাণি! একি বেশ তোমার? এ কি মূর্ত্তি তোমার? ভীষণ ছুরিকা হস্তে কাকে বধ ক'রতে ছুটে চলেছ? কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছি না?—বল কেন?

প্রচণ্ডা। কেন? কেন এই বেশ,—কেন এই মূর্ত্তি—কেন এই ছুরিকা—কিছুই জান না রাজা? তা জান্‌বে কেন?—তা বুঝ্‌বে কেন? (ক্রোধপূর্ণ অনিমেষ দৃষ্টিতে রাজার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।)

তারকাসুর। একি! এরূপভাবে এক দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছ কেন রাণি? ওঃ তোমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেছি।

প্রচণ্ডা। পেরেছ? হাঃ হাঃ হাঃ! সরে যাও,—তবে শীঘ্র এখান থেকে সরে যাও রাজা! ঐ সিংহাসন আছে,—যাও, যাও, ওর তলায় গিয়ে বেশ ক'রে আপনাকে লুকিয়ে রাখগে যাও। ওখানে কেউ তোমাকে দেখ্‌তে পাবে না। বেশ থাক্‌বে রাজা—বেশ থাক্‌বে, বেশ আরামে হবে;—বেড়ে নিরাপদ—বেড়ে নিরাপদ। হাঃ হাঃ হাঃ!

তারকাসুর। শান্ত হও রাণি! এখনি তোমার বাঞ্ছিত শীকার ধরে এনে দিচ্ছি।

প্রচণ্ডা। বাহারে! বাহারে সাহস! বলিহারী যাই সাহসে। আমি একা যাব মৃগয়ায়?—মনের উল্লাসে মৃগয়া ক'রব—প্রাণের আনন্দে শীকার ক'রব—আবার তুমি বুঝি এলে অংশীদার হ'য়ে? না না—আমার মৃগয়ার অংশীদার কাউকে হ'তে দেব না,—আমার আনন্দের অংশীদার কাউকে ক'রবো না। আমি একা যাব; একা মৃগয়া ক'রব; তা নইলে আনন্দ হ'বে না,—স্ফূর্ত্তি হ'বে না। তোমার সাহস আছে?—যাও, বড় সিন্দুকে পুরে রাখগে। তারপর খুব বড় একটা যখন কেঁপে উঠ্‌বে,—তখন যেও।—মনের আনন্দে একা একা শীকার ক'ব। এখন আর পেছু ডেক না।—যাত্রা অশুভ হবে; —দেখ্‌ছ না মৃগয়ার সাজে আপনাকে কেমন সজ্জিত ক'রেছি? এ সাজ কি মৃগয়ার উপযুক্ত হয় নি? (খড়্গ দেখাইয়া) এ অসিতে কি ভাল মৃগয়া করা যাবে না?—(ছুরিকা দেখাইয়া) এ ছুরিকা কি শীকারের হৃৎপিণ্ড তুলে নিয়ে এসে আমার প্রজ্জ্বলিত হৃদয়কে শীতল ক'রতে পারবে না? খুব পারবে—খুব পারবে? দাঁড়া শঠ! (বেগে যাইতে উদ্যত, তারকাসুর রাণীর একখানি হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন)

প্রচণ্ডা। বাধা? প্রচণ্ডার কার্য্যে বাধা? সাহস বটে! রাজা এই অসি গ্রহণ কর। আগামী কল্য পর্য্যন্ত সময়; যদি পার তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার শীকার আনা চাই। আর যদি শীকারের পরাক্রম তোমাপেক্ষা অধিক হয় তুমি পরাঙ্মুখ হও; তবে রাজা?—এই নাও নিজের জন্য এই ছুরিকা গ্রহণ কর;—এ ছুরিকা নিতান্ত

অপ্রার্থনীয় নয়। পলকে সব শেষ হবে,—সব কাজ মিটে যাবে। তারপর আমি?—আমার কর্ত্তব্য আমি বেশ পালন ক'রতে জানি। প্রচণ্ডাকে কা'রো কর্ত্তব্য শেখাতে হয় না;—সে দানব-রাজ তারকের মহিষী; কেমন ক'রে কর্ত্তব্য পালন করতে হয়, তার বিশেষ পরিচয় দিতে সে কখনই ভুল্‌বে না—তোমার শেষ চিতা-শয্যার একপাশ অধিকার ক'রে নিয়ে কেমন দাউ দাউ ক'রে জ্বলবে। এখন যাও তবে। [প্রস্থান।

তারকাসুর। উঃ, লাঞ্ছনা—লাঞ্ছনা!
বিষম লাঞ্ছনা!
এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।
সত্যই ত কহিয়াছে রাণি?
কোন অংশ মিথ্যা নহে তার,
অন্যায় তাহার কেমনে বলিব?
বীর-বংশে জনম আমার,
বীর-মন্ত্রে হয়েছি দীক্ষিত,
অরি-নাশ হৃদয় উল্লাস,
তবে কেন সেই অরি এখনো জীবিত?
না করি অরিরে বশ,
রাণীর বাসনা না করি পূরণ,
শত্রু-হৃদে সাহস বাড়ায়ে
কেন রহিয়াছি মুহূর্ত্ত অপেক্ষি?
কেন দূতে পাঠাইনু আমি?
ছিল নাকি শক্তি মোর এই বাহুদ্বয়ে?

এতই কি হীনতেজ আমি ?
উঃ, না,—আর না,
তিল মাত্র বিলম্বের নাহি প্রয়োজন !
দ্বিতীয় সহায় না কার অপেক্ষা—
একা যাব স্বর্গপুরে ।
স্বর্গপুরী আজি আনিব উপাড় ।
ফেলাইব তারে সাগরের জলে
অথবা সে পুরী রেণু রেণু করি'
মিশাইব ধূলিকণা সনে ।
না মারি পরাণে
আনিব শচীরে আপন ভবনে,
দিব উপহার মহিষীর করে ।
কক্ষভ্রষ্ট উল্কা সম যাইব ছুটিয়া,
নিবারণ কারো না শুনিব আর । (বেগে যাইতে উদ্যত)

সহসা চৈতন্যরামের প্রবেশ ।

গীত ।

চৈতন্যরাম । ওরে কথাটা বুঝি শুন্‌লি না ।
পাগল ব'য়ে পাগলের কথা
হৃদয়ে বুঝিয়ে গেল না ।।

তারকাসুর । যাও, পাগল ! সব সময় বিরক্ত ক'রো না । আমি কারো কথা শুন্‌বো না ।

[বেগে প্রস্থান ।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চৈতন্যরাম। তুই শুন্‌বি কি আর—
তোর শোন্‌বার দফা রফা হ'য়েছে।
কাল সাপিনী   ঐ তোর বাণী
আজব মন্ত্র ঝেড়েছে।
এবার দেখবি মজা   কেমন সাজা
ভগা বেটা ত শুন্‌বে না ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ব্রহ্মলোক।

ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মা সমাসীন।
ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, বাচস্পতি,
প্রভৃতি দেবতাগণের প্রবেশ।

(সকলে প্রণাম করিলেন, পরে)

বাচস্পতি। নমি তোমা ত্রিভুবনপতি জগত-কারণ!
সৃষ্টি যবে হয়নি কখনো,
বহু পূর্ব্বে তার
একমাত্র তুমি ভিন্ন নাহি ছিল আর।
গুণ ভাগ হেতু

অনায়াসে ধরিলে ত্রিমূর্তি
করিলে স্বেচ্ছায় আপন কায়ার ভাগ।
অতঃপর বিশ্বসৃষ্টি তরে,
যবে চিতে জাগিল বাসনা,
পুরাতে সে সদিচ্ছা তোমার,
বপিলে হে বীজ অগাধ বারিধি-মাঝে।
অঙ্কুরিত হ'য়ে সেই বীজ,
জনমিল বিশ্ব চরাচর,
তাইত হে দেব। তাইত—
বিশ্বের বিধাতা বলি জানে তোমা সবে।
প্রকাশিতে মহিমা অপার
ত্রিগুণ আশ্রয়ে করিলে আশ্রয় দেব।
একমাত্র একা তুমি,
একমাত্র সার তুমি,
শুধু অবস্থার ভেদে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ত্রিঅংশ কারণ।
জীবের জননী আদি,
আদি পিতা হ'য়ে
"পুরুষ" ও "প্রকৃতি"—
করিতেছে নিরন্তর সৃষ্টির প্রসব।
কিন্তু তারা নহে কিছু আর,
একমাত্র জানি শুধু রূপান্তর তব।
জগতের যোনি তুমি,

অযোনি তুমিই নিজে,
তোমারে তুমিই বোঝ,
সাধি' নিজ নাশ আপনাতে হও লীন ।
পিতৃগণ পিতা তুমি, দেবের দেবতা,
তুমি হব্য, তুমি হোতা,
তুমি ভোজ্য, তুমি ভোক্তা ।
তুমি জ্ঞান, তুমি জ্ঞেয়,
তুমি ধ্যেয়, তুমি ধাতা ;
একা তুমি আছ প্রভু এ বিশ্ব-মাঝারে
প্রণমি ও পদাম্বুজে পুরুষ উদাসী ।

ব্রহ্মা । (নয়ন মুদ্রিতাবস্থায়) প্রাণস্পর্শী স্তুতিবাক্য
কোথা হ'তে পশে হৃদে মম ?
(নয়ন উন্মিলন করিয়া)
স্বাগত হে অমরা-নিবাসি সবে !
কেমন আছ ত কুশলে সবে ?
একি !
জ্যোতিঃহীন হেরি কেন বদন সবার ?
একি রে বাসব !
ক্ষীনতেজ কেন হেরি কুলিশে তোমার ?
কেন সে দেবাস্ত্রসুলভ প্রভা
নাহি হেরি আজি অনলের ছটা,
কোথা গেল তবে ?
তীক্ষ্নতা হারায়ে কেন রয় তব করে ?

মন্ত্রমুগ্ধ ফণী সম কেনবে নিস্তেজ সবে ?
কোথা আজি তীক্ষ্ণ তেজ আদিত্য সবার ?
কেন চিত্রার্পিত প্রায়—
ভাসিতেছ আজি মোর নয়ন-সমুখে ?
অনর্থ কি ঘটেছে স্বরগে ?
হয়েছে কি পূর্ব্বপদ কেহ ?
বল বৎসগণ !
কিসের আশায় আসিয়াছ হেথা সবে ?
জানতো সকলে
সৃষ্টি শুধু মোর কাজ ; পালনের ভার
তোমা সবাকার ক'রে ন্যস্ত চিরদিন।
(ইন্দ্রের ইঙ্গিতে বাচস্পতি)

বাচস্পতি। সত্য অনুমান করিয়াছ প্রভু !
দুর্দ্দান্ত অরাতি-বলে
হৃত-পদ আজি স্বর্গ অধিবাসী সবে।
তব অগোচর কি আছে বিশ্বে ?
প্রতি আত্মা মাঝে বসতি তোমার !
সকলি জানিছে দেব মনোমাঝে তব,
অতএব যাহা ইচ্ছা কর সম্পাদন।

ব্রহ্মা। বৎস ! মর্ম্মভাব বুঝিতে নারিনু।
কহ কেবা সেই প্রবল অরি ?—
যার ভয়ে ভীত আজি অমর সকলে।

বাচস্পতি। তব বরে বলীয়ান দুরন্ত তারক

ধূমকেতু সম সমুদিত জগৎ-প্রাঙ্গণে।
কত যে প্রতাপ তার
কি কহিব দেব!
কত অত্যাচার করে দিবানিশি
এক মুখে কত কব প্রভু!
থাকিত যদ্যপি বদন সহস্র—
শতাংশের একাংশ তার
কোনক্রমে পারিতাম করিতে বর্ণনা।
যে ভাস্কর ইচ্ছা হ'লে
মুহূর্ত্তেকে পারে নিদগ্ধিতে
এই জগৎ সংসারে,
সেই ভাস্কর আজি,—নিতান্ত নিস্তেজ,
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য সম রহে তার পাশে।
পক্ষের বিচার ভুলিয়ে শশাঙ্ক
সেবিছে দনুজে সদা ল'য়ে কলারাজী।
তালবৃন্ত সম বায়ু সদা সেবিছে তাহারে।
ঋতু ছয় জন
একান্ত অধীন তার।
নিজ কার্য্য ভুলেছে তাহারা,
উদ্যান-পালকরূপে সেবিছে সতত।
আপনি বাসুকি
ল'য়ে উজ্জ্বল ফণার
তেজোময়ী মণি

সুস্থির প্রদীপ সম সেবিছে নিশীথে।
বন্দী সুরনারীগণ
ভাসি আঁখিনীরে,
সতত চামর ঢুলায় তাহারে সবে।
কি আর কহিব প্রভু।'
বাসব স্বয়ং যাচেন প্রসাদ তার,
কল্পতরুজাত ফুল ভেট দিয়া তারে।
এত যে লভিছে পূজা,
তবু ত্রিভুবনে অহরহঃ পীড়িছে দুরাত্মা।
দুর্জ্জন কি কভু
উপকারে হয় বশ? বিনা প্রতিকারে
অত্যাচার কভু তার শান্ত নাহি হবে।
তাই প্রভু। তাই মোরা
নাশিতে সে দুর্ব্বার অরিরে,
ধরেছি বাসনা মোরা সৃজিতে সেনানী।
বল—বল বিধি।
কেমনে ফিরাব মোরা বিজয়-লক্ষ্মীরে?

ব্রহ্মা। ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল হে ত্রিদশ সবে,
পুরিবে অচিরে জেনো হৃদয় বাসনা।
শম্ভুর ঔরসজাত তনয় বিহনে
নাহি সাধ্য কার' বিনাশিতে তারে।
অতএব মহাযোগ হ'তে
পার যদি ফিরাতে শঙ্করে,

পার যদি করিবারে সংসারী কখনো,
অবশ্য জানিও তবে পুরিবে বাসনা।
শিববীর্য্য সহে শুধু গিরীন্দ্রনন্দিনী,
হরের সলিল-মূর্ত্তি সহে মোর তেজে
উভয়ের বীর্য্য সহে এ উভয়ে শুধু।
অতএব করহ যতন,
শিব যাতে পত্নীরূপে
করিবে গ্রহণ মেনা দুহিতারে।
অতঃপর হে অমর সবে!
সুর-সেনাপতি হ'য়ে শঙ্কর-তনয়
করিবেন বীর্য্যবলে নাশ সে অসুরে,
মহাশান্তি ফিরিবে ত্রিদিবে পুনঃ।
যাও এবে।   [অন্তর্দ্ধান।

,, (সকলে সমস্বরে) জয় বিশ্বপতি!

[মহাহর্ষে ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র। বিষম সমস্যা
কি করি উপায়?
ব্রহ্মধ্যানে শিব আছে নিমগন,
কেমনে ভাঙ্গিব সে ধ্যান?
কি সাধ্য আমার
সংসারে সংসারী পুনঃ সাজাব মহেশে?
হায় বিধি!
অমরত্বে যদি এত বিষজ্বালা

কেন তবে দিয়াছিলে অমরত্ব দেবে ?
এ হ'তে মরণ শতগুণে ছিল ভাল,
কেন তবে সে সুধায় করিয়া বঞ্চিত
অমরত্ব হলাহল দিয়াছিলে ঢেলে ?
কি করি এখন ?
হেন বীর কে আছে জগতে
আনিবে ফিরায়ে বীরবলে ত্বরা
নির্ব্বিকার মহাশি'ব যোগমার্গ হ'তে ?
(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)
কন্দর্প ? হাঁ,
একমাত্র আছে বীর কন্দর্প শ্রীমান্,
সেই যদি কার্য্য সিদ্ধি পারে করিবারে ।
(মদনকে স্মরণ করিলেন)
(অদূরে মদন একটী গানের কিয়দংশ গাহিতে গাহিতে আসিতেছিলেন)

গীত ।

মদন । আয় আয় আয় আয় আয় আয় ।
আমি মদন দেখনা কেমন
কুসুম-রেণু মাখান গায় ॥

ইন্দ্র । ঐ বুঝি আসিছে মদন ।
বড় ভক্ত মোর ।
যেরূপে যখনি ডেকেছি তাহারে,

তিল মাত্র না করি বিলম্ব—
তখনই আসিয়াছে মোর পাশে বীর।

মদনের প্রবেশ।

মদন। কি হেতু স্মরিলে দেব!

ইন্দ্র। এস, এস কন্দর্প।
বস মোর পাশে,
বড় সুখী হইয়াছি তোমা হেরে আজি।
অশান্তি পূর্ণ এ হৃদয়ে
কিছুমাত্র শান্তি রেখা উঠিল জাগিয়া।

মদন। কত কি অশান্তি দেব!
আজ্ঞা কর আজি—
এ সারা ভুবন-মাঝে
তোমার লাগিয়া কি কাজ সাধিব আমি?
অপমান করেছে কি কেহ?
অথবা কি কেহ দীর্ঘকায়
তপস্যা আচরি'
হরিতে তোমার পদ,
করিয়ে বাসনা অসূয়া সৃজেছে হৃদে?
ত্যজ ভয় দেব।
যুক্ত শর ধনু ধরি,
এখনি করিব তারে তব আজ্ঞাকারী।
অথবা কি কেহ

পুনর্জন্ম কেন সহিতে না পেরে,
তোমার অমরে—
মুক্তিমার্গ চাহে অন্বেষিতে ?
তাই যদি হয়, কি ভয় তোমার ?
দেহ আজ্ঞা,
চিরদিন তরে এখনি বাঁধিব তারে
ভ্রূচঞ্চলা সুন্দরীর কটাক্ষ-রজ্জুতে।
অথবা কি কোন সুন্দরী ললনা
অন্যাপ্রীতি অপরাধে—
পড়ি চরণে তার,
কিন্তু সে না শুনিয়া কথা,
কোপবশে অপমান করিয়াছে তোমা ?
সত্য যদি হয়,
কোন চিন্তা নাহিক তোমার।
এত বাসনার জ্বালা
সৃজিব সে হৃদে, তাপে তনু তার
কিশলয় শয়নেরে করিবে আশ্রয়।
অধিক কি কব আর
তোমার কৃপায় দেব !
পিনাকীরে পারি আমি ধৈর্য্য নাশিবারে।

ইন্দ্র। (আহ্লাদে) হে মনোজ।
নহে অলীক এ গর্ব্ব তব।
অসাধ্য সাধক তুমি

জানি তব ক্ষমতা অপার
তাই নিয়োজিব যোগ্য তব মহাকাজে।

মদন। সার্থক আমি
দেহ আজ্ঞা মোরে।

ইন্দ্র। যাও তবে মধু-সখা
গিরি সানুদেশে
যথায় বিধির বিধি মহেশ এখন
ব্রহ্ম ধ্যানে আছে নিমগন।
বিনা তব শর
কার সাধ্য বল সখে! ভাঙ্গিবে সে ধ্যানে?
বিজয়ের তরে
হয়েছে অমর আজি একমত সবে
শিবাত্মজ সেনাপতি লভিতে কামনা।
মিনতি হে রতিকান্ত! কর হেন বিধি
যাহে সে সংযমহৃদে জনমে বাসনা,—
পতিব্রতা স্বরূপিণী উমারে লভিতে।
শুনেছি ব্রহ্মার মুখে
উমা বিনা অন্য নারী
পারিবে সহিতে কভু শঙ্করের তেজ।
আরও জেনেছি বারতা
পিতার আদেশে উমা
তপস্বী শিবের সেবা করিছে নিয়ত।
এই যোগ্য অবসর

যাও সখা তুমি—
হানি ফুল-শর অধীর শিবেরে।
এ হেন অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন
চির-কীর্ত্তি জেনো তুমি ল'ভিবে জগতে।

মদন। এর তরে কিছুমাত্র ভাবিও না দেব!
করিলাম—পণ
এখনি যাইব আমি,
কার্য্যের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

বন্দী সুরনারীগণ।

গীত।

বন্দীসুরনারীগণ।

হর দুর্গতি কর মুক্ত ভবেশ।
আমরা অবলা-বালা   সহে না পরাণে জ্বালা
কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধেছে দানব—
কর মুক্ত ভবেশ॥

মোদের ধরম রাখ, সরম রাখ,
জাতি রাখ, মোদের কুল রাখ,

নাথ দেবতার মান রাখ—
কর মুক্ত হৃষিকেশ ॥
কেঁদে কেঁদে আর পারি না কাঁদিতে,
সব অশ্রু শুষ্ক হৃদয়-সিন্ধুতে,
আর পারি না পারি না অসুরে সেবিতে
কর মুক্ত পরমেশ ॥

বেত্র হস্তে একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। (প্রহার করিতে করিতে) ওগো চল্—দিনরাত আর ভ্যান্ ভ্যানালে কি হবে। আজ রাণী-মায়ের বড় পরিশ্রম হ'য়েছে জানিস্, শীঘ্র চল্ তাঁকে চামর দিবি। চল্ (প্রহার)

পূর্ব্ব গীতাংশ।

উহুঃ—উহুঃ—যাই গো ম'রে
তুমি কোথা পরমেশ ॥

পরি। রাণী-মায়ের কাছে চল না—পরমেশ দেখাবে এখন।

[সকলকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সুরমার কক্ষ।

সুরমা আসীনা।

সুরমা। জীবনটা একটা মস্ত ঝাঁকি দিয়ে উঠেছে। হৃদয়ের ভেতর একটা বেশ সাড়া দিয়ে উঠেছে। যেন হৃদয়ের ভেতর একটা কিসের সাড়া শুনতে পাচ্ছি। সে সাড়া অতি মধুর—অতি মনোহর—আমার চৈতন্য-রাজ্যের সজাগ ঘণ্টা-ধ্বনি। রাজ্যের একটী ফুৎকারে হৃদয়ের সব আলো নিভে গিয়ে কেবল একটীমাত্র কিসের আলো জ্ব'লে উঠেছে। সে আলোক বড় উজ্জ্বল—বড় শীতল। সে আলোক-প্রভাবে আমার চির-সুপ্ত নয়ন আজ বেশ জেগে ফুটে উঠেছে। আমার সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মভূমিকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে। উঃ এতদিন আমি একটা নিজে ঘুমের ঘোরে আপনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলাম; একটা মোহময় অসার স্বপ্ন দিয়ে নিজেকে আবরিত ক'রে রেখেছিলাম। যে দিন মহারাজের মুখে কুমারকে তিরস্কার ক'রতে শুনেছি, অন্তঃপুরে আসতে নিষেধ ক'রতে শুনেছি—সেই দিন হ'তে আমার সে ঘুমের ঘোর কেটে গেছে, আমার সে স্বপ্ন টুটে ছিঁড়ে ভেঙ্গে গেছে। ধন্য মহারাজ তুমি। তোমার পুত্রবধূ আমিও ধন্য। আজ আমি সাড়া পেয়েছি আমি জেগে উঠেছি—আমি আলোক দেখ্‌তে পেয়েছি।

একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। বৌমা, একখানা পত্র আছে।

সুরমা। দেখি। (পত্র গ্রহণ)। [পরিচারিকার প্রস্থান।

শিরোনামা দেখে মনে হয় কুমারই আমাকে পত্র লিখেছে। (পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন)।

প্রিয়তমে সুরমা!

পিতার নিষ্ঠুর আদেশে আজ—কয়েক দিন হ'ল তোমার নিকট যেতে পারছি না। তুমি বোধ হয় সে জন্য কত দুঃখ করছ, কত কি চিন্তা ক'রছ; কিন্তু কি ক'রবো, পিতার আদেশ অমান্য করা কি উচিত? আরো তাঁর মেজাজ ত তোমার বিশেষ জানা আছে? অতএব তুমি কিছু ভেবোনা। তুমি মনে ক'রতে পার যে এর মধ্যে একখানা পত্রও ত আমার দেওয়া উচিত ছিল। তুমি এমন নিষ্ঠুর যে একখানা পত্র লিখেও আমায় সুখী ক'রতে পারনি।— তা যদি ভাব সুরমা, তবে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ; কারণ আমার এমন অবকাশ ছিলনা যে তোমায় একবার লিখে আমার চঞ্চল চিত্তকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করি। কতবার মনে করেছি কিন্তু পারি নাই। তুমি যদি আমায় বিশ্বাস কর তবে নিশ্চয় জানবে—আমার দেহখানা এখানে পড়ে থাকে মাত্র কিন্তু মন সদাই তোমারই কাছে। অধিক কি লিখিব পত্রপাঠ অবিলম্বে তোমার কুশল লিখে পাঠিও। আমি একরূপ আছি। ইতি

তোমার প্রণয়াস্পদ

"বিকর্ণ"

পুঃ—হ্যাঁ, আমি বোধ হয় শীঘ্রই তোমার কাছে যাব। তোমার প্রেম ভিন্ন আমার বাঁচিবার কোন উপায় নাই।

সুরমা। কুমার, একি লিখেছ? এই কি তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান? আমি মনে করেছিলাম এইবার তোমার চোখ ফুটেছে; তোমার কর্ত্তব্যকে

তুমি বেশ চিনে নিয়েছ। কিন্তু এ কি, এখনো তুমি অন্ধ রয়ে গেলে! এখনো তোমার ধাঁধা গেলনা! বড় দুঃখ কুমার—বড় দুঃখ। এতদিন তুমি আমায় লেখনি তাতে বরং আমি সুখী ছিলাম, কিন্তু আজ
৮ তোমার এই পত্রের একটী ছন্দ—আমার হৃদয়ে কি শেলাঘাত ক'র্‌ছে তা কি তুমি জান? তা যদি জান্‌বে তাহ'লে কি এমন ক'রে আমায় পত্র লিখ্‌তে? ধিক্ তোমায়। তুমি পুরুষ হ'য়ে তোমার কর্ত্তব্য চিনে নিতে পার্‌লে না? এখনো একজন নারীর অঞ্চল ধ'রে বেড়াতে সাধ কর। পদলেহী সামান্য কুক্কুরের মত এখনও একজন রমণীর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা কর। ছিঃ তোমায়! একবার দেখে যাও দেখি তোমার স্ত্রী রমণী হ'য়ে এক ইঙ্গিতে কেমন ক'রে তার কর্ত্তব্যকে চিনে নিতে সক্ষম হ'য়েছে,—কেমন ক'রে বুক বেঁধে কর্ত্তব্য স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিতে শিক্ষা ক'রেছে। আজ আমাকে এই পত্র না লিখে যদি স্বয়ং আস্‌তে—তাহ'লে তাতে তোমার উপকার ছিল, তোমার ভালবাসা আমার প্রতি যদি যথার্থই হয়, তাহ'লে তোমার মহাশিক্ষার বীজ আমাতেই লুকান আছে, আজ স্পষ্ট তা তোমার চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেতে। তোমার ঘোর কেটে যেতো, ধাঁধা ছেড়ে যেতো—তোমার চোখ ফুট্‌তো—তুমি আলো দেখ্‌তে পেতে—তুমি সাড়া শুন্‌তে পেতে—তুমি মানুষ হ'তে। তোমার এ পত্রের উত্তর দিতে আমার লজ্জা ক'র্‌ছে, কিন্তু তোমায় মানুষ ক'রে গড়ে তোল্‌বার জন্য আমার সে লজ্জাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে তোমাকে লিখ্‌তে হ'ল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আস্তাবলের পথ।

ঘেষড়া ও ঘেষড়াণীর নৃত্য সহ গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত

ঘেষড়া। মাইরি—মাইরি—মাইরি—মাইরি—মাইরি—মাইরি—
তুই যে আমার প্রাণ।

ঘেষড়াণী। এক দু' তিন চার—এক দু' তিন চার—এক দু' তিন চার—এক দু' তিন চার—
তুই যেরে বেইমান ॥
শুধু মুখের সুধায় ভুলিয়ে আমায়
মজিয়ে রাখিস্ প্রাণ ॥

ঘেষড়া। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বল্‌লি কিরে বল্‌লি কিরে ও খেঁদি তুই বল্‌লি কিরে—
তোর কথা শুনে মরে যাই—

ঘেষড়াণী। উঃ হুঃ হুঃ গেল বুঝি, ১।২।৩।৪।৫, গেল বুঝি, গেল বুঝি
ওরে ধর্‌রে আমায়, আমি বুঝি আর নাই—

ঘেষড়া। পায়ে ধরি ওরে খেঁদি
যাস্‌নে চ'লে আমায় ফেলে
এই দেখ আই ঢাই করে প্রাণ ॥

ঘেষড়াণী। তোর শিরের ভিতর হীরের ছুরি
উহু মরি আর মারিস্‌নে ওরে বেইমান ॥

ঘেষড়া। ওরে খেঁদি, তুই যেন মাইরি কি।

ঘেষড়াণী। আমি কি?

ঘেষড়া। মাইরি—ঠিক্ যেন মাইরি রসগোল্লা!

ঘেষড়াণী। হাঁারা মুখপোড়া আমি রসগোল্লা ? (প্রহার)

ঘেষড়া। না, না, তবে মাইরি তুই মাইরি পান্তুয়া।

ঘেষড়াণী। বটে রে মুখপোড়া (প্রহার)

ঘেষড়া। না, না, না, তুই তুই মাইরি রাবড়ী মাইরি।

ঘেষড়াণী। হ্যাঁরে ঢলপ্পেয়ে আমি দোকানে কাঁচের আলমারী পোরা জিনিষ। (প্রহার)

ঘেষড়া। ওরে আর মারিস্‌নেরে তোর পায়ে ধরি—তুই ও সব কিছু নয় কিছু নয়!

ঘেষড়াণী। তবে বল আমি কি।

ঘেষড়া। তুই মাইরি আমার তাই—

ঘেষড়াণী। তাই কি ?

ঘেষড়া। সেই আগেকার আমার যেন কি।

ঘেষড়াণী। বটে, লাথির ঢেঁকি চড়ে সোজা—হবে না দেখ্‌ছি। দাঁড়া তবে। (ঘন ঘন প্রহার)

ঘেষড়া। ওরে নারে নারে বলছি বল্‌ছি, তুই আমার ঘরের জিনিষ মা লক্ষ্মীর মত।

ঘেষড়াণী। (সাহ্লাদে) তবে এতক্ষণ নেকামি ক'রে অত মার খাচ্ছিলি কেন বল দেখি। আচ্ছা ঘরে গিয়ে বেশ ক'রে তেল মালিস ক'রে দেব এখন কি বলিস্‌!

ঘেষড়া। ও কিছু ক'র্‌তে হবে না। তোর প্রহার কি আর আমার গায়ে লাগে রে ? তোর প্রহার যেন দেবতার প্রসাদ মনে হয়, যত পাই তত খাই—কেবল খাই—অনবরত খাই—খেয়ে দম আট্‌কে মরে যাই।

ঘেষড়াণী। তা যাক্‌গে ও সব কথা। বলি আমার সে গয়নার কি হ'ল ?

ঘেষড়া। হ্যা, হ্যাঁ সেই তোর গয়না টা বটে—তা—সে ত কবে কামারের বাড়ী বায়না দিয়ে এসেছি—এই কবে এসে প'ড়ল ব'লে।

ঘেষড়াণী। ঐজন্যে ত তুই যার খাস কামারে গয়না গড়ে ?

ঘেষড়া। না, না, তবে স্তেক্‌রা স্তেক্‌রা।

ঘেষড়াণী। বলেছিলি কবে বায়না দিছিস্ তবে এখনও হয় না ?

ঘেষড়া। হ্যাঁ, এই আজ কালের ভেতর হ'য়ে পড়বে আর কি, মানে কথা—ঐ স্তেক্‌রাটার মাগের জায়ের বাপের শালার আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল কিনা তাই একটু দেরী হ'য়ে গেছে।

ঘেষড়াণী। তার মাগের মায়ের বাপের শালার আঙ্গুল কেটে ছিল না তোর শালার বাপের জামাইয়ের মন ছিল না। আমি সব বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে বটে ? এ সব তোর মন রাখা কথা। আচ্ছা আমি এই চল্লাম তুই আজ ঘরে ঢুকিস্ কেমন ক'রে দেখ্‌বো।

ঘেষড়া। ওরে যাস্‌নে—যাস্‌নে ও খেঁদি যাস্‌নে, বলি শোন ওরে ফের ফের। তোর পায়ে পড়ি ফের, আমার মাথা খাস্ ফের। আজ কোন্ শালা না তোর গয়না এনে দেয়। (দৌড়াইয়া ঘেষড়াণীর কাছে যাইয়া) এই দেখ তোর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌ছি তবু তোর একটু দয়া হয় না।

ঘেষড়াণী। ওঠ্ ওঠ্—পায়ের তলা থেকে ওঠ্—সাত্যি ক'রে বল কবে আমার গয়না দিবি।

ঘেষড়া। কাল কোন্ শালা না দিয়ে জল গ্রহণ করে।

ঘেষড়াণী। বেশ ! বেশ ! তোর কি একটু চৈতন্য হয় না ? দেখ্ দেখি ঐ কালকের শঙ্করে—চাক্‌রিতে ঢুকেছে এরি মধ্যে তার মাগের গা ভরা গয়না হ'য়ে গেছে। আর তুই কবে থেকে চাক্‌রী ক'র্‌ছিস

আমাকে একখানা গয়না দিতে পারিস না। এতে তোকে কি ব'লতে হয় বল্ দেখি।

ঘেষড়া। তা দেখ্ ঘেঁদি তুই আর আমায় বাগজালা দিস্ নি। দিব্বি করেছি যখন—তখন দেখ্‌বি—দেখ্‌বি। এখন আয় আর একটা গান করি। তার পর ঘাস টাস্ কাটতে যাব—কি বলিস্?

ঘেষড়াণী। তা ধর তবে, কিন্তু গয়নার কথাটা যেন ভুলিস্ নি।

গীত।

ঘেষড়া। বলি ওরে ঘেঁদী জীবন সাদী
তুই যে রে মোর বল।
আমার চাবি তালা সিন্দুক বাক্স
যা কিছু সকল॥
ঘেষড়াণী। তুই আমার মটর মালাটী,
ঘেষড়া। তুই আমার গলার ফাঁস কাঠি,
ঘেষড়াণী। আমার সিঁথির সিঁদুর হাতের লোহা
তুই যে রে সম্বল॥
ঘেষরা। তুই আমার পরাণে পরাণ,
ঘেষরাণী। তুই আমার স্বরগ প্রধান,
উভয়ে। তুই আমার কেতাব কোরাণ সাম বেদ গান
যা আছে সকল॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একটী কক্ষ।

গম্ভীরা প্রচণ্ডা আসীনা, এবং বন্দা সুরনারীগণ চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে করুণ ক্রন্দন সুরে গীত গাহিতেছিল।

গীত।

বন্দী সুরনারীগণ।

উ—উঁ—উঁ আর পারি না সহিতে মা।
স্বর্গভূমি মোদের পুরী বন্দী মোরা সুরনারী
ঝর্ ঝর্ ঝর্ আঁখি বারি ঝর্‌ছে সদাই মা ॥
হেরিনি কখনো দুঃখের মুখ
সুখের সাগরে ভেসেছি
সেই মোরা আজি দেখ গো মা
চামর হাতে ধরেছি
তুমি মা আমাদের   দুহিতা মোরা
কর মুক্ত আজি মা ॥
কখন চামর ধরিনি করে
কত চিহ্ন হের হয়েছে,
নয়ন আমার ঝরেনি কখনো
কালিমা কত পরেছে,
তুমি দয়ার পয়োধি   কর এই বিধি
মুক্তি দিতে মা ॥

প্রচণ্ডা। চেড়ীগণ, এদের এক এক জনেরে দশ দশ কোড়ার প্রহার দিতে দিতে নিয়ে যাও।

(চেড়ীগণ প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাইতেছিল বন্দী সুরনারীগণ গাহিতে গাহিতে চলিল)

পূর্ব্ব গীতাংশ।

উহু উহু উহু যাই গো মরে
তুমি কোথা পরমেশ॥

[প্রস্থান।

প্রচণ্ডা। লৌহ সম গঠেছি হৃদয়
অলঙ্ঘ্য প্রাকারে
দিবানিশি প্রহরা করিয়া রাখিয়াছি তারে।
কমনীয় সুর করুণ ক্রন্দন—
কত শক্তি ধরে তারা?—
যাদু মোহ জানে তারা?
লঙ্ঘিয়ে সে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার
অনায়াসে নিবে আলিঙ্গন
বজ্র সম প্রচণ্ডার দৃঢ় হৃদয়েরে।
বহু পরিশ্রমে
বহু যতনে
সব প্রাণ ঢেলে স্বহস্তে গড়েছি তারে,
কত যে সুদৃঢ়
নিজ মুখে কত কব আর—

শচি ! তোর তরে গড়া
তোর তরে মোর এত পরিশ্রম,
তোর তরে এতই যতন।
আয় আয় নেমে আয়,
স্বর্গ হ'তে নেমে আয় !
কত ভালবাসি তোরে—
তুই না আসিলে অনর্থক হবে সব।
কোন ভয় ক'রোনা সুন্দরি !
পরিষ্কার রেখেছি হস্তেরে
একবার মুষ্টি সঞ্চালনে
ক্ষুর ধার শাণিত কৃপাণ
কোন ক্রমে ভুলিবে না আপন করম।
রক্ত জবা ফুটিবে রে দেহে
শ্বেতপদ্ম দেহ তোর বড় ব্যথা পাই।

একজন দূতের প্রবেশ।

কি সংবাদ দূত ?

দূত। মহারাজ সমস্ত স্বর্গ তোলপাড় ক'রে তবুও শচীকে কোথাও খুঁজে পেলেন না, তাই তিনি আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি মধ্যপথে বিশ্রাম ক'র্‌ছেন। তিনি আপনার আজ্ঞার অপেক্ষায় ব'সে আছেন কি কর্ত্তব্য আপনার মুখ থেকে তা তিনি শুন্‌তে ইচ্ছা করেন।

প্রচণ্ড। যাও দূত ! তাঁকে রাজভবনে ফিরে আস্‌তে বল গে।

দূত। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

প্রচণ্ডা। শচি! পিশাচি! পালাবি কোথায়—লুকাবি কোথায়? প্রচণ্ডার প্রখর দৃষ্টি ভেদ ক'রে তুই কোথায় গিয়ে থাকবি? তোর নিয়তি এই দেখ আমার মুষ্টির মধ্যে কেমন ধীর শান্তভাবে খেলা ক'রছে? আর দু'দিন তোকে সময় দিলাম তুই খুব সুখ ক'রে নে, খুব আমোদ ক'রে নে: তার পর? তারপর তোকে নিয়তির সঙ্গে বিশেষ আলাপ করিয়ে দেব। তখন তুই তার প্রশস্ত বক্ষে দৃঢ় আলিঙ্গন ক'রে চির সুখে নিদ্রা যাস্।

অষ্টম দৃশ্য।

হিমাদ্রি শিখর।

তপোভূমির একপার্শ্ব।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ আসীন।

গীত।

সন্ন্যাসীগণ। জয় হর হর হর হর হর হর হর হর
বব ব্যোম্ ভোলা কাশীনাথ কাশী ঈশ্বর।
সন্ন্যাসিনীগণ। জয় হরি হরি হরি, হরি হরি হরি, হরি হরি,
শ্যামসুন্দর মদন মোহন গোলকনাথ গোলকেশ্বর॥
সন্ন্যাসীগণ। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর পিণাক ধারী মহেশ্বর,
সন্ন্যাসিনীগণ। বিশ্বপতি বিশ্বরূপ বিশ্ব আত্মা বিশ্বম্ভর
উভয় দল। মুর হর হরি পুর হর হর হরি হর হরি হর॥
সন্ন্যাসীগণ। কণ্ঠে শোভিছে হাড় মালা শশভূষণ শিরে
সন্ন্যাসিনীগণ। শ্যাম গলে শোভে বনমালা শিখি পাখা শোভে শিরে
উভয় দল। মিলন হ'ল বল হরি হর হরি হর হরি॥

১ম দৃশ্য।

হিমাদ্রি শিখর।

শিবতপোভূমি।

(বীরাসনে মহাদেব ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন এবং অদূরে হেম বেত্র ক'রে লতিকা গৃহদ্বারে প্রহারা দিতেছিলেন। মদন বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অতি সন্তর্পণে নন্দীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে করিতে আসিতে ছিলেন ঠিক সেই সময় তপোভূমির সন্নিকট প্রবেশ করিয়া কিন্নরী-গণ গাহিয়া উঠিল।

গীত।

সখী—কানন মাঝে এত সকাল সাঁঝে
কার বাঁশী বল বাজে।
এ বাঁশী তানে মধুহীন কাননে
কি মাধুরী বল বাজে।।
কুলু কুলু কুলু গাহিছে তটিনী
পিয় পিয় পাপীয়া ভরায় মেদিনী
রুণু রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু ঝুণু
কার নূপুর বল বাজে।।

নন্দী। এ কি! চির শান্তিময় নীরব পবিত্র তপোভূমি সহসা এরূপ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? সহসা কিন্নরী কণ্ঠ শ্রুত হ'ল কেন? এ কি!

এ কি ! আমার হৃদয়ে সহসা এরূপ চাঞ্চল্য আসছে কেন ? (উচ্চৈঃস্বরে) শান্ত হও মন। শান্ত হও বনস্থলী সবে।

[নন্দীর শাসন বাক্য শ্রুত হইয়া দ্রুত কিন্নরীগণের প্রস্থান।

(নন্দী তপোভূমির নিকটস্থ হইলেন এবং মদন অতি সন্তর্পণে প্রায় ধ্যান মগ্ন শিবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থারূপ দেখিয়া সভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং তাহার অলক্ষ্যে তাহার অঙ্গ হইতে শরধনু খসিয়া পড়িয়া গেল)

মদন। (কাঁপিতে কাঁপিতে) এ কি।

এখনও দেব
মহাযোগে আছে সমাসীন ?
নয়নে ভাব ক্রিয়া
কিছুমাত্র নাহি হেরি তাঁর—
স্পন্দহীন পক্ষ্মমালা হেরি বর্ত্তমান।
কোথা যাই ?
কোথায় পালাই ?
কেমনে বাঁচিব তবে জাগে যদি শিব ?
কি উপায় করি এবে ?

(পুষ্পপূর্ণ পাত্র হস্তে বনদেবীদ্বয় সহ উমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাহ্লাদে স্কন্ধ হইতে ধনু শর নামাইতে যাইয়া তাহা না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভূমির দিকে তাকাইলেন, পরে ভূমি হইতে তাহা কুড়াইয়া লইলেন, ইত্যবসরে উমা ফুলদল দিয়া মহাদেবের বরণ সজ্জিত করিলেন ও তৎপরে

শিব চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতে
লাগিলেন ; এবং তৎপরে শিব নয়ন
উন্মীলন করিয়া বার বার উমার
প্রতি নিরীক্ষণ করিতে
করিতে)

মহাদেব। অনন্ত প্রেমিক পতি লভ উমা তুমি।

মদন। এইবার এইবার—
যোগ্য অবসর (ধনুকে শর যোজনা করিয়া)
রে সম্মোহন অমোঘ সায়ক
শিথিল হওনা কভু
ক'র আজি যোগ্য কর্ম্ম তব।
(শিবের প্রতি ঘন ঘন ফুলশর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন)

(ধৈর্য্যহারা হইয়া শিব উমার বদনে চুম্বন করিলেন, উমা
লজ্জাবনত হইয়া রহিলেন)

মহাদেব। এ কি ! এ কি ! কি ক'র্‌ছি আমি ?
কে ভাঙ্গিল যোগ মোর ?
ধ্যান নিদ্রা হ'তে কে জাগালে মোরে ?
(চারিদিকে কোপে দৃষ্টি করিতে করিতে সহসা
কম্পিত মদনের প্রতি দৃষ্টি হওয়ায়)
আরে আরে বাতুল বর্ব্বর !
এ কি কর্ম্ম তোর ?
কোন্ শক্তি বলে এসেছিস্ হেথা ?
কি সাহসে

ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান করিলি মনন ?
আরে আরে দুষ্ট পিকধ্বজ
কিবা স্বার্থ আছিল রে তোর ?
কাহার উৎকোচ করিয়া গ্রহণ
এ হেন অসাধ্য কার্য্যে হইলি রে ব্রতী।
আচ্ছা আচ্ছা
কর সহ্য দেখি হর-কোপানল
কত শক্তি তোর দেখিব বর্ব্বর আজি।

(ক্রোধপূর্ণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টিতে মদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন)

মদন। প্রভু! প্রভু!—(ভস্ম হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন)

দেবগণ। (অন্তরীক্ষে) সম্বর সম্বর ক্রোধ সম্বর ঈশ্বর।
তব ক্রোধানলে
ভস্মীভূত এখনি হইবে মদন
সম্বর সম্বর ক্রোধ সম্বর ঈশ্বর।

মহাদেব। কে নিষেধে ব্যোম পথ হ'তে ?
ওঃ বুঝেছি, দেব মায়া সব।
না, আর না,
আর না আশ্রয় দিব নারীরে আশ্রমে।
নারী-সঙ্গ করি পরিহার
যাইব চলিয়া আজি অন্য কোন স্থানে।
নারীর মোহিনী মায়া অতি চমৎকার!
নারীর কটাক্ষ শর অতি ক্ষুরধার,
হানিলে সে শর—

কেহ নাহি স্থির থাকে কভু !
সংযমীরও হ'য়ে থাকে চিত্তের বিকার।
উঃ কি দুর্ব্বুদ্ধি।
সেই নারী—
স্বেচ্ছায় আশ্রমে দিয়েছি যে স্থান !
না, না কেন মিছে দোষ দিই
জ্ঞানহীনা অবলা নারীরে।
দেব মায়াবলে—
অসম্ভবও হয় সহজে সম্ভব।
আচ্ছা আচ্ছা থাক দেবগণ,
মহাযোগে বসিব রে পুনঃ
কত মায়া জান হইবে পরীক্ষা এবে।

উমা। (একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
কি করি, কোথা যাই এবে ?
ফিরিব কি পিতার ভবনে ?
না না আর কভু ফিরিব না সেথা।
দিবে লাজ জনক জননী
আড়-চোখে চাহি—
সঙ্গিনীরা সবে
দিবানিশি কানা কানি করিবে অমনা
লজ্জাবতী লতা সরমে শুকায়ে যাবে।
কিবা দোষে
অভাগী দাসীরে তব ত্যজিলে মহেশ ?

কি করেন পিতা ?
কি বলিব আমি
কি উত্তরে ভুলাব গো জননীরে মোর ?

বনদেবী। সখি !

উমা। বনদেবি ! বনদেবি !
যারে ফিরি তোরা,
কহিস্ মায়েরে মোর—
অভাগিনী দুহিতা তোমার
নাহি আর ভবে ;
তাপে জ্বলে ছেড়ে গেছে কুটিল জগৎ।

বনদেবী। একি বল্‌ছিস্ সখি ?

উমা। সত্যই বলেছি দেবি,
ক্ষণপরে ঘটিবে লো যাহা—
তাহাই যথার্থ আমি কহিয়াছি দেবি।
অদৃষ্ট আমার—
টানিছে সবলে পরলোক পথে
কেমনে ফিরাব তারে কি শক্তি আমার !
যা, যা,
যা, ত্বরা দেবি ?
একমাত্র তোরা মোর হৃদয়-সঙ্গিনী
তোরা যদি হ'বি লো এমন
কে তবে জগতে আর হবে লো আপন
তাই মিনতি আমার—

এমন সুখের পথে হ'সনে লো বাধা।

বনদেবী। সখি! আত্মহত্যা মহাপাপ তা ত জানই? তবে সাধ করে কেন সেই পাপে লিপ্ত হ'বে? তার চেয়ে বিধিকে যাতে স্বামীরূপে গ্রহণ ক'র্‌তে পার, তারই জন্য বিশেষ যত্ন কর না কেন?

উমা। সখি!

ভুলে যাও সেই কথা, দিওনা লাঞ্ছনা মোরে।
বিধি যদি হ'বে মোর স্বামী—
কেন তবে লোল দিঠি তাঁর
হানিল নয়নে মোর বিম্ব ওষ্ঠাধরে
কেন মোরে
করিল আকুল পুলক আবেশে তবে?
কেন তবে হ'ল সাধ—
স্বামীরূপে পেতে তাঁরে হৃদয় মাঝারে?
সাধ যদি হ'ল—
করেছিল বিধি যদি মনন আমারে—
তবে কেন সেই দেব
"নারী-সঙ্গ ত্যাগ"
করিয়া প্রতিজ্ঞা—
চ'লে গেল কোপ ভরে ফেলিয়া আমায়?

বনদেবী। সখি! সাধ্‌লে কিনা হয়; সাধনায় সিদ্ধি। তিনিও যেমন তোমায় ভালবেসে প্রতিজ্ঞা ক'রে বিকার শূন্য হ'য়ে কঠোর যোগারাধনায় পুনঃ নিবিষ্ট হ'য়েছেন, তুমিও সেইরূপ বিকার শূন্য হ'যে তাঁর নির্ব্বিকার প্রেমলাভ ক'র্‌বার জন্য তৎপর হও।

উমা।　　　সত্য কহিয়াছ দেবি!
　　　　তাই হ'বে
　　　　আজ হ'তে কঠোর ব্রত করিব গ্রহণ
　　　　আচরিব নিয়মিত কঠোর তপস্যা।

বনদেবী। সখি! ঐ বুঝি তোমার পিতা আস্‌ছেন!

হিমালয়ের প্রবেশ।

হিমা। কৈ রে মা আমার। আয় আয় কোলে আয়। (কোলে গ্রহণ) বড় ব্যথা পেয়েছিস্ না মা? বড় ভয় হয়েছে তোর! কিছু ভয় করিস্ নি মা! চল তুই ঘরে ফিরে চল্। নিষ্ঠুরকে সেবা ক'রে কি হ'বে তোর? তুই চল্—চল্ মা ঘরে ফিরে চল।

উমার গীত।

আর ফিরিব না পিতা ঘরে।
শূন্য হৃদয় লইয়া কেমনে যাইব ফিরিয়া ঘরে॥

হিমা। ঘরে যাবি নি; তবে বুঝি সেই নিষ্ঠুরের কাছে আবার যাবি?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তুমি নিঠুর ব'লনা সে নিধির নিধিরে
বড় ব্যথা পা'ব মরম মাঝারে
দয়ার পয়োধি সেই গুণ নিধি
　তুমি দিওনা দোষ তাহারে॥

হিমা। সে বড় দয়াল না? তোকে প্রত্যাখান ক'রে সে বড় দয়ার পরিচয় দিয়েছে নয় বেটী।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

যা ছিল কপালে ঘটেছে আমার
তা ব'লে বল দোষ দিব তাঁর
আমি নিজে যে অভাগি তাই যে বিরাগী—
চ'লে গেছে ঘৃণা ভরে ॥

হিমা। হুঁ বুঝেছি, বড় ভালবাসিস্! তবু তাঁরে দোষ দিবিনি। তাঁকে দোষ দিলে তোর বুকে বড় বাজে। আচ্ছা মা আর না হয় তাঁকে দোষ দেব না—সব তোরই কপালের দোষ। এখন ঘরে চল্ তোর জননী অসুখী হ'য়ে আছে।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ব'ল পিতা ব'ল জননীরে ব'ল
হারায়েছে উমা হৃদয় সম্বল—
তাহারি সন্ধানে আকুল পরাণে
পাগলিনী উমা ফেরে ॥

হিমা। একি রে উমা! তুই কি বলছিস্! তুই কি পাগল হ'লি। জননীর মায়া—পিতার স্নেহ,—এ সকল ত্যাগ ক'রে তুই কোথায় যাবি মা! আমরা যে ম'রে যাব? তুই এত কঠিন কেন হলি মা? আমি তোর পিতা আমার কথা শোন্ তুই কোথাও যাসনি, ঘরে ফিরে চল্।

উমা। পিতা! তুমি অনুতাপ ক'রে তোমার স্নেহের নন্দিনীকে আর মহাপাপে লিপ্ত ক'রোনা। তোমরা যদি যথার্থই আমাকে ভালবেসে থাক, কন্যাস্নেহ যথার্থ ই যদি তোমাদের হৃদয়ে বলবতী হয়—তবে করযোড়ে মিনতি ক'রছি আমায় নিবারণ ক'র না—আমি ঘরে ফিরে যাব না।

হৃদয়ে কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছি। যদি কখনো ব্রত সফল হয়, যদি শিবের পত্নীরূপে কখনো তাঁর পদসেবা ক'রতে পাই, তবে পিতা আবার ঘরে ফিরে যাব, আবার তোমাদের চরণ চুম্বন ক'রব, নতুবা এই ব্রত সঙ্গে দেহ নিপাত ক'র্‌ব। তুমি যাও পিতা! জননীকে বুঝিয়ে ব'ল। এখন আমি আসি পিতা। তনয়ারে আশীর্ব্বাদ কর। (পদধূলি গ্রহণ)

[প্রস্থান

হিমা। (একদৃষ্টে কন্যার প্রতি চাহিয়াছিলেন)

চলে গেলি!
চলে গেলি উমা তুই হৃদয় ছেদিয়া?
চলে গেলি—চলে গেলি মা আমার—
বৃদ্ধ পিতারে তোর রাখিয়া হেথায়?
নয়নের মণি তুই
চলে গেলি ফেলে কাঁদায়ে আমায়?
উমা—উমা—মা—মা—
দাঁড়া—দাঁড়া—একটু দাঁড়া—
আমিও—
একিরে?
সহসা অবশ চরণ, কে টানিছে মোরে?
একিরে! একিরে!
থাম থাম চলি'
কে হৃদয়ে ঘন ঘন দিতেছেরে তাল!
যা—যা—কোন কথা শুনিব না

কোন বাধা মানিব না
ফিরাব মায়েরে আমার দুটী প্রাণ দিয়ে।
কৈ ? কোথা গেল মা আমার ?
কোথায় অদৃশ্য হ'ল জননী আমার ?
উমা—মা—মা ! একটু দাঁড়া।

[বেগে প্রস্থান।

১ম বনদেবী। কন্যার বিরহে নিতান্ত কাতর হ'য়ে পাগলের মত হিমালয় ছুটে চলে গেল। চল্ বোন্ দেখি যদি তাকে কোন প্রকারে ফেরাতে পারি।

২য় বনদেবী। চল্ বোন্ শীঘ্র চল্। এতক্ষণ হয়ত অনেক দূর চলে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

গিরি সন্নিকটস্থ পথ।

গীত।

অবধূত। ওমা তোর খেলার অন্ত কেবা পায়।
তুই কারে হাসাস্ কারে কাঁদাস্
কারে মজাস্ ফেলে ঘোর মায়ায়॥
তুই কারে সাজাস্ ঘোর সংসারী—
কারে সাজাস্ মহাযোগী—
তুই কখন কারে করিস্ উদাসী—
কে বুঝিবে মা তোমায়॥

একই সূত্রে কত রং সাথায়ে
রেখেছিস্ মা বেঁধে জীবে
কেউ কারে টানে কোলে
কেউ বা ঘৃণা করে কার ॥
এ সব দেখে শুনে অঘোর অঘোর—
এখন শুদ্ধাভক্তি দিও তার ॥

একাদশ দৃশ্য।

গিরি সানুদেশ। তপোভূমি।

(একপার্শ্বে মদনের শবদেহ নিপতিত ছিল)

গীতকণ্ঠে ধীরে ধীরে শোকাতুরা রতির প্রবেশ।

গীত।

রতি। কেরে নিদয় বিধি প্রাণেশে নিল কাড়িয়া।
আমার জীবন অকাশে সে যে ধ্রুবতারা
কে নিলরে তা হরিয়া ॥
আমার হৃদি সিন্ধু ভরা সে অমিয় হাসি,
কে নিলরে কাড়ি রাখি অশ্রুরাশি,
আমি কেমনে রহিব কি নিয়ে ভুলিব—
কেমনে এ জ্বালা রহিব সহিয়া।
আমার প্রণয়-প্রসূনে সে যে রে রেণুকা—
আমার আঁধার হৃদয়ে সে যে রে চন্দ্রিমা—
সে যে রে আমার আমি যেরে তার
তবে কেমনে রহিব পরাণ ধরিয়া ॥

রতি। (শব দেহের নিকট যাইয়া) নাথ! অমন ক'রে ধূলোয় প'ড়ে আছ কেন? কুসুম রেণু যে তোমার অঙ্গের প্রলেপ; তবে সে সব ত্যাগ ক'রে ধূলিধূসরিত হ'য়ে আছ কেন? তবে বুঝি তুমি রাগ ক'রেছ? অভাগিনী রতির আবদার আর সহ্য হ'ল না তাই অমন ক'রে প'ড়ে আছ? কৈ এতদিন ত তুমি এমন ছিলে না? তুমি ত কখনো রাগ করনি! আমার চোখে জল দেখলে তোমার বুক ফেটে যেত, তোমার প্রাণে তা সহ্য হ'ত না; অমনি ছুটে এসে কত ক'রে মুছিয়ে দিতে। তবে আজ তুমি ফিরে চাইছ না কেন নাথ! তোমার রতি কত কাঁদ্‌ছে, কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেল্লে তবুও তুমি ফিরে চাইছ না কেন নাথ! তবু তুমি এখনও নীরব আছ কেন হৃদয়েশ্বর! তবু তুমি এখনও ছুটে আস্‌ছ না কেন প্রাণেশ্বর! এত কাঁদ্‌ছি—এত ডাক্‌ছি—তবু তুমি একবার সাড়াটী পর্য্যন্ত দিচ্ছ না কেন জীবিতেশ্বর! ওঠ—ওঠ নাথ! নিদয় হ'য়োনা! অভাগিনী দাসীর প্রতি নিদয় হ'য়োনা! একবার দেখা দাও! একবার করুণা নয়নে চেয়ে দেখ! এ জগতে আমার আর কে আছে? উঃ! (মৃত শবদেহের উপর মাথা নত করিয়া রহিল, ইতিপূর্ব্বে বসন্ত আসিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন)।

বসন্ত। (স্বগতঃ) হায় অভাগিনি!
এখন হ'লনা তোর ভ্রম বিদূরিত?
পতি তোর নাহিরে জগতে—
করিয়া অভাগী চিরদিন তরে
গেছে চলি অন্তরালে অতৃপ্ত আঁখির।
সাধা সাধি কাঁদা কাঁদি

শুনিতে কথনো
আসিবে না সে ফিরে কভু আর।
জগতের কত কথা শুনিবার তরে
যে শ্রবণ একদিন
রেখেছিল প্রহরা করিয়া—
যেই আঁখি একদিন
জগতের দৃশ্য সমুদয়
এঁকেছিল পূর্ণ করি হৃদয় ফলকে
এবে তারা শক্তিহীন জ্যোতিঃহীন
নীরব নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে পড়িয়া।

রতি। (শবদেহ হইতে মস্তক তুলিতে তুলিতে বসন্তকে দেখিয়া)
আসিয়াছ স্মর-সখা
পড়িয়াছে মনে প্রিয় বন্ধুরে তোমার ?
এস এস দেখে যাও আজি
ছাড়ি' কুসুমের বাস
কেমন সেজেছে আজি প্রিয় সখা তব।
হের এবে সে ললিত দেহখানি তার—
ভস্মরাশি হ'য়ে উড়িছে চৌদিকে।
(শবকে সম্বোধন করিয়া)
হে নাথ! হের ঐ শোকাকুল মাধব তোমার
আসিয়াছে করিতে সাক্ষাৎ,
দাও তারে দরশন।
শুনেছি যে আমি—

দয়িতারে অনাদর করে কত জনে
কিন্তু প্রাণান্তে তারা—
ভোলেনা কথনো সুহৃদের স্নেহ।
তবে কেন তুমি—
আগত সুহৃদে হেরি রয়েছ নীরব ?
ওঠ ওঠ নাথ, কর সম্ভাষণ তারে।

বসন্ত। শান্ত হও স্মরপ্রিয়া।
আর ফিরিবে না কভু চিরসখা মোর।
আর আসিবে না তব নয়নরঞ্জন
মুছাতে নয়ন জল আঁখি হ'তে তব।
হায়!
অনিল যেমতি নিভায় দীপের আলো—
চিরদিন তরে—
সেইরূপ জীবন প্রদীপ তার নিভেছে সুন্দরি।
বৃথা তবে কেন শোক করি ?
বৃথা কেন হৃদে ব্যথা দিই ?
একবার গিয়েছে যে জন
সে কভু ফিরিয়া আসে না আর।
জ্ঞানবতী তুমি,
তোমাকে কি আর বোঝাব অধিক
যাও ফিরি নিজ নিকেতনে
স্বামী শোক মুছে ফেল হৃদয় হইতে।

রতি। বসন্ত রে!

স্বামী শোক ফেলিব মুছিয়া ?
যাব আমি ফিরিয়া ভবনে ?
আশ্রয়ের ভূমি মোর মদনে হারায়ে
হাসায়ে জগৎ রহিব বাঁচিয়া আমি ?
এক বিন্দু শক্তি কিগো
নাহি হৃদে মোর ?
নূতন পথিক পতি পরলোক পথে—
আমি কি পারি না যেতে সেই পথ ধরি ?
পারি—পারি—
বসন্ত রে ! পারিব যাইতে আমি।
পতি-দেহ-চারু-ভস্ম হৃদয়ে লেপিয়া
প্রজ্বলিত চিতা মাঝে করিব শয়ন,
ভুলিব পতির শোক সে চিতা শয়নে।
সাধ করি কতবার তুমি
রচেছিলে কুসুম শয়ন মোদের লাগিয়া।
আজ মিনতি আমার—
হে চির সখা !
পুরাও সখীর একটী বাসনা !
সজ্জিত করহ ত্বরা চিতা আমার।

বসন্ত। সখি !
একি নিষ্ঠুর মিনতি তোমার ?
একি কথা কহিতেছ আজি ?

রতি। সত্যই কহিয়াছি আমি।

সখী বলি থাকে যদি জ্ঞান
নিবারণ না করি আমারে
জ্বলন্ত অনলে মোরে কর বিসর্জ্জন
পাঠাও আমারে সখে পতি সন্নিধানে !
পতি পথে যাবে নারী
এ শিক্ষা সকলে
অচেতন জগতেও শিখায় নিয়ত।
জানত হে তুমি
তিলেকের তরে কভু—
মদন সহিতে নারে বিরহ আমাব ?
তবে তারে ফেলে
এখন জীবিত রয়েছি যে আমি
এই চির অপবাদ রয়ে গেল ভবে।
যাও যাও সখা
করিওনা মুহূর্ত্ত বিলম্ব !
অতঃপর চলে গেলে আমি
স্মরিয়া মোদের নাম
একটী অঞ্জলি ভরি দিও হে সলিল,
পরলোকে আমি আর সুহৃৎ তোমার
না করি বিভাগ তাবে পিব দু'জনায়।
ঐ—ঐ—সবে !
উর্দ্ধপথে ডাকিছে মদন
হেরিয়া বিলম্ব মোর

দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ—
রয়েছি প্রস্তুত সদা—

[বেগে প্রস্থানোদ্যত।

(বসন্ত সম্মুখে নতজানু হই। করযোড়ে রতিকে বাধা দিলেন
এমন সময়ে দৈববাণী হইল)

দৈববাণী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও
শোনলো মনোজ প্রিয়ে!
পতি তব চির অমর
দুর্লভ হ'বেনা কভু যুগ যুগান্তরে।
যে কারণে পতি তব
ভস্মীভূত হর কোপানলে
করিব বিবৃত তাহা শুন মন দিয়া।
একদিন কান্ত তব
দুহিতার প্রতি পদ্মযোনি চিতে
সৃজেছিল বিকৃত বাসনা
তাই তিনি কুকৃতির লাগি
অভিশপ্ত করেছিল কান্তরে তোমার
তাই সে শাপের ফল
এতদিনে পতি তব লভিল সুন্দরী।
কহেছিল বিভু তারে—
পার্ব্বতীর তপে তুষ্ট হইয়া যেদিন
বরিবেন শশি-মৌলি তাঁরে
সেই দিন—সেই মিলন মুহূর্ত্তে

পতি তব উঠিবে জাগিয়া
তাই বলিলো শোভনে !
ত্যজিওনা পরাণ তোমার
নাহি আর বিলম্ব তাহার—
আজি মহাশিব—
পত্নীরূপে লভিবে উমারে
হইবে পতির তব শাপ বিমোচন ।

রতি । বসন্ত—বসন্ত !
বুঝিলে কি দৈববাণী ?
সত্যই কি পতি মম
আসিবে ফিরিয়া পুনঃ দাসীর ভবনে ?

বসন্ত । সখি ! দৈববাণী কিছু মিথ্যা নয়—
চল চল শীঘ্র যাই—
রাখিগে হৃদয় প্রস্তুত করিয়ে
নহে আনন্দের বেগে চূর্ণ হ'বে কোথা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মর্ত্ত্যভূমি—রাজসভা।

তারকাস্থর ও মন্ত্রী আসীন এবং পার্শ্বে সহকারী সেনাপতি বিশাল দণ্ডায়মান।

তারক। মন্ত্রি! স্বর্গের প্রায় অধিকাংশ স্থানই বিশেষভাবে সন্ধান করা গেছে, তথাপি সেই দুষ্টা শচীকে খুঁজে বের ক'র্‌তে পারলাম না। এখন উপায় কি? কেমন ক'রেই বা রাণীকে সান্ত্বনা দিই।

মন্ত্রী। উপায় আর কি মহারাজ! যখন আপনার ভয়ে ভীতা হ'য়ে পালিয়েছে তখন তাকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়ঃ। যেহেতু ভয়ার্ত্ত জন সর্ব্বদাই মুক্তির পাত্র।

তারক। বেশ মন্ত্রি! দিন দিন তোমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ! আমি ত যথার্থ কথাই বলেছি।

তারক। সেইজন্যই ত তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লাম না। দেখ্‌ছি আর বোধ হয় অধিক দিন তোমাকে মন্ত্রণা দিয়ে কষ্ট পেতে হবে না। শীঘ্রই তুমি মুক্তি পাবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! যদি আমাকে অন্যায় মনে করেন তবে আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু বল্‌ছিলাম শচীকে যখন পাওয়া গেল না তখন আরো

দিন কয়েক বিলম্ব করুন শচী স্বর্গে আপনার পুরে পুনঃ ফিরে আসবে, স্বর্গ ছেড়ে আর যাবে কোথায় ? এর মধ্যে আরো একটা মহা সুযোগ হ'তে পারে যে হয় ত রাণীরও মন ফিরে যেতে পারে এবং মিছামিছি কতকগুলো সৈন্যক্ষয়ও হয় না।

তারক। সাবাধান মন্ত্রি! এ তোমাদের নীচ মন্ত্রীবংশ নয়—এ রাজ-বংশ।

বিশাল। (বিরক্তভাবে) মহারাজ!

মন্ত্রী। (নিজের যুগ্ম ওষ্ঠ মধ্যে একটী অঙ্গুলি চাপিয়া পুত্রকে নিষেধসূচক সঙ্কেত করিলেন এবং বিশাল মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন)

তারক। হুঁ, বিশাল! তোমাকে আদেশ ক'র্‌ছি তুমি এখনি যাও, স্বর্গপুরী সমস্ত সন্ধান ক'রে যেখানে পাও শচীকে ধরে আন। আরো বল্‌ছি শচীকে পেলে তার কেশে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে যেন এক পদও কোথা স্পর্শ না করে।

বিশাল। মহারাজ! ক্ষমা ক'র্‌বেন।

তারক। (আরক্ত লোচনে ক্রুদ্ধস্বরে) বিশাল!

মন্ত্রী। মহারাজ!

বিশাল। (রাজার নিকট শির বাড়াইয়া দিয়া) বিশাল প্রস্তুত আছে মহারাজ ;—যেহেতু মূর্খ বিশাল একটা মস্ত বড় ভুল ক'রে ফেলেছে—রাজ অন্ন গ্রহণ ক'রেছে :

তারক। (অস্থির হইয়া) ঘাতক—ঘাতক!

একজন ঘাতকের প্রবেশ।

শীঘ্র বধ কর এরে।

মন্ত্রী। মহারাজ—মহারাজ!

তারক। চুপ কর। ঘাতক!

(ঘাতক অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত, সহসা ছদ্মবেশী ঈশান আসিয়া ঘাতকের অঙ্গ স্পর্শ করিল। ঘাতক পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল ইত্যবসরে ঈশান বিশালের হস্ত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন, রাজা ও সকলে অবাক হইয়া তাহা একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন)

তারক। একি একটা সামান্য বালকে ধাঁধা দিয়ে পাপিষ্ঠকে আমার সম্মুখ হ'তে নিয়ে অদৃশ্য হ'ল? (ঘাতকের প্রতি) ঘাতক! জড়ের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, বালক সমেত বিশালকে এখানে শীঘ্র নিয়ে এস।

[ঘাতকের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ।

তারক। বুঝেছি। তুমি নির্ব্বিবাদে যেতে পার।

মন্ত্রী। বড় সুখী ক'রলেন মহারাজ। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে একটা কথা বলে যাই—এই বৃদ্ধ বয়সে আমায় পুত্রশোক দিবেন না—যেহেতু আপনিও সন্তানের পিতা—আপনারও একটা সন্তান আছে। আশা করি আমার এই শেষ প্রার্থনাটী আপনার হৃদয়ে স্থান পাবে। এখন আমি আসি মহারাজ।

তারক। (বিরক্তভাবে) যাও।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) ঈশ্বর, তোমারি দেওয়া পুষ্প তোমারি চরণে সমর্পণ ক'রলাম। তোমার যা ইচ্ছা ক'রো।

[প্রস্থান।

চৈতন্যরামের প্রবেশ।

গীত।

চৈতন্য।

ওরে একি রে কাণ্ড তোর।
ক্রোধের বশে অন্ধ রইলি
ফুটলো না চোখ তোর॥

তারক। কি বল্‌ছিস্‌ রে পাগল!

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কি আর ব'ল্‌বো আমি পাগল
পাগলের কথা কই—
আঁখি যদি তোর থাক্‌তো ওরে
দেখ্‌তিস পাগল আমি ত নই।
এখনো কান পেতে শোন পাগলের কথা
কেটে যাবে তোর মহাঘোর॥

তারক। কি জ্বালাতন, আমার সব কাজ পণ্ড ক'রে দিলে।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

জ্বালাতনের তোর কিবা হ'য়েছে,
এখনও বাকি আছে ঢের;
সবে ত ঐ মন্ত্রী গেল
আরও যাবে ঢের।
তখন সামাল সামাল পড়বে রে তোর
বুঝবি পাগলার কথার জোর॥

তারক। কি উৎপাত, মাথাটা যে গুলিয়ে দিলে!

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তোর মাথায় গোল আর আমি পাগল
　　হ'য়েছে যে বেশ।
তুই আমার গোলে যা তা করিস্
　　পাগলের নাই কথার শেষ—
তোর কাটলেনে গোল যাবে এই পাগল
　　আস্‌বেনা কভু জ্বালাতে তোর।

তারক। (ক্রুদ্ধস্বরে) কি ? (পুনঃ পুনঃ আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং চৈতন্যরাম এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে গাহিতে লাগিল)

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ওরে কলাবেঙ এবার রুকেছে,—
ক'রবে শিকার মস্ত ঢোড়া—
তাই যে ছুটে আসিছে,
কিন্তু তোর উদর ছোট ধ'রবে কেন
দম ছুটে প্রাণ বের'ল তোর।

[প্রস্থান।

তারক। (তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ যাইতে যাইতে) ধর ধর পাগলটাকে।

অধীরের প্রবেশ।

অধীর। মহারাজ !

তারক। উঃ, সেনাপতি ! পাগলটা আজ বড় জ্বালাতন ক'রে পালিয়ে গেল। এবার ওকে যে দেখ্‌তে পাবে বন্দী ক'রবে।

অধীর। যে আজ্ঞা মহারাজ।

তারক। আর তুমি যাও সৈন্য নিয়ে স্বর্গপুরীর সমস্ত পথ আগলে ব'সে থাকগে। সর্ব্বদাই যেন জাগ্রত প্রহরীরা পাহারা দেয় দেবতারা এলেই তা'দিগকে বেঁধে নিয়ে আস্‌বে। আর শচীটাকে কেশে ধরে তরবারির সূক্ষ্ম অংশের উপর বসিয়ে এখানে নিয়ে আস্‌বে —যেন কোন অংশে তার অনিষ্ট না হয় তাহ'লে রাণীর নিকট তোমার শির থাক্‌বে না। যাও এখন।

অধীর। আপনার আজ্ঞার কোন অংশে ব্যতিক্রম হ'বে না। আমি তবে চল্লাম।

তারক। বেশ ক'রে কর্ত্তব্য পালন ক'র, মনে রেখো কর্ত্তব্যের পুরস্কার আছে।

অধীর। যে আজ্ঞা—

[প্রস্থান।

তারক। প্রহরি!

একজন প্রহরীর প্রবেশ।

কৈ বিশাল এবং সে বালককে পেলে?

প্রহরী। না মহারাজ! কোথায় গেল, সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

তারক। সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কি? এর মধ্যে কোথায় যাবে? যাও একটু আগিয়ে সন্ধান ক'র।

প্রহরী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

তারক। (স্বগতঃ) না সন্দেহ হচ্ছে। ও বালককে যেন চিনি চিনি মনে হয়। ও বালককে যেন কোথাও দেখেছি। কোথায়

যেন আমারই কোলে শোভা পেতে দেখেছি—মনে হয় ঐ মুখে কতবার সস্নেহে চুম্বন ক'রেছি। তবে কি সে আমার মায়া হ'বে?—না—না; মায়া যে বালিকা (ক্রুদ্ধস্বরে) তবে এ বালক কে?

গীতকণ্ঠে সহসা চৈতন্য রামের প্রবেশ।

গীত।

সেত বালক নয় তোর অন্তরের মায়া
এঁচেছিলে ঠিক কেন হ'লে বেঠিক্
হারিয়ে ফেলছিস্ মায়ার মায়া।

তারক। আবার।

[অসি উত্তোলন করিয়া চৈতন্যরামকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

সৈন্যগণ।

সৈন্যগণ।

গীত।

বন্ বন্ বন্ বন্ বন্ বন্ বন্ বন্
আয় চলে সব আয়।
একসাথে সব অসি ধরে
পড়ি' চেপে শত্রুর গায়॥

বন্ বন্ বন্ বন্ ঘুরবে অসি
সো সো সো সো চলবে তীর
কচ কচা কচ কাটবে মাথা গাঁথব মালা
পরবো রে মোরা গলায় ॥
ছল্ ছল্ ছল্ প'ড়বে রক্ত
কুল কুল কুল বইবে তান
শত্রুর রক্ত চন্দন মোদের আতর মোদের
মাখ্‌বো সকলে গায় ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগরের প্রান্তভাগ।

ধবলা শর্ম্মার প্রবেশ।

প্রহরী। এক ফোঁটাখানি বিট্‌লে ছোঁড়া তার এত গুণ। কোন ধাঁধা টাঁদা জানে নাকি? এই আমাদের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনা কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ইস্ ভারি ফেঁসাদে ফেল্লে দেখ্‌ছি। সে সময় যদি জান্‌তাম যে ওরা অপরাধী তাহ'লে পাকড়ে ছিলাম আর কি। তাহ'লে আর এ ধব্‌লা শর্ম্মার কাছে চালাকিটা সান্‌তনা বাবা। গ্যাপ্ ক'রে পাকড়ে ফেলতাম। কিন্তু ভদ্রলোকেরা যে এমন কৌশল জানে তা কে জানে। বলিহারি তোদের ভদ্রতার কৌশলে। একেবারে খাঁটি অপরাধী আর আমাদের কাছ দিয়ে গেল যেন বিষ্ণু দূতের মত মস্ত বুক ফুলিয়ে। আর

আমরা হ'লে ত বুক ফুলিয়ে যাওয়া অন্তরে থাক্ সেইখানেই কেঁপে কেঁপে প্রাণের পৌনে চারভাগ, ঝেড়ে ফেলতাম। তা যা হোক্ এখন করি কি ? মহারাজ ত খুব লম্বা চওড়া হুকুম ক'রে বল্লেন যে যেখানে পাও সন্ধান ক'রে আনা চাই ; কিন্তু তাঁকে ত আর খুঁজে বেড়াতে হ'বে না ; মরে মরুক এই শালারাই মরুক। 'আবার খুঁজে না পেলে তাদের চোট্‌টা হয়ত এই বেচারীর উপর দিয়ে হ'য়ে যাবে এখন। তাতে ত রাজার গুণ একেবারে কুবেরের ভাড়ার এমন রাজার বেতন ভোগী হ'য়ে কি ঝক্‌মারী না করেছি আবার না করলে বা কোথায় যেতুম। যাই হোক আর তা ভেবে ফল কি ? এখন দেখি আর একটু ঘুরে ফিরে পাওয়া যায় কিনা। (যাইতে উদ্যত)

এমন সময় প্রহরী বেঁড়ে শর্ম্মার গাঁজা
টিপিতে টিপিতে প্রবেশ।

বেঁড়ে। (কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে) ওরে ভাই—ওরে ভাই—মাইরি আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। (বসিয়া পড়িল)

ধবলা। কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে।

বেঁড়ে। মাইরি—মাইরি।

ধবলা। মাইরি—মাইরি ত বুঝ্‌লাম ; কি হ'য়েছে বল্‌না ?

বেঁড়ে। মাইরি মাইরি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মাইরি।

ধবলা। সর্ব্বনাশ ত হয়েছে ; কি সর্ব্বনাশ হয়েছে ?

বেঁড়ে। হুঁ মাইরি বড্ড সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

ধবলা। এত মুস্কিল। ওরে ভায়া শোন্ শোন্—

বেঁড়ে। কি ?

ধবলা। ভাল ক'রে বল দেখি ভাই তোর সর্ব্বনাশের মানেটা কি ?

বেঁড়ে। মাইরি পত্র এসেছে মাহারিরে। (ক্রন্দন)

ধবলা। কাঁদিস্ কেন ভায়া শোন শোন্ তোর বউ টউ ম'রেছে নাকি ?

বেঁড়ে। (কাঁদিতে কাঁদিতে ও ঘন ঘন পদধূলি নিতে নিতে) হুঁ মাইরি মাইরি হুঁ।

ধবলা। আরে ভাই, তা আমার পায়ের ধুলো খেলে কি আর তোর বউ বাঁচবে ? না ওরকম ক'রে কাঁদ্‌লে বউ বাঁচ্‌বে ? শোন্ তোর একটা কথা বলি।

বেঁড়ে। মাইরি কি বল্ !

ধবলা। তুই এমন ক'রে আর কাঁদিস্‌নি। মহারাজের কাছ থেকে দিন কতক ছুটি নিয়ে দেশে যা। সেখানে আর একটা সাদি ক'রে রেখে আয়। তাহ'লে তোর মন ফিরে যাবে।

বেঁড়ে। ঠিক্ ব'লেছিস্ ভাই। একবার তোর ম্যেচটা দেখা দাদা !

ধবলা। ম্যেচ কি হ'বে রে।

বেঁড়ে। একুটু আগুন ক'রতে হ'বে। একটু মৌতাত ক'রে নেওয়া থাক্‌না। কি বল ভায়া।

ধবলা। আছে নাকি ?

বেঁড়ে। আরে ভাই, ভাত পাই না পাই তবু এ আমার চাই।

ধবলা। মাইরি তুই তবে দেখ্‌ছি পূর্ব্বজন্মে ঠিক্ শিবের বরপুত্র ছিলি !

বেঁড়ে। মাইরি ঠিক্ বলেছিস্ ভাই ঐজন্যে আমার একটুও সাপকে দেখে ভয় হয় না। তোর মাথা আছে দেখ্‌ছি মাথা আছে। আমি মাইরি এতদিন তা ধারণা ক'রতে পারিনি সময় সময় কিন্তু মনে মনে কেমন কেমন হ'ত কিন্তু ঐ সাক্ষীর অভাবে তা আর গাঢ় হয়নি।

আজ কিন্তু ভাই তোর যত সাক্ষী পেয়ে আমার ভ্রম কেটে গেছে। তুই পূর্ব্বজন্মে ঠিক্ আমার বন্ধু ছিলিস্ মাইরি। কৈ যোচ্‌টা একবার জাল্‌না ভাই।

ধবলা। এই যে জাল্‌ছি; কিন্তু এক কাজ কর ভাই, চল্ এখান থেকে একটু আড়ালে যাই।

বেঁড়ে। কেন?

ধবলা। কেন আর বুঝতে পারছিস্ নি ভাই! এখনই হয় ত কোন্ ভদ্রলোকটোক এসে দেখ্‌লেই চেয়ে ব'স্‌বে এখন। কেন তাদের মিছে বখ্‌রা দিতে যাব।

বেঁড়ে। তা ভাই তুই যা ভাল বুঝিস্ কর। চল যাই ঐখানটায়। কিন্তু মাইরি রাজার কাছে ছুটি চাই কি ব'লে একটা পরামর্শ দে দেখিনি ভাই।

ধবলা। যা হ'য়েছে তাই বল্‌বি?

বেঁড়ে। বউ মরেছে আমি তা ব'ল্‌তে পার্‌বো না। তবে তুই যদি আমার হ'য়ে একটু উপকার করিস ত হয়।

ধবলা। আমি ব'ল্‌লে কি মহারাজ শুন্‌বেন? তার চেয়ে ঐ চিঠিখানা মহারাজের কাছে পৌঁছে দিলে কাজ হবে। এখন চল্ যাই।

(উভয়ে যাইতে যাইতে)

বেঁড়ে। ওরে ভায়া আর একটা কথা শুনেছিস্।

ধবলা। কি ভায়া!

বেঁড়ে। মন্ত্রী মশাই যে আজ ম'রেছে।

ধবলা। ওরে কি ক'রে রে।

বেঁড়ে। আর কি ক'রে! গুণের পুত্তুরের শোকে।

ধবলা। হঠাৎ মারা গেল !

বেঁড়ে। হঠাৎ বৈকি ভায়া ঐ বিছানাতে গিয়ে চোখ বুজুলো আর অমনি ম'ল।

ধবলা। সাপে কেটেছিল নাকি !

বেঁড়ে। আর সাপে বৈকি ভাই। ঐ পুত্তুর শোক তার কালসাপ হ'য়েছিল।

ধবলা। আহা, বড় ভাল লোক ছিল।

বেঁড়ে। আহা ওরকম লোক্ আর দেখা যায়না ভাই। ওরে আর একটা কথা শুনেছিস্ ?

ধবলা। কি ?

বেঁড়ে। কালথেকে রাজকন্যা মায়াবতীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ধবলা। কোথা গেল তবে ?

বেঁড়ে। কেউ বলে কোথায় গেছে ; রাজা ব'লে মন্ত্রীমশাই কৌশল ক'রে হত্যা ক'রেছে।

ধবলা। তাকি হয় ; চল্ চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্য সমীপস্থ স্থান।

বিস্মিত বিশালের হস্তধারণ করিয়া ছদ্মবেশী বালক সুশানের প্রবেশ।

সুশান। (বিশালের হাত ছাড়িয়া দিয়া) এইবার আপনি নিরাপদ।

বিশাল। সুশান !

সুশান। (করযোড়ে মুখের দিকে বিনীত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

বিশাল। এতক্ষণ যেন আমি কি একটা ধাঁধার রাজ্যে বিচরণ ক'রছিলাম —কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

সুশান। কিসের ধাঁধা প্রভু!

বিশাল। (প্রভু সম্বোধন শুনিয়া মনে মনে বিস্মিত হইয়া) তোমার অসীম সাহসিক কার্য্য কলাপ দেখে বড় বিস্মিত হ'য়েছি।

সুশান। এখন আমার কি কার্য্য দেখলেন প্রভু!

বিশাল। তুমি নির্বিঘ্নে আমার আসন্ন মৃত্যুর করাল কবল হ'তে ফিরিয়ে আনলে কেন সুশান?

সুশান। এখনও যে আমার আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে সাধ হয় প্রভু!

বিশাল। (বিস্মিত ভাবে) তোমার কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝতে পারছিনা।

সুশান। কেন এত বেশ সরল কথা? আপনি না একদিন আমায় ভাল-বাসবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন, আমায় আশ্রয় দিয়ে সুখী হবেন প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন?

বিশাল। ক'রেছিলাম।

সুশান। তবে এই ত বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

বিশাল। পরিষ্কার তোমার কাছে হ'ল কিন্তু আমার এখনও অপরিষ্কার র'য়ে গেল।

সুশান। অর্থাৎ, ঈশ্বর নাই করুন, আপনার যদি কিছু হ'ত তাহ'লে আমার মত অনাথ বালককে কে আর ভালবাসত? কে আমায় আশ্রয় দিয়ে নিজকে সুখী মনে ক'রত?

বিশাল। তা'হ'লে বল শুধু তোমার নিজের স্বার্থের জন্য তুমি এমন দুঃসাহসিক কার্য্য ক'রেছ ? আমার সুখের পথে বাধা দিয়েছ ? একি সুশান ! তুমি কেঁদে ফেল্লে কেন ? আমি ত যথার্থ কথা ভিন্ন অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করি নাই ?

সুশান। আপনার অন্যায় কিনা তা জানি না। এতে আমার স্বার্থ থাক্‌তেও পারে ; কিন্তু আপনি অসুর বংশজ, প্রতিজ্ঞা পালন অসুরের চির মহাধর্ম্ম। অথচ দেখ্‌লাম একটা ধর্ম্মাত্মা প্রাণ সাধ ক'রে বিনা কারণে পাপের পূর্ণ মন্দিরে চির আহুতি হ'তে যাচ্ছে আর এখনও আপনার হাতে যে অঙ্গুরীয় শোভা পাচ্ছে তখনও ঠিক এমনি বিদ্যমান ছিল ; সেই কারণে আমি আপনাকে ফিরিয়ে এনেছি। অতএব বেঁচে থাক্‌লে আপনারও স্বার্থ আছে কিনা আপনি জানেন।

বিশাল। সুশান ! সুশান ! আজ তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ— আমার হৃদয়ের অস্পষ্ট আলোককে বেশ স্পষ্ট ক'রে জেলে দিয়েছ। বল বল যথার্থই বল সুশান ! তুমি কে ?

সুশান। যথার্থই ব'ল্‌ছি আমি সেই সেদিনকার আলাপীর আপনার প্রীতি-অঙ্গুরীয় ধারী অনাথ-বালক ভিন্ন কিছুই নই।

বিশাল। না—না ! ঠিক হ'ল না। সেদিনও ত তোমায় দেখেছিলাম— তোমায় ভালবেসেছিলাম—তোমার সঙ্গে অনেক আলাপ করেছিলাম ; সেদিনও ত তুমি আমার হৃদয়ে ফুটে উঠেছিলে—আজ তবে তুমি এরূপ মুক্তভাবে ফুটে উঠ্‌লে কেন ? বল—বল সুশান ! তুমি কে ? তোমায় আমার এত ভাল লাগ্‌ছে কেন ?

সুশান। নিজে ভাল হলে ও ঐ রকম হয়।

বিশাল। না, না, সুশান ! তুমি যেই হও, তুমি আর মুহূর্ত্তের জন্য আমার

কাছ ছাড়া হওনা, তুমিও নিরাশ্রয় আজ আমিও নিরাশ্রয়। তবে এস আজ উভয়ে উভয়ের আশ্রয় অবলম্বন করি। আমায় তুমি আশ্রয় দাও,—তোমায় আমি আশ্রয় দেই। আমায় আর হতাদর ক'রে কোথাও চ'লে যেওনা,—আমি আর কখনো ঘরে ফিরব না, আমার সে সাধ আমি চিরদিনের মত জলাঞ্জলি দিয়েছি। আর আমার ইচ্ছা হয় না।

সুশান। ইচ্ছা না থাকতে পারে; কিন্তু কর্ত্তব্যের দায়ে আপনাকে ঘরে ফির্‌তেই হবে; আজ না হয় দু'দিন পরে হবে!

বিশাল। কেন সুশান! আমার কর্ত্তব্য আর এখন কি আছে যার দায়ে আমাকে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে?

সুশান। তুমি যে তোমার বৃদ্ধ পিতার একমাত্র সহায়—একমাত্র সম্বল—একমাত্র ভরসা।

বিশাল। তা যদি ব'লে সুশান! তবে আমি নিশ্চিত বলছি আমি মুক্ত—আমার দেবতুল্য পিতা আমার জীবন আশঙ্কায় এতক্ষণে কখন লোক-চক্ষের অন্তরালে চলে গেছেন উঃ, সুশান! তিনি যে আমার এক মুহূর্ত্তের বিরহ সহ্য ক'র্‌তে পারতেন না? (ক্রন্দন)

সুশান। (তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে) যদি তাই হয় তবে আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? আপনি যে বীরপুরুষ, সম্মুখে কর্ত্তব্য ফেলে রেখে অশ্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা কি বীরপুরুষের উচিত? আপনার এখনো একটা কর্ত্তব্য বাকি আছে, সেইজন্য আপনাকে পুনঃ ফিরে যেতে হবে।

বিশাল। আবার আমার কিসের কর্ত্তব্য সুশান! যেজন্য আবার আমায় পিতৃ অপমানকারী সেই ক্ষুধিত নরব্যাঘ্র তারকের ভীষণ বদন বিবরে সাধ ক'রে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে।

সুশান। (মাথা নত করিয়া রহিল)

বিশাল। কৈ কোন কৈফেয়ৎ দিচ্ছ না যে।

সুশান। কৈফেয়ৎ একটা মাত্র ছিল—আবার আপনি আর একটা বেশী ক'রে বাড়িয়ে দিলেন।

বিশাল। কি ?

সুশান। আপনি মহারাজের নিন্দা ক'রছেন কেন ?

বিশাল। যে পশু নিন্দার কাজ করে, তাকে কি কেউ প্রশংসা করে ?

সুশান আরও বাড়িয়ে ফেল্‌ছেন কিন্তু, আপনি না মহারাজের বেতনভোগী দাস।

বিশাল। ছিলাম বটে ; কিন্তু তুমি যখন আমায় সে দাসত্ব শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত ক'রে এনেছ—তখন আর নাই ; এখন আমি স্বাধীন ; কেবল মাত্র তোমারই ভালবাসার দাস।

সুশান। আর আমি তোমার দাসী জেনো। আচ্ছা, আপনি যদি মহারাজের নিকট স্বাধীন তবে আপনার কটিতে মহারাজ প্রদত্ত তরবারি এখনো শোভা পায় কেন ?

বিশাল। (ব্যস্ত উচ্চৈঃস্বরে) সুশান ! সুশান ! তুমি কি সেই নিরাশ্রয় বালক সুশান ? না—না তুমি আমার জ্ঞানদাতা গুরু বালক সুশান। সুশান !—গুরু !—তোমায় আমি আর কি গুরুদক্ষিণা দেব ? আমার আর কি আছে ? তবে এই দীনের যা কিছু সম্বল আছে—এস এস সুশান—এস এস বালক—এস এস গুরু—তাই নিয়ে তুমি সুখী হও। (সুশানকে নিজ বক্ষে ক্ষণেক চাপিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন দিবার পর ছাড়িয়া দিলেন তৎক্ষণাৎ তাহার অলক্ষ্যে সুশান মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল) আমি এখনই মহারাজের নিকট ফিরে যাব তাঁর পায়ে

ধরে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে এই তরবারি ফিরিয়ে দেব। তারপর যদি বাঁচি, তবে সুশান!---এ কি! সুশান,—সুশান, তুমি ভূমিতলে পড়ে কেন? (তাহার নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং নিরীক্ষণ করিতে করিতে) তোমার কি হ'য়েছে? (উঠিয়া তাড়াতাড়ি একটী বৃক্ষের ডাল লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন)

সুশান। (ক্ষণপরে চক্ষু উন্মীলন করিতে করিতে) প্রভু!

বিশাল। সুশান!

সুশান। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া লজ্জাবনত হইয়া রহিল)।

বিশাল। (সুশানকে হাত ধরিয়া উঠাইতে উঠাইতে) তোমার কি হ'য়েছিল সুশান!—তুমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলে কেন?

সুশান। (লজ্জিত স্বরে) না—না—ও কিছু নয়। আমার একটা কি অসুখ আছে তাই মাঝে মাঝে ঐরূপ হয়। ওর জন্য কিছু চিন্তা ক'রবেন না। এখন আপনি কি মনে মনে স্থির ক'র্‌লেন?

বিশাল। স্থির ক'রেছি· এখনই মহারাজের নিকট এই তরবারি ফিরে দিতে যাব।

সুশান। তাহ'লে আপনি কি সুস্থ শরীরে ফিরে আস্‌তে পারবেন?

বিশাল। না হয় জীবন যাবে।

সুশান। তার চেয়ে এক কাজ করুন না কেন?

বিশাল। কি?

সুশান। একদিন যার অন্ন গ্রহণ করা যায় তার ঋণ কখনো পরিশোধ করা যায়না, আর আপনি এতদিন তার অন্ন গ্রহণ ক'রেছিলেন; অতএব এ তরবারি আপনার নিকটেই রাখুন, তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে কাজ নেই। যদি পারেন তবে তাঁর যুদ্ধের প্রতীক্ষা করুন; যেদিন

তবে নিমেষে লঙ্ঘিব এ মহা প্রাচীর।
(যাইতে উদ্যত এমন সময় প্রহরীরা অদূরে
চীৎকার করিয়া উঠিল)
উঃ জাগ্রত প্রহরী সবে।
কি করি উপায় ?
এখনি প্রহরী দেখে যদি মোরে
ক'রে বাঁধি কঠিন শৃঙ্খল
নিয়ে যাবে পিতার সম্মুখে।
না না সেও ভাল মোর
বাঁধুক প্রহরী কঠিন শৃঙ্খলে
দিক্ শাস্তি পিতা মোরে
তথাপি আমি যাইব নিশ্চয়।
সুরমারে একবার হেরিব নয়নে,
একবার বক্ষে তারে করিব ধারণ,
একবার প্রেমভ'রে দিব আলিঙ্গন!
একবার দু'টী কথা ক'য়ে তার সনে
জুড়াব এ তাপিত পরাণ
জুড়াব তাহার—
ভুলাব ভুলিব দীর্ঘ বিরহের জ্বালা।
(যাইতে উদ্যত এমন সময় সদর প্রহরী আসিয়া)

প্রহরী। কে হেথায় হল্লা ক'রছে।

বিকর্ণ। চুপ্ কর প্রহরী। (টাকার থলে দেখাইয়া) নাও।

প্রহরী। সে কি রাজকুমার।

বিকর্ণ। কোন কথা কওনা। (মুক্তোর মালা দেখাইয়া) এই নিয়ে আমায় যেতে দাও প্রহরী।

প্রহরী। একি রাজকুমার! আপনার এরূপ গুপ্ত দান ঘটার অর্থ ত কিছু বুঝ্‌তে পারছিনা, এত রাত্রি আপনি যাবেন কোথায়?

বিকর্ণ। প্রহরি! অনুমানে বেশ জান্‌ছি তুমি অতি ভদ্র, তুমি উৎকোচ—লোভী নও, আমিও সেই উৎকোচের প্রলোভন দেখিয়ে তোমাকে বশ ক'রতে ইচ্ছা করেছি—আমার দোষ গ্রহণ ক'রনা; কিন্তু আমায় একবার বাহিরে যেতে দাও।

প্রহরী। কেন রাজকুমার!

বিকর্ণ। মিনতি ক'রছি সে কথার প্রশ্ন না ক'রে আমায় যেতে দাও।

প্রহরী। তারপর মহারাজ যখন জিজ্ঞাসা ক'রবেন তখন আমি কি উত্তর দেব?

বিকর্ণ। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও, যদি তুমি পিতাকে না জানাও তবে নিশ্চয় তিনি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রবেননা জেনো। আর আমি এখনই আবার ফিরে আস্‌বো।

প্রহরী। কিন্তু আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী ক'রে কেমনে আপনাকে যেতে দিই বলুন!

বিকর্ণ। প্রহরি! তুমি যদি কখনো আমার মত অবস্থায় প'ড়্‌তে তাহ'লে তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান কোথায় তৃণের মত ভেসে যেতো।

প্রহরী। রাজকুমার! তবে কি আপনি কা'রো প্রেমে বাঁধা পড়েছেন?

বিকর্ণ। (সলজ্জ হইয়া রহিলেন)

প্রহরী। বুঝ্‌তে পেরেছি রাজকুমার! আর আপনাকে বাধা দেবো না, আপনি নির্ব্বিঘ্নে চ'লে যান। এই শির আমার মহারাজের নিকট

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দুর্গ-প্রাসাদ।

দুর্গ-প্রাসাদ মধ্যে বিকর্ণ একাকী পদচারণ করিতেছিলেন।

বিকর্ণ। নীরব যামিনী নীরবে জগৎ
প্রসুপ্তির শান্তি ক্রোড়ে লভিছে বিরাম।
স্থিরা শান্তিময়ী প্রকৃতি সুন্দরী
জ্যোছনা অঞ্চলে তাঁর
আবরি জগৎ
জগতের সনে সতী পড়েছে ঘুমায়ে।
নিশামণি ঐ অবসর বুঝি
কুমুদিনী হৃদে জাগায়ে বাসনা
তারাদল সহ জাগায় বাসর সুখে।
আর আমি?
আমি কিনা ত্যজি নিদ্রাসুখ
অনন্ত চিন্তারে করিয়া আশ্রয়
কারারুদ্ধ বন্দী সম
রয়েছি জাগিয়া সদা সঙ্গ সুখ ত্যজে।
উঃ সুরমা!
সদা মনে পড়ে তোরে
মনে পড়ে প্রেমপূর্ণ আঁখি দুটী তোর

মনে পড়ে সোহাগে মাখান অভিমান রাশি।
না জানি
মোর লাগি কত ব্যথা সহিছ সুন্দরি!
এতদিনে আছ কি জীবিত?
যার তিলেক বিচ্ছেদে
এ সারা ভুবন হেরিতে আঁধার
সেই নিষ্ঠুর আমি, ফেলিয়া তোমায়
প্রেমশূন্য পিত্রাদেশ পালনের তরে
কত শত জ্যোছনা নিশিরে
এইভাবে দিয়েছে বিদায়
সামান্য বন্দীর অধম রয়েছি পড়িয়া।
সদা সন্ধ হয় মনে
বহুদিন লিখেছিনু পত্রিকা তোমারে
কিন্তু নীরব উত্তর তার—
দেয় পরিচয়—
তুমি বুঝি ছেড়ে গেছ নীরস জগৎ।
যদি তাই হয়?
(উচ্চৈঃস্বরে) সুরমা—সুরমা! না—না।
না আজি নিশি যোগে
যে কোন প্রকারে করিব সাক্ষাৎ।
না ছাড়ে প্রহরী যদি,
উৎকোচের লোভে করিব অধীন তারে
একান্ত যদি না ক'রে গ্রহণ

যুদ্ধ উপস্থিত হ'য়ে বা তাঁর কোন বিপদের সম্ভবনা হ'বে সেইদিন সেই শুভলগ্নে তাঁর প্রদত্ত তরবারির মর্য্যাদা রাখ্‌তে কুণ্ঠিত হ'বেন না আর আপনার রাজ অন্ন গ্রহণের ঋণ কিঞ্চিৎ পরিশোধ হ'য়ে যেতে পারে। অতএব আমার কথা যদি আপনার গ্রাহ্য হয় এবং আপনি যদি আমাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত না হ'ন তবে আসুন গুপ্তবেশে আমরা কোন গুপ্ত স্থান হ'তে মহারাজের কার্য্য নিরীক্ষণ করি।

বিশাল। ঠিক্‌ কথাই বলেছ সুশান! তোমার জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শুনে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আমার পুণ্যপথের আলোক দর্শক যদি কেউ থাক্‌তে হয় তবে সে একমাত্র তুমি। তুমি বালক হ'লেও আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোন কায ক'রবো না। এখন বল আমরা কোথায় যাব।

সুশান। একবার সংবাদ জান্‌তে হ'বে আপনার পিতা জীবিত আছেন কিনা।

বিশাল। তারপর?

সুশান। তারপর, ঈশ্বর করুন তিনি যদি জীবিত থাকেন তাহ'লে আপনাকে তাঁর নিকট গুপ্তবেশে যেতে হ'বে এবং আপনাকে তাঁর নিকট সব পরিচয় দিতে হ'বে তাহ'লে তিনিও নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন।

বিশাল। বেশ! তবে বল আর বিলম্ব ক'রে কি হ'বে; আমাদের ত গুপ্তবেশে সজ্জিত হ'তে হ'বে?

সুশান। বসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাননপার্শ্বস্থ নির্ঝরিণী।

তরঙ্গবালাগণের গীত।

তরঙ্গবালাগণ।

গীত।

সখী ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—
বাঁশী বাজে বাঁশী বাজে।
হৃদয় কুঞ্জে লাগিছে বাঁশরী
প্রাণ বুঝি তার মজে প্রাণ বুঝি তার মজে
মন বুঝি তার মজে॥
খেলিবনা আর জলখেলা
ভেঙে দেলো সই ভেঙে দে মেলা
তর তর তর লহরে লহর
উঠিছে বিষম গরজে॥
ধর সখি মোরে ধর ধর
অলসে অঙ্গ হ'ল যে বিধর,
উহু মরি মরি সহিতে না পারি
কে বাজায় বাঁশী সাঁঝে॥

[প্রস্থান।

জামিন্ রাখ্‌লাম, আপনার কোন ভয় নেই, আপনি নির্ব্বিঘ্নে যেতে পাবেন ; তবে আপনাকে একটা হীন কাজ ক'রতে হবে।

বিকর্ণ। কি ?

প্রহরী। আপনাব ও পরিচ্ছদ ত্যাগ ক'বে আমার মত পরিচ্ছদে ভূষিত হ'তে হবে। তাহ'লে সকল প্রহরীই আপনাকে ছেড়ে দেবে। আপনি নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে যেতে পার্‌বেন।

বিকর্ণ। সেরূপ পবিচ্ছদ আমি এখন কোথায় পাব ?

প্রহরী। সেজন্য আপনাব চিন্তা নাই, আমাদের কাছে আরও বেশী থাকে, যদি দ্বিধা না কবেন তবে আমাব সঙ্গে আসুন আমি দিচ্ছি।

বিকর্ণ। (স্বগতঃ) সুরমা ! আজ নিশ্চয় তোমার কাছে যাব, আর প্রহরী তোমায় আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—প্রহরী অত ভদ্র হয় না।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সুরমার কক্ষ।

একখণ্ড কাগজ হস্তে সুরমা আসীনা।

সুরমা। লিখি লিখি ক'রে কত রোজ কেটে গেল, কিন্তু লেখা হয় নাই ; লিখ্‌তেও যেন মন ওঠে না। (পত্র লিখিতে লাগিল এবং তাহা মুদ্রিত করিয়া) পত্র লেখা ত হ'ল ; কিন্তু এ বুঝি আমার বৃথা হ'ল ;

এ পত্রিকা যে কার্য্যকরী হবে তা আমার ধারণাই হয় না। কারণ, পিতার ইঙ্গিতে যার চৈতন্য হ'ল না সে যে একটা নারীর ইঙ্গিতে খাড়া হ'য়ে উঠ্‌বে এ আমার বিশ্বাসই হয় না। যাই হ'ক কালই এই পত্রখানা কুমারকে পৌঁছে দিতে হবে। কি জানি হয় ত এ পত্রে কাজ হ'লেও হ'তে পারে, মানুষের মন কখন কিরূপ হয় বলা যায় না। যে হয় ত একদিন পাপের প্রহরী, সে হয় ত একদিন একটা সামান্য বালকের সঙ্গীত ভাষার ইঙ্গিতে নিজকে চিনে নিতে সক্ষম হয়; যে কার্য্য একদিন তার নিকট দুনিয়ার আনন্দ মনে হ'ত সেই কার্য্যই আবার তার নিকট বিষম বিষ ব'লে মনে হয়। অতএব—

(অদূরে বিকর্ণ—"সুরমা!")

সুরমা। (কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া) এতরাত্রে কে আমায় সুরমা ব'লে ডাক্‌লে? স্বরটা জড়িত, ভীত অথচ বড় মধুর বিরক্তি ব্যঞ্জক। তবে কি—

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। (সুরমার কণ্ঠ ধরিয়া) সুরমা এই দেখ আমি এসেছি।

(সুরমা তাহার হাত ছাড়াইয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল)

বিকর্ণ। একি কি সুরমা! আমায় দেখে অমন ক'রে পালিয়ে গেলে কেন? তোমার কি ভয় হ'য়েছে? ভয় নাই ভয় নাই আমি ভূত নই।

সুরমা। ভূত নও? তবে এত রাত্রে এখানে এলে কেমন ক'রে?

বিকর্ণ। চুপ কর সুরমা! আস্তে কথা কও।

সুরমা। কেন?

ঘেষড়া। তু মেরা বড় পিয়ারী
ঘেষড়ানী। তু মেরা সাচ্চা আসরফি
উভয়ে। তু মেরা জান্‌কা জান্ খোদ্ হ্যার হামে পিয়ে দেনা রে ।।

ঘেষড়া। ওরে খেঁদি! তোকে একটা কথা বলবো ?

ঘেষড়ানী। কি বল্।

ঘেষড়া। তোর মাইরি ছেলে পিলে হয় না কেন বল দেখি—

ঘেষড়ানী। হ্যাঁরে মাইরি এত লোকের হ'চ্ছে আর কেবল তোর আর আমার হয় না, কেন বল দেখি ?

ঘেষড়া। লোকের আজ দেখছি একটা ত একবার দুটো! ব'লতে পারিস্ তারা কোন মন্তর তন্তর জানে নাকি ?

ঘেষড়ানী। তা হ'তে পারে।

ঘেষড়া। এই দেখ, ঐ শঙ্করের মাগের অনেক দিন ছেলে পিলে হয় না, তা কোথেকে শঙ্করেটা কিসের ওষুধ এনে খাইয়ে দিয়ে দেখ্‌না এখন একবার কত ছেলে পিলে হ'য়ে গেছে। তা তুই যদি মন করিস্ তা না হয় শঙ্করেকে বলে কষ্টে সৃষ্টে ওষুধের যোগাড় করি— তা কি বলিস্ বল্ দেখি।

ঘেষড়ানী। আমার ছেলে পিলেয় কাজ নেই—কাজ নেই—তুই তার রোজগারে কুড়ে, আমার পেট্‌টার যোগাড় তাই কষ্টে সৃষ্টে চালাতে হয়; আবার নেড়ী গেঁড়ী দু'বেলা দু'টো হ'লে তখন কি ক'রবি ? তখন তোর সঙ্গে আমার এমনটী কি আর চল্‌বে!

ঘেষড়া। তবে তুই একটা কাজ কর—একটা পুষ্যিপুত্তুর ক'রে ফেল।

ঘেষড়ানী। আরে পুষ্যিপুত্তুর আর কারে ক'রতে যাব, তুই আমার পুষ্যি-পুত্তুর হ'য়ে থাক্।

ঘেঁষড়া। তা না হয় থাক্‌লাম; কিন্তু ভাই, আমি তোরে মা ব'লে ডাক্‌তে পার্‌বো না কিন্তু।

ঘেঁষড়ানী। তাতে আর দোষ কি? আজকাল ত ঢের ঢের ওরকম হ'য়ে যাচ্ছে—মুখে মা ব'লে ডাক্‌ছে আর অন্তরে নিজের কাজ গুছুচ্ছে।

ঘেঁষড়া। তা কি ক'র্‌বো বল্‌, তাদের যে জিভের আড় ভেঙ্গে গেছে আমার যে তা আসে না।

ঘেঁষড়ানী। তা ও দু পাঁচ দিন সাধতে সাধতে মা সরস্বতী আপনি এসে ঘাড়ে চাপবে; তখন আর কাঁটা খোঁচা কিছু মান্‌বে না, এখন আয় দুজনে মিলে একটা গান গাই।

ঘেঁষড়া। তাই তাই।

গীত।

ঘেঁষড়ানী। আমার সোহাগ ভরা আদর রতন আয় রে।
আয় রে কাছে আয় রে ও তুই আয় রে পাশে আয় রে॥

ঘেঁষড়া। আমি তোর ছোট্ট কচি
কোলে তুলে নে রে—কোলে তুলে নে রে—কোলে তুলে নে রে॥

ঘেঁষড়ানী। তুই আমায় মা ব'লে ডাক্‌না;

ঘেঁষড়া। তা ত আমি ডাকতে পার্‌বো না,

ঘেঁষড়ানী। তবে বুঝি ভয় পেয়েছিস্‌
ওরে কালসোণা রে—কালসোণা রে—কালসোণা রে॥
আমি তবে এই চলে গেলাম,

ঘেঁষড়া। আমি তবে এই পায়ে ধরলাম,

ঘেঁষড়ানী। না—না—না—তা হবে না
তুই যে বুকের মাণিক রে॥

[কণ্ঠালিঙ্গন হইয়া উভয়ের প্রস্থান।

বিকর্ণ। সুরমা, আমার যে বড় ভয় হ'চ্ছে।

সুরমা। কিসের ভয় ?

বিকর্ণ। আমার যে একা ফিরে যেতে সাহস হ'চ্ছে না।

সুরমা। একা এসেছিলে কেমন ক'রে ?

বিকর্ণ। তখন যে প্রেমের বোঝা মাথায় ছিল, কোন দিকে তাকাবার বা ভাববার অবসর ছিল না।

সুরমা। বেশ, এখন কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে কোন দিকে না লক্ষ্য ক'রে কেবল মাত্র কর্ত্তব্য ভাবতে ভাবতে চ'লে যাও।

বিকর্ণ। সুরমা, তবে—তবে—সুরমা! আমি—তবে সুরমা এখন আসি।

সুরমা। যাও।

[বিকর্ণ সুরমার দিকে এক একবার চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিলেন।

সুরমা। উঃ প্রাণটা যেন কেমন ক'র্ছে। বড় আঘাত দিয়েছি। বড় আশা ক'রে এসেছিল বড় ব্যথা নিয়ে ফিরে গেল। কিন্তু কি ক'র্ব কুমার! কর্ত্তব্যের তাড়নাই হয় এইরূপ। তুমি কিছু মনে ক'রো না। তোমার এ হীনমতি দাসী একমাত্র তোমার মঙ্গল ভিন্ন আর কিছু চায় না। তোমাকে যে তিরস্কার ক'রেছি ঈশ্বর যদি মুখ তুলে চান্ তবে এ তোমার তিরস্কার নয় চির আদরের অমূল্য পুরস্কার! তোমাকে যে আঘাত দিয়েছি, সে তোমার আঘাত নয়, কর্ত্তব্যের চির আলোকময় পথে তোমাকে চিরশান্ত স্থির পথিক সাজাবার সুমধুর আহ্বান। তবে যাও বীর! সেই সাড়া শুনতে শুনতে কর্ত্তব্যের স্রোতে ভেসে চলে যাও, কোন দিকে ফিরে চেওনা, আর কিছুই নাই—কিছুই নাই। [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

আস্তাবল—একপার্শ্বে কুটীর।

মদের বোতল হস্তে ঘেষড়া ও ঘেষড়ানীর প্রবেশ।

ঘেষড়া। ওরে খেঁদি! গয়না পেলি ত!

ঘেষড়ানী। আরে তুই যে আমার লক্ষ্মী ছেলে।

ঘেষড়া। কেমন মনে ধরেছে?

ঘেষড়ানী। হুঁ, খুব খুব।

ঘেষড়া। কৈ তবে আমোদ ক'র্‌ছিস্ না যে।

ঘেষড়ানী। এই যে, তুই আমার মুখে মদ ঢেলে দে; তবে আমোদ হবে।

(ঘেষড়া একপাত্র ঢালিয়া সঙ্গীত সহ ঘেষড়ানীকে পান করাইতে লাগিলেন)

গীত।

ঘেষড়া। পিয়াও পিয়াও খেঁদি পিয়াও পিয়াও পিয়াও পিয়াও রে।
প্রথম কাটের টাট্‌কা এ মাল হর্‌দম্ পিয়াও রে॥

ঘেষড়ানী। জলদি জলদি দেখা খেঁদা মেজাজ খালি রে
ঠাণ্ডি যদি হো জায়েঙ্গে হাম খায়েঙ্গে নেহি রে॥

ঘেষড়া। তব্ তু পিয়েলে না একদম,

ঘেষড়ানী। হাম্ নেহি এত্তা বেইমান,
তোম্ পিয়েলেনেকো উত্তর মাল হামে পিয়ে লেনা রে॥

বিকর্ণ। কেন তা কি জাননা সুরমা! পিতা জানতে পারলে যে এখনই তোমার সামনে আমায় গুরু শাস্তি প্রদান ক'রবেন?

সুরমা। কেন?

বিকর্ণ। তিনি যে এখন অন্তঃপুরে আসতে আমায় নিষেধ ক'রে দিয়েছেন।

সুরমা। তুমি এখনও বুঝি তাকে ভয় কর?

বিকর্ণ। তা করিনা?

সুরমা। তবে এলে কেন?

বিকর্ণ। কেন এসেছি তাকি জাননা সুরমা; তোমায় ফেলে যে আমি মুহূর্ত্ত থাকতে পারি না; আমি যে তোমায় একবার দেখবার জন্য আকুল হ'য়ে চোরের মত লুকিয়ে ছুটে চলে এসেছি।

সুরমা। বেশ, এইত দেখা হ'ল তবে আর বিলম্ব ক'রছ কেন?

বিকর্ণ। আজ তুমি একি অভিনয় ক'রছ সুরমা! আমার হৃদয়ের ভাব কি তুমি একটুও বুঝতে পারছনা?

সুরমা। তুমি এখন আমার কাছে কিসের প্রত্যাশা কর কুমার।

বিকর্ণ। একবার তুমি আমায় প্রেমভরে একটা আলিঙ্গন দাও এ ভিন্ন আর আমি কিছুরই প্রত্যাশা করিনা।

সুরমা। সে আশা করা এখন তোমার বৃথা।

বিকর্ণ। একি! একি তুমি কি বলছ সুরমা।

সুরমা। সুরমা যথার্থ ভিন্ন কখনো অন্যায় বলেনা জেনো কুমার! তুমি সে আশা প্রত্যাখ্যান কর।

বিকর্ণ। কেন—কেন?

সুরমা। কেন তা কি জাননা? সুরমা যে এবার সুরমাকে বেশ চিনতে পেরেছে।

বিকর্ণ। তুমি কি ব'লছ সুরমা, কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুরমা। বোঝবার উপযুক্ত হ'লে তখন আর সুরমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কষ্ট পেতে হ'বে না। এখন যাও।

বিকর্ণ। সুরমা।

সুরমা। হাঁ, আগে সুরমার উপযুক্ত হও, তারপর সুরমার নিকট প্রেমের প্রত্যাশা ক'রো।

বিকর্ণ। সুরমা, এতদিন তাহ'লে আমি তোমার উপযুক্ত ছিলাম ?

সুরমা। বড় ভুল—বড় ভুল, বড় ভুল ক'রেছিলাম কুমার, বড় ভুল ক'রে-ছিলাম ; সেজন্য হৃদয়ে বড় ব্যথা পেয়েছি—বড় অনুতাপ করেছি ; তাতেও যদি সে ভুলের ক্ষমা না হয় তবে আমি করযোড়ে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ক'র্‌ছি, পার ত তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো।

বিকর্ণ। সুরমা ! তুমি এত কঠিন কবে হ'লে ?—কেমন ক'রে হ'লে ?

সুরমা। তোমার হৃদয়ে যদি কিছু মাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান থাক্‌তো, তুমি যদি একটু কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা ক'র্‌তে তাহ'লে সেই দিন—যে দিন মহারাজ তোমায় অন্তঃপুরে আস্‌তে নিষেধ ক'রেছিলেন সেই দিন হ'তে কঠিনতার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌তে—হৃদয়ে কঠিনতা ব্রত ধারণ ক'র্‌তে। তোমার চক্ষু খুলে যেতো—তুমি মানুষ হ'য়ে তবে সুরমার প্রেমের আতিথ্য স্বীকার ক'র্‌তে আস্‌তে। এখন যাও, সুরমা কর্ত্তব্য-অন্ধ ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে মনে রেখো। যদি কখনো কর্ত্তব্যকে হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে পার তবে সেই দিন এসো—দেখ্‌বে তোমার সুরমা—তোমার জন্য কত প্রেম লুকিয়ে রেখেছে। প্রেমের পবিত্র সিন্ধুতে দিবানিশি তোমায় ডুবিয়ে রাখবে।

অষ্টম দৃশ্য।

প্রচণ্ডার কক্ষ।

ক্রোধ ও বিমর্ষ-বিজড়িত প্রচণ্ডা আসীনা।

প্রচণ্ডা। ঝঞ্ঝা বায়ু!
একটা ঝঞ্ঝা বায়ু!
একটা প্রবল ঝঞ্ঝা—
অদৃষ্টের কোন্ অদৃশ্য প্রান্তর হ'তে
উঠিয়া সহসা
ব'য়ে গেল যেন
সুমেরু সদৃশ প্রচণ্ডার দৃঢ় বক্ষোপরে।
তথাপি র'য়েছি স্থির
পড়িলনা খসি তবু
প্রচণ্ডার স্বহস্তে নির্ম্মিত
সুদৃঢ় সে হৃদয়-প্রাকার
কন্যাসনে কন্যা স্নেহ হতাশে ফিরিল।
শচি!
বড় আনন্দ—বড় আনন্দ না?
বড় আনন্দ পেয়েছিস্ মনে!
ভেবেছিস্—
কন্যা-স্নেহ ভুলায়ে আমারে

সরায়ে নিয়েছে তোরে
স্মৃতিপথ হ'তে কোন্
দুরগম্য বিস্মৃতির বিশাল মন্দিরে !
ভেবেছিস্—
বালুকণা দিয়ে
বেঁধে ঘর বালির উপর
করেছিল তোরসনে খেলিবার সাধ !
কিন্তু না খেলিতে খেলা
না পুরিতে সাধ
আপন নিশ্বাসে
কোথায় অদৃশ্য হ'ল
প্রচণ্ডার প্রাণ ঢালা সুখের প্রয়াস !
না ?—না ? ভুল্—ভুল্
মহাভুল তোর !
মরমের যে কুটীরে
রেখেছি পূর্ণ করিয়ারে তোরে
পারিবেনা আসিতে হেথা
শত কন্যা স্নেহ
কতশত বুকভাঙ্গা মরম কাহিনী।
যেই খেলা একবার
উঁকি মাত্র দিয়ে গেছে প্রচণ্ডা হৃদয়ে
উপযুক্ত স্বাদ তার
না করি গ্রহণ

কথনো প্রচণ্ডা তারে
দেয়নাই ডালি নিবৃত্তির খর স্রোত মাঝে।
শচি !—শচি !
মিটিবেরে সাধ
মিটাব আমার সে সাধের খেলা
চির প্রবাহিনী অশ্রু-গঙ্গা জলে তোর।
দাসি !—

একজন দাসীর প্রবেশ।

যাও ত্বরা—
আজ্ঞাকর চেড়ীগণে
বন্দী সুরনারীগণে আনিতে হেথায়।

[দাসীর প্রস্থান।

বড় জ্বালা।—
আপাততঃ ধৌত করি—
সুরনারী তপ্ত আঁখি-নীরে
বিষম বিষের জ্বালা বিষে নাশে শুধু।

সুরনারীগণকে লইয়া প্রহার করিতে করিতে চেড়ীগণের প্রবেশ।

গীত।

সুরনারীগণ। রাখ—রাখ—রাখ
আর সহেনা পরাণে মা।
নয়নের জলে ভাসি দিবানিশি
তুমি একবার ফিরে চাও মা॥

কি দোষে বল মা বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
স্বরগ হইতে মরতে আনিলে,
ভীষণ চেড়ীরে আদেশ করিলে
প্রহার করিতে মা ॥
আর প্রহার যতনা সহিতে পারিনা
বন্ধন ব্যথা ভুগিতে পারিনা,
তুমি দাও মুক্তি আজি হ'ব চিরদাসী
আর স্বরগে ফিরে যাবনা মা ॥

প্রচণ্ডা। চেড়ীগণ!
কর কর্ম্ম নিয়মিত বন্দিনীর প্রতি
নিয়ে যাও বন্দীগণে কারাগৃহ মাঝে।

(চেড়ীগণ বন্দিনীগণকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাইতে লাগিল ও বন্দিনীগণ যাইতে যাইতে গাহিতে লাগিল)

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সুরনারীগণ।

উহু উহু যাইগো মরে
তুমি কোথা পরমেশ।

[প্রস্থান।

প্রচণ্ডা। শচি!—শচি!
অনন্ত পিপাসারে তুই
তুই বিনা সে পিয়াসা হ'বেনা বারণ।
দারুণ নিদাঘ মাঝে
মাত্র একবিন্দু বারিধারা

কি করিবে ক্লিষ্ট জীবগণে
বাড়ায় তাদের মাত্র দাহন অধিক।

তারকাসুরের প্রবেশ।

তারক। রাণি!

প্রচণ্ডা। এস রাজা।

তারক। মায়ার ত কোন সন্ধান হ'ল না তবে কি আমরা যা কল্পনা ক'রেছিলাম তাই কি সত্য?—মন্ত্রী কি তার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য মায়াকে হত্যা ক'রে ভয়ে নিজেও মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিয়েছে? যদি তাই হয় তবে রাণি! জগৎ দেখে নেবে তারকের প্রতিশোধ কত ভীষণ।

প্রচণ্ডা। স্থির হও রাজা! বিরক্ত ক'রোনা।

তারকাসুর। আশ্চর্য্য? তোমার হৃদয়ে কি একটু স্নেহ, দয়া, মায়া নেই? কন্যাস্নেহ কি তোমার হৃদয় হ'তে দূরে চলে গেছে?

প্রচণ্ডা। স্নেহ!
কন্যা স্নেহ?
রাজা—কন্যা স্নেহ?
ছিল ছিল রাজা
ছিল একদিন—
পূর্ণ করিয়া এ মম মরম কুটীর
হৃদয়ের পরতে পরতে
শোণিত প্রবাহ সনে
দিবানিশি খেলে যেতো স্নেহরাশি কত।

কিন্তু আর নাই বাজা !
আর নাই তাহা—
কন্যা স্নেহ—
লইয়া বিদায়
চলেগেছে সেই দিন কোথা !
যেই দিন—
কুরূপা সে শচীগর্ব্ব শুনেছি শ্রবণে !
উঃ শচি ! শচি !—

[উঠিয়া প্রস্থান ।

তারক। (ক্রুদ্ধস্বরে) অধীর ! মূর্খ অধীর ! এখনো তুমি শচীকে নিয়ে আস্‌তে পার্‌লে না ; স্বর্গের মনোহর দৃশ্য তোমায় ভুলিয়ে রেখেছে ? তুমি কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্ছ ! আরে মূর্খ যদি স্বর্গ হ'তে তোমাকে শুধু হাতে ফির্‌তে দেখি তবে জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তোমার অঙ্গ বিদ্ধ ক'র্‌বো। তারপর দেখ্‌বো শচী কোথায় লুকিয়ে সুখভোগ ক'র্‌ছে। সমস্ত জগৎ পাতি পাতি ক'রে অনুসন্ধান ক'রব, যেখানে থাক্‌বে টেনে নিয়ে আস্‌বো, তারপর এই ক্ষুধিত লেলিহান শার্দ্দ্‌লীর মুখে তারে নিক্ষেপ ক'রবো—বড় ক্ষুধা রাণীর বড় ক্ষুধা হ'য়েছে।

নেপথ্য হইতে গীত গাহিতে চৈতন্য রামের প্রবেশ।

গীত।

ওরে ক্ষুধা ত পায়নি তার।
তোর যে রাণী সে বড় হরিণী
কেবল বাড়াচ্ছে বাঘিনীর ক্ষুধাহার ॥

তারক। ঐ আবার সেই পাগলটা বিরক্ত ক'রতে আসছে। আজ আর ওর কথায় কান দোবোনা—যত পারে বকে মরুক।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কৈরে আর যে কস্‌নে কথা
কি হ'ল আবার,
তোর পট্‌পটানি ছট ফটানি
বুঝি ভাঙ্গলোরে এবার।
এলাম তোর সাথে একটু আমোদ পেতে
চির সখের মেজাজ ত জানিস আমার॥

তারক। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) আরে—আরে ক্ষুদ্র কীট আমার সঙ্গে তোর খেলবার সাধ। (কাটিতে উদ্যত)

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তাইত বলি এই ত আবার
মগজ ফিরেছে,
অসি ধরে যাদু আমার
পথে এসেছে।
তবে আয়রে করি খানিক ছুটোছুটি
বাতের অসুখ থাকবে না আর॥

[তারকাসুর অসি লইয়া চৈতন্যরামকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দশম দৃশ্য।

স্বর্গ পথ।

ইন্দ্রকে তাড়াইয়া লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে
সেনাপতি অধীরের প্রবেশ।

অধীর। আরে—আরে ধূর্ত্ত অসুরারি
কোথায় পালাবি আর ?
কোথায় লুকাবি এবে ?
শৃগালের বৃত্তি তোর
ঘুচাইবরে আজি
দেখ চেয়ে হেথা তোর দুরন্ত শমন ;
আগলিয়া সকল বিবর
মৃত্যুদণ্ড করে রয়েছে দাঁড়ায়ে আজি।
বল্ কোথা রেখেছিস্ শচীরে লুকায়ে!
শীঘ্র আনি মোর করে কর সমর্পণ
নতুবা নিস্তার কভু পাবিনা বর্ব্বর।

ইন্দ্র। আরে আরে দানব পশু,
রসনা সংযত করি কর বাক্যালাপ!
সামান্য দানব তুই
এত স্পর্দ্ধা কে দিলরে তোরে।
বামন হইয়া

কর সাধ চন্দ্র লভিবারে ?
মণ্ডুক !
সাধ করি বাদ সাধ অজগর সনে ?
কিন্তু জান নাকি
কত তেজ ধরে অজাগর !
কত তীব্র হলাহল
রয়েছে লুকান তার সেই ফণা মাঝে ?
তাই বলি
এখনো করিতেছি ক্ষমা—
প্রাণ ল'য়ে যারে ফিরি আপন ভবনে।
বালক জীবন তোর
থাক যদি বেঁচে
বহু কাযে আসিবে জগতে।
অভাগিনী প্রণয়ীর তব হ'বে উপকার।

অধীর। সাবধান ঘৃণ্য কীট
থাকে যদি পরাক্রম
কর রণ বালকের সনে
বৃথা বাক্য-আড়ম্বর
কিবা ফল তাহে
অস্ত্রমুখে হ'বে আজি শক্তি-পরিচয়।

ইন্দ্র। নিতান্ত বালক বলি'
এতক্ষণ করিয়াছি ক্ষমা!
কিন্তু আর না,

আর না ক্ষমিব তোরে
অপরাধ বহুক্ষণ ছাড়ায়েছে সীমা
নিতান্ত কৃতান্ত তোরে করিছে আহ্বান।

অধীর। আয় তবে।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

ইন্দ্র। (যুদ্ধ করিতে করিতে) অদ্ভুত—অদ্ভুত বীরত্ব-কৌশল।

অধীর। (যুদ্ধ করিতে করিতে অধীরের হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল) উঃ কি করি—কি করি—আমি অস্ত্রশূন্য। একখানা অস্ত্র,—একখানা অস্ত্র আমায় দাও।

ইন্দ্র। এই যে তোমায় অস্ত্র দিচ্ছি বালক। (অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত এমন সময় ছদ্মবেশী বিশাল আসিয়া পড়িলেন)

বিশাল। সাবধান বাসব! আর এক পদও অগ্রসর হওনা। দেখ্‌ছ না বালক নিরস্ত্র ? তুমি বীর,—নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করা কি বীরের কর্ত্তব্য (অধীরকে অস্ত্র দিয়া) এই নাও বীর; বেশ সাবধানে অস্ত্র চালনা কর; আর যে চালে যুদ্ধ ক'রছিলে এ সময় সে চালের প্রয়োজন করে না। (যাইতে উদ্যত)

অধীর। আমার এত উপকার ক'রলেন কে আপনি ?

বিশাল। পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল হ'ওনা; এখন যুদ্ধের সময়। আপাততঃ আমার পরিচয় আমিই জেনো।　　　　　　　[প্রস্থান।

অধীর। এইবার আয় রে
স্থর-কুল-গ্লানি কপট বাসব,
দেখা যাবে কত বাহুবল তোর।
নিরস্ত্র পাইয়ে

জেগেছিল পশুর আচার,
ভেবেছিলি মনে বধিলাম বালকেরে ?
কিন্তু বিধি লিপি কভু হয় না খণ্ডন।
ভাগ্য লিপি তোর নিতান্ত মলিন।
তাই এই দেখ
কোথা হ'তে কেবা আসি যোগাইল অসি।

ইন্দ্র। ভাল—ভাল—
আয় তবে দেখা যাক।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ এবং ইন্দ্রের পলায়ন ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ অধীর যাইতে যাইতে)

অধীর। রণে ভঙ্গ দিয়ে কোথা যাস দুর্ব্বৃত্ত পামর।
(পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া)
কৈ কোথা গেল
কোথায় পালাল ?
মনে হ'ল এল এই দিকে
কিন্তু আর না পাইনু দেখিতে তাহারে।
উঃ কি হীন বৃত্তি নীচ সুরপতি
নিরস্ত্র পাইয়া—
অনায়াসে করেছিল সাধ বধিতে আমারে।
আর একবার—
একবার পাই যদি তারে
সমুচিত শিক্ষা তারে করিব প্রদান।

(অদূরে তারকাসুরের সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল)

"জয় মহারাজ তারকাসুরের জয়,
জয় সেনাপতি অধীরলালের জয়।"

অধীর। সৈন্যগণ!
যাও ঐদিকে—
ঐদিকে পলায়েছে কপট বাসব।

[বেগে প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

স্বর্গারণ্য।

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী সুশানের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

গীত।

সুশান। আমি স্বপনে কি গাথা গাহিতে গাহিতে
কিজানি কোথায় চলেছি।
স্বপনে কিসের রাগিনী ধরিয়া
কত দূর যেন এসে পড়েছি॥
স্বপন মাখিয়ে সে যে এসেছিল
স্বপনে তাহারে বাসিয়াছি ভাল
তাই আকুল হইয়ে বরমালা ল'য়ে
স্বপনে তাহারে পরায়ে দিয়েছি॥
শুধু তার স্মৃতিভরা হৃদয় আমার
পড়েছে ঘুমায়ে জাগিবে না আর
আমার স্বপন ভাঙ্গিবে না তারে ত পাব না
তবু সাথে সাথে সদা চলেছি॥

সুশান। দেবতা আমার! অন্তরঙ্গ আমার! ঈশ্বর আমার! কি খেলা নিয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ছুটে চলেছি তাকি জান? হৃদয়ের মধ্যে কি ভাবে তোমাকে চেপে রেখে কি ভাব নিয়ে তোমার সঙ্গে খেলা ক'রছি জান? দিবানিশি বুকের ভেতর কি তুষানল ঢেকে রেখে তোমার কাছে বাহ্য সুখের অভিনয় ক'রছি তাকি জান? তা যদি জান্‌তে তবে তোমার হৃদয়ের ভাব তোমার অলক্ষ্যে আমার নিকট যেরূপ প্রস্ফুটিত শতদলের মত বিকশিত, তাতে আমি বেশ বল্‌তে পারি তুমি কথনই আপনাকে স্থির রাখতে পারতে না। আমার এ ছদ্মবেশ যদি আমি তোমার নিকট একবার উন্মুক্ত করি তাহ'লে তুমি শিউরে উঠ্‌বে,—তোমার অঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌বে; তুমি ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে ধৈর্য্যহারা হ'য়ে যাবে। একদিন গুরু ব'লে তুমি যখন আমায় আলিঙ্গন দিয়েছিলে আমি মূর্চ্ছা গিয়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম!—কেন মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম তা তুমি বেশ বুঝ্‌তে পারতে। যাইহোক আমি কিন্তু কথনই তোমাকে আত্ম-পরিচয় দেবোনা। কিন্তু তুমি যদি কোন প্রকারে জান্‌তে পার যে আমি সেই রাজকন্যা মায়া এবং সে বিশ্বাস তোমার নিকট গাঢ় হয় এবং তুমি আমাকে বিবাহ ক'রে সুখী কর্‌বার জন্য প্রয়াস পাও তবে নিশ্চয় জান্‌বে বিশাল! তোমার সে মনের বাসনা প্রাণের ডালে ডালে ফোটা সে আগ্রহ কুসুম তোমার মনে প্রাণেই থেকে যাবে, তার কোমল স্নিগ্ধ মধুময় সৌরভ আঘ্রাণ না ক'রেই তোমার পত্নী-মায়া এই বালক সুশান তার দুর্ব্বহ অভিশপ্ত জীবনখানা প্রকৃতির অঙ্ক হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে কোন্ অদৃশ্য অনন্তের গাঢ় অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যাবে।

সাধুবেশী বিশালের প্রবেশ।

বিশাল। এই যে সুশান তুমি এরি মধ্যে এতদূর চ'লে এসেছ ?

সুশান। না এসেই বা স্থির থাকি কেমন ক'রে।

বিশাল। আজ যুদ্ধে সেনাপতি অধীরের বড় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'য়েছিল সুশান।

সুশান। সুরপতি ইন্দ্রের হীনতা দেখে বড় দুঃখিত হ'য়েছি কিন্তু।

বিশাল। তুমি তা কেমন ক'রে জান্‌লে সুশান !

সুশান। আপনিও যেমন ক'রে জেনেছেন আমিও তেমনিই জেনেছি। আমার হাতেও এই অসি ছিল, আপনাকে যদি আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব ক'র্‌তে দেখ্‌তাম তাহ'লে সেনাপতিকে আমি স্বয়ং এই অসি দিয়ে সাহায্য ক'র্‌তাম।

বিশাল। ওঃ সুশান ! তোমার এরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাক্‌লে কি আমিও সেদিন মহারাজের আদেশানুবর্ত্তী ভীষণ ঘাতকের হাত হ'তে ফির্‌তে পার্‌তাম ? তোমাকে শত শত ধন্যবাদ ! দেখ্‌ছি কালে তুমি একজন সূক্ষ্মদর্শী শ্রেষ্ঠ রণপণ্ডিত ব'লে জগতে প্রসিদ্ধ হ'বে।

সুশান। শুধু ওই না হয় হ'লাম আর কিছু হ'তে পার্‌বো না ?

বিশাল। কিছুই অসঙ্গত নয়, আমি যা মনে মনে কচ্ছি তা অবশ্যই সঙ্গত হ'তে পারে ! তোমার এই বালক বয়সে তুমি যেরূপ রাজনীতিক চাল শিক্ষা ক'রেছ এরূপ একজন প্রসিদ্ধ রাজারও সম্ভবেনা ; না জানি বয়োপ্রাপ্ত হ'লে কি হ'বে !

সুশান। বোধ হয় তাহ'লে আমিই পৃথিবীর রাজা হ'ব। কিন্তু তা যদি হই তবে আমার উপযুক্ত মন্ত্রীরও ত প্রয়োজন, সেনাপতিও ত একজন চাই তবে সে সব কারা হবেন ?

বিশাল। রাজা থাকলে তার উপযুক্ত মন্ত্রী বা সেনাপতির অভাব থাকবে না।

সুশান। তবে এই বল্লেন আমার মত সুক্ষ্মদর্শী আমার মত রাজনীতিক জগতে আর কেউ হ'বে না।

বিশাল। না, তোমার কাছে বাজে একটা কথা ক'য়ে পার পাবার উপায় নেই।

সুশান। ও তাহ'লে আপনার এমন বাজে কথা? বাজে কথা ক'য়ে আমায় বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন আর আমিও তাই শুনে খুব বেড়ে উঠে—না জানি কত কি হ'চ্ছিলাম ক'রছিলাম? ইস্ তাহ'লে ত আমি বড় ভুল ক'রে ফেলেছি। আপনি আমার মনজুগিয়ে আমার মন পরীক্ষা ক'র্‌ছিলেন তাত কিছুমাত্র আমি জান্‌তে পারি নি। ভারি অন্যায় হ'য়েছে (নতজানু হইয়া) আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

বিশাল। (তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া) কথাটা পাড়াই আমার অন্যায় হ'য়েছে। আমায় ক্ষমা কর।

সুশান। বেশ বলেছেন ক্ষমা চাইলাম আমি, আর আমাকেই শেষকালে ক্ষমা ক'র্‌তে হ'ল?

বিশাল। সে কথা ত পূর্ব্বেই স্বীকার ক'রেছি সুশান, যে তোমার কাছে কথায়—কথায় কেন কোন বিষয়েই পার পাবনা; এখন চল সেনাপতি অধীর বাসবকে তাড়িয়ে নিয়ে ঐ পথে চলে গেছে—

সুশান। হ্যাঁ, চলুন আবার যদি কোন বিপদ হয় ত আমরা গিয়ে সাহায্য ক'র্‌বো!

বিশাল। (যাইতে যাইতে স্বগত) ঈশ্বর! সুশান যদি স্ত্রীলোক হ'ত তবে তাকে ভালবেসে আরো সুখ পেতাম। আর "তুমি-মাথা"

এক চুম্বনে আজ তার এই অভিমানভরা বাক্‌চাতুরীর উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে সার্থক হ'তাম।

সুশান। (বিনীতস্বরে) মনে মনে আপনি কি ব'লছেন ;—আমার অন্যায়ের জন্য আমায় তিরস্কার ক'রছেন কি ?

বিশাল। (ব্যাকুল উচ্চৈঃস্বরে) সুশান। (বক্ষের মধ্যে ক্ষণেক চাপিয়া ধরিয়া পরে মৃদু হাসিতে হাসিতে) তিরস্কার ?

সুশান। তা আপনি আমায় তিরস্কার করুন না—আপনার তিরস্কার বড় ভাল লাগে। চাঁদের সুধা বোধ হয় আপনার তিরস্কারের যোগ্য হবে না।

বিশাল। (ব্যস্ত-হর্ষ-গম্ভীর স্বরে) সুশান!

[ক্ষিপ্রহস্তে সুশানের হাত ধরিয়া সত্বর প্রস্থান।

রণশ্রমে ক্লান্ত ভীত পলায়িত ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র।
ক্ষুদ্র দানব শিশু
ধরে এত পরাক্রম !
কখনো ভাবি নাই মনে।
কি অদ্ভুত বীরত্ব কৌশল
হেন মনে লয়—
আর ক্ষণমাত্র থাকিলে সেথায়
অনর্থের সম্ভাবনা ঘটিত নজল।
পরাভূত করিয়া বালক
বেঁধে ল'য়ে যেতো মোরে তারকের কাছে।
দুষ্ট যে তারকাসুর—

না জানি কত অপমান করিত আমায়।
বড় গুরু-বল
কোনক্রমে পলাইয়া এসেছি হেথায়।

(অদূরে রাজসৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল)

জয় সেনাপতি অধীরলালের জয়।

ইন্দ্র। ঐ—ঐ—ঐ বুঝি পুন আসিছে দানব—
কি করি কোথা যাই এবে
যাই—যাই—

[বেগে প্রস্থান।

সেনাপতি অধীরলালের প্রবেশ।

অধীর। কোথায় পলায় ধূর্ত্ত—
কিছুতেই না পাই সন্ধান !
বড় আশা হ'য়েছিল প্রাণে
রণে তারে করি পরাজয়
বাঁধিব তাহারে কঠিন শৃঙ্খলে।
লাঞ্ছনার ভয় দেখাইয়া তারে
লইব জানিয়া আজি শচীর সংবাদ।
কিন্তু বড় ভাগ্য তার
জেগেছিল প্রাণে মোর সমর পিপাসা,
তাই সে পিপাসা মিটাবার তরে
ক্লান্ত বাসবেরে হেরি—
কিছুমাত্র অবসর দিয়াছিনু তারে।

কিন্তু না মিটিতে পিয়াসা আমার
কোথায় অদৃশ্য হ'ল আঁখির পলকে।
যাই পুনঃ
করিগে সন্ধান
স্বর্গ ছাড়ি কোথায় পলাবে দুষ্ট আর।

[প্রস্থান।

—**—

দ্বাদশ দৃশ্য।

স্বর্গ—পর্ব্বত গুহা।

গুহামধ্যে শচী আসীনা দ্বারে জয়ন্ত দণ্ডায়মান।

শচী। জয়ন্তরে! আমরা অমর হ'লাম কেন বাপ, আর যে এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না? নিষ্ঠুর দানবের করে সমস্তই ত আমরা সমর্পণ করেছি। তবে সে তারকাসুরের হৃদয়ে আবার এরূপ সাধ জাগলো কেন? সিংহাসন ত চাইলে নির্ব্বিবাদে তা পেত তবে কেন রে—(ক্রন্দন)

জয়ন্ত। মা, মা, চুপ কর মা।

শচী। চুপ ক'র্‌তে পারি কৈ বাপ। চুপ ক'রে থাক্‌বার জন্যই ত চেষ্টা করি কিন্তু কে যে রে আমায় চুপ্‌ ক'র্‌তে দেয় না। (ক্রন্দন)

জয়ন্ত। মা, মা, তোমার পায়ে ধরি—তুমি কেঁদ না মা, তোমার চোখে

জল দেখ্‌লে যে আমার বুক ফেটে যায় মা। তাই বলছি মাগো তুমি আর কেঁদে সন্তানের বুকের ব্যথা বাড়িয়ে দিও না মা।

শচী। জয়ন্তরে আমার, বাপ রে আমার, আমি যে তোর অভাগিনী মা আমি যে তোর সর্ব্বনাশী মা তা নইলে এ হতভাগিনীর জন্য তোদেরও পথে পথে কাঁদতে হয় কেন? তোদের লুকিয়ে লুকিয়ে কষ্ট পেয়ে বেড়াতে হয় কেন? তুই এক কাজ কর বাপ্, তাহ'লে আর তোদের এখন লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে কষ্ট পেতে হ'বে না, তুই আমায় নিয়ে সেই দান—

জয়ন্ত। (মায়ের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) মা, মা, চুপ কর মা, আর ও নিষ্ঠুর কথা মুখে উচ্চারণ ক'রোনা, আমরা জীবিত থাক্‌তে তুমি ও কি কথা মুখে আন্‌ছো মা?

শচী। তোরা জীবিত আছিস্, তোদিগকে জীবিত দেখ্‌বো ব'লেই ত ব'ল্‌ছিলাম বাপ্। তোদের একবিন্দু কষ্ট কি আমার সহ্য হয় রে বাপ্।

জয়ন্ত। মা, চুপ কর, আমাদের দুঃখের দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে; আর অধিক বিলম্ব নেই শীঘ্রই দুষ্ট তারকাসুর নিধন হবে।

গীতকণ্ঠে জ্ঞানানন্দের প্রবেশ।

গীত।

ওরে তোরা আর ভাবিস্ নে এমন করে।
তোদের দুঃখের রবি অস্ত গেছে
এবার সুখের রবি উঠ্‌ছে ধীরে॥

জয়ন্ত। ঐ দেখ মা আমি যা বল্লাম, জ্ঞানানন্দ সঙ্গীতচ্ছলে তাই বল্লে।

শচী। জ্ঞানানন্দরে, বল বাপ আর কি আমাদের ভাগ্যে সুখের মুখ দেখ্‌তে পাব?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দেখ্‌বে ব'লে আছে ব'সে তবে কেন দেখবে না,
আঁধার আলোক একই ঘরের তাও কি জান না,
এবার আঁধার যাবে আলোক পাবে
দিও সাঁতার সুখ-পাথারে॥

শচী। জ্ঞানানন্দরে তোর আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে তবু একটু ভরসা পাই। কিন্তু তবু যেন আমার সন্দেহ যাচ্চে না। প্রবল পরাক্রান্ত তারকাসুরের কথা মনে হ'লে আমার প্রাণ চম্‌কে উঠে।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মিছে ভয় পেওনা ভয়ের কারণ নাই যে আর
উমা বেটী বাঘ পুষেছে তবে ভাবনা কি গো আর,
এবার ভাঙ্গবে খাঁচা যাবে খাঁচা
মট্‌কাবে ঘাড় শৃগালেরে॥

শচী। জ্ঞানানন্দ এরি মধ্যে চলে যাচ্ছিস্ কেন বাপ, তুই থাক্‌লে যে আমরা একটু আশ্বাস পাই।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি কি আর আশ্বাস দিব আমি কোথাকার কে,
আশ্বাস দিবার মালিক যিনি তোমার হৃদয় মাঝে সে,
সে যে বাজিয়ে বাঁশী দিচ্ছে আশ্বাস রাখ শ্রবণ খাড়া ক'রে॥

[প্রস্থান।

শচী। জ্ঞানানন্দের সঙ্গীত ভাষা বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু আমরা ত দিবানিশি তাঁকে ডাক্‌ছি। সেই বিপদবারী মধুসূদন ভিন্ন আর আমাদের কি উপায় আছে।

জয়ন্ত। মা, পিতা বুঝি ঐ আস্‌ছেন।

বিমর্ষ ইন্দ্রের প্রবেশ।

শচী। নাথ! আজ আপনাকে এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন? তবে কি কৈলাসে গিয়ে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছেন। শঙ্কর কি পুত্রকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ ক'রেছেন?

ইন্দ্র। না প্রিয়ে কৈলাসে আজ যেতে পারিনি?

শচী। কেন, কৈলাসে যাবেন বলে গেলেন; তবে না যাবার কারণ কি নাথ?

ইন্দ্র। কারণ অন্য কিছু নয়, যেতে পথিমধ্যে কোন অমঙ্গল জিনিষ দেখে যাত্রা শুভ নয় ভেবে ফিরে এসেছি।

শচী। তবে আজ যেয়ে কাজ নেই; কাল তখন যাবেন।

ইন্দ্র। হাঁ প্রিয়ে তাই মনে মনে স্থির ক'রেছি।

শচী। স্বর্গে এখনও কি তারকাসুরের সেনাপতি সৈন্য নিয়ে প্রহরা দিচ্ছে।

ইন্দ্র। সে দুষ্টেরা কি সহজে স্বর্গ থেকে পালাবে?

জয়ন্ত। পিতা, আদেশ দিন্‌ আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিগে। বড় সমর পিপাসা জেগেছে।

ইন্দ্র। আদেশ দেব জয়ন্ত। একটু সহ্য ক'রে থাক—যুদ্ধের দিন আসুক তখন বেশ ক'রে সবাই মিলে সমর পিপাসা মেটাব।

জয়ন্ত। কবে সে দিন আসবে পিতা? আর কত বিলম্ব আছে?

ইন্দ্র। আর কিছু মাত্র বিলম্ব নাই বৎস। আগামী কল্য যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দেব। দুষ্ট দানবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়্বো। এখন যাই—দেবতাগণকে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তে বলিগে, আরো একটু বিশেষ কাজ বাকী আছে। তুমি এ দ্বার ছেড়ে কোথাও চলে যেওনা।

[প্রস্থান।

জয়ন্ত। মা, আজ আমার হৃদয়ের একাধারে যেমন আনন্দের লহর ছুটে যাচ্ছে, অন্যাধারে আবার তেমনি নিরানন্দেরও বান ডেকে উঠ্‌ছে।

শচী। কেন বৎস তুমি নিরানন্দের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বে?

জয়ন্ত। তা না ক'রে পারি কৈ?

শচী। কারণ?

জয়ন্ত। কারণ যুদ্ধে যাবার নাম শুন্‌লে—আমার বড় আনন্দ হয়; কিন্তু সেই যুদ্ধ যখন হ'বে আমার তাতে বোধ হয় যোগদান করা হ'বে না।

শচী। কেন?

জয়ন্ত। যুদ্ধ ক'র্‌তে হ'লে হয়ত তোমাকে এইখানে লুকিয়ে রেখে আমাদের যুদ্ধ ক'র্‌তে হ'বে।

শচী। বেশ সে ত ভালই, আমি না হয় এইখানে লুকিয়ে থাক্‌বো; তোমরা যুদ্ধ ক'রতে যাবে।

জয়ন্ত। আমি বুঝি তোমাকে একা এখানে রেখে যাব, তা হ'বে না—আমার সমর পিপাসা না হয় থেকে যাবে তবু আমি কিন্তু তা পারবনা।

শচী। তা তার জন্য চিন্তা কি? যখন যুদ্ধ হ'বে তখন তার অন্য ব্যবস্থা

না ক'রে কি তোমার পিতা নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। এখন চল আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

স্বর্গ পথ।

দেববালকগণের গীত।

মোরা পথে পথে কেঁদে বেড়াই ঘুরে
মোদের নাইক দুঃখের শেষ—
আমাদের বলি র'য়েছে সকলি—
তবু অশ্রুর কভু হয় না শেষ ॥
বারে বারে আসি দানব-বারণ
কত করি দেবে করিছে পীড়ন
তবু পীড়ন সহিয়া রয়েছি বাঁচিয়া
মোদের নাহিক দুঃখের অবশেষ ॥
থাকিতে বল দেবতা বাহুতে
হয় সব দুঃখ নীরবে সহিতে
মনে হয় যেন কি যে‚ রাহুতে
দেবের সে বল করিয়াছে শেষ ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কৈলাস ভবন।

দুর্গা আসীনা।

দুর্গা। (স্বগত) দেবতার দুর্দ্দশা আর সহ্য হয় না। তাদের দুর্দ্দশা দেখে বড় প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে ? বড় অস্থির হ'য়েছি। আর কিছুতেই [illegible]র থাক্‌তে পার্‌ছি না। সতী-শিরোমণি শচীর নয়ন জল হৃদয়ে খোঁচা দিয়ে দিয়ে উঠ্‌ছে—কত ডাক্‌ছে—কত কাঁদ্‌ছে তবু কারো প্রাণে একটুও আঘাত লাগ্‌ছেনা, কি নির্ম্মম সব। একটা অত্যাচারী দানবের স্পর্দ্ধায় বিধি পর্য্যন্ত শঙ্কিত [illegible] আশ্চর্য্য। কিন্তু [illegible] না—আর সে অত্যাচারীকে কেহ [illegible] প্রাণ দিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। যদি আমার কার্ত্তিক [illegible] গেলে তা'র নিধন [illegible], তবে [illegible] মুহূর্ত্তেই তাকে রণসাজে সজ্জিত ক'রে ইন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দে[illegible]। সে ইন্দ্রের সেনাপতি হ'য়ে দুষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করুক। এতেও যদি দেবতাদিগকে নিরাশ হ'তে দেখি তবে আমি স্বয়ং অসি ধরে যুদ্ধ ক'রবো—দেখ্‌বো পাপীর উচিত শাস্তি হয় কি না। দেবসেনা!

দেবসেনার প্রবেশ।

দেবসেনা। (দুর্গার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া) কেন মা।

দুর্গা। (তাহাকে আরো বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া) এস মা আমার। কুমার কোথায় গেল।

দেবসেনা। কে জানে কোথায় গেল।

দুর্গা। কেন মা বিরক্ত হ'য়েছিস্, কুমার কি তোকে কিছু বলেছে।

দেবসেনা। না বলেনি কি না?

দুর্গা। কি বলেছে মা আমার! বল তাকে আচ্ছা ক'রে জব্দ ক'রে দেবো।

দেবসেনা। হ্যাঁ, তাকে আর জব্দ ক'র্‌তে হয় না, তোমার ছেলে জব্দ হ'বার ছেলে কিনা!

দুর্গা। তোকে কি বলেছে বল! দেখ্‌বি তাকে জব্দ ক'র্‌তে পারি কি না?

দেবসেনা। আমার সঙ্গে কেবল লাগ্‌বে কেন? আমি যেন তার শত্রু, কেবল আমায় কত কি বলে কাঁদাবে; আবার যদি কাঁদি ত, তোমার ছেলে অমনি নিজের চক্ষে কাপড় ঢেকে সাড়া দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমায় ঠাট্টা করে।

দুর্গা। আচ্ছা এবার তাকে বেশ ক'রে জব্দ ক'রে দেবো যাতে সে তোমার সঙ্গে আর অমনটী না ক'রে। এখন যাও মা কুমারকে এখানে ডেকে পাঠিয়ে দাও।

দেবসেনা। যাই মা। [প্রস্থান।

দুর্গা। কি ভালবাসা? কুমার এই অল্প বয়সে যথার্থ ভালবাসা যে কি তা বেশ হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পেরেছে।

শরধনু হস্তে কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। কেন মা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

দুর্গা। প্রয়োজন আছে।

কার্ত্তিক। কি বলনা মা?

দুর্গা। বল্‌ছি দিনরাত্রি ত তীরধনু ছাড়া তোকে দেখি না; তুই ঐ তীর-ধনু কি করিস্‌ বল্‌ ত?

কার্ত্তিক। কেন মা! আমি ঐ তীর-ধনু নিয়ে কত শত শিকার করি। আমি কত রকম কৌশল শিক্ষা ক'রেছি, একটিও শিকার আমার হাত এড়িয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় একবার রণ পাই ত প্রাণভরে হৃদয়ের পিপাসা মিটিয়ে নিই। এক এক শরে শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে চিরদিনের মত শত্রুতা ঘুচিয়ে দিই।

দুর্গা। কুমার, তোর বলবীর্য্য বুঝ্‌তে পেরেছি তোকে একটা সংবাদ দিই—

কার্ত্তিক। কি মা বলুন না।

দুর্গা। অঙ্গীকার কর্‌ সংবাদ যদি সন্তুষ্ট হয় তবে মাকে কি পুরস্কার দিবি।

কার্ত্তিক। মা, তোমাকে অদেয় আর কি আছে?

দুর্গা। যথার্থ সন্তান তাই বিবেচনা ক'রে থাকে বটে—কিন্তু তথাপি তোকে অঙ্গীকার ক'র্‌তে হ'বে।

কার্ত্তিক। আচ্ছা মা অঙ্গীকার ক'র্‌লে যদি সন্তুষ্ট হন তবে অঙ্গীকার ক'র্‌লাম।

দুর্গা। তবে শোন্‌ কুমার আমার পুরস্কারের কথাটা, এই পুরস্কার চাওয়াটাই তোর শুভ সংবাদ।

কার্ত্তিক। তবে শীঘ্র চাও মা, কি সে পুরস্কার।

দুর্গা। সতী-শিরোমণি শচীর নয়ন জল নিবারণ আমার একমাত্র পুরস্কার।

কার্ত্তিক। ও এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি। এই কথাই বল্‌বেন বলছিলেন মা? তার জন্য চিন্তা কি? আমিও পূর্ব্বে সে দুষ্টের কথা শুনেছিলাম। কতবার মনে মনে যুদ্ধের সঙ্কল্প করেছিলাম; কিন্তু কি জানি কেমন লজ্জায় তা মুখ ফুটে প্রকাশ ক'রতে পারি নাই। আজ আমার শুভ দিন তাই অন্তরের কোণে লুকান বড় আদরের আমার সে হৃদয় বাসনা মুখ দিয়ে প্রকাশ হ'য়েছে। বড় সুসংবাদ;—বড় সৌভাগ্য। মা, তুমি আমায় শীঘ্র রণসাজে সজ্জিত ক'রে দাও! আমার আর বিলম্ব সইছে না। মনে মনে হ'চ্ছে যেন আমি সেই দুষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছি, এক শরে যেন তাকে নিপাত ক'রে ফেলেছি। মা, মা, দাও দাও মা শীঘ্র আমায় সাজিয়ে দাও।

দুর্গা। একটু দাঁড়া কুমার! একটু পরেই তোর বাসনা পূর্ণ হ'বে। আজ ইন্দ্রের আস্‌বার কথা আছে, বোধ হয় এসে পড়্‌লো।

কার্ত্তিক। কেন মা, তিনি এসে কি ক'র্‌বেন?

দুর্গা। তিনি এসে তোকে সেনাপতি ক'রে নিয়ে যাবেন, কুমার ঐ বুঝি ইন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে তোমার পিতা এইখানে আস্‌ছেন।

ইন্দ্র ও শিবের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (দুর্গাকে প্রণাম করিলেন)।

দুর্গা। এস বৎস! তোমার মুখখানা অমন শুষ্ক শুষ্ক দেখ্‌ছি কেন বাসব!

ইন্দ্র। আর কতবার বল্‌বো মা! আপনি ত সবই জানেন।

দুর্গা। হাঁ, বাসব জানি ব'লেই এতক্ষণ তোমার আগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌ছিলাম, কুমারকে নিরস্ত ক'র্‌ছিলাম।

ইন্দ্র। কেন মা কুমারের কি হ'য়েছে।

শিব। বুঝেচি কুমার যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হ'য়েছে।

দুর্গা। হাঁ দেব! যুদ্ধের নাম শুনে কুমারের হৃদয়ে আর আহ্লাদ ধরে না!

শিব। হাঁ কুমারকে আমি বেশ জানি। শুধু তোমারই অনুমতি হ'লে হয়, আমরাও সেই উদ্দেশ্যে তোমার নিকট একবার এসেছি।

দুর্গা। বেশ, বাসব! সমস্তই তাহ'লে প্রস্তুত?

ইন্দ্র। হাঁ মা, শুধু কুমারের যুদ্ধে যোগদান ভিন্ন আর সমস্তই প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

দুর্গা। সুখী হ'লাম, তবে তোমরা শীঘ্রই যুদ্ধের ঘোষণা ক'রে দাওগে। আমি ততক্ষণ কুমারকে সজ্জিত করিগে। আয় কুমার, আজ তোর বড় আনন্দের দিন, তাই তোকে নিজ হাতে সাজিয়ে দেব চল্।

কার্ত্তিক। শীঘ্র চলুন মা!

দুর্গা। পুরস্কারের কথাটা যেন স্মরণ থাকে।

[কার্ত্তিক ও দুর্গার প্রস্থান।

শিব। বাসব! আর কোন ভয় নাই। যাও তবে। দেখো খুব সাবধানে যুদ্ধ ক'র্‌বে। বড় মায়াবী সে তারকাসুর।

ইন্দ্র। স্বয়ং ভয়হারিণী মায়ের নিকট যখন অভয় পেয়েছি তখন আর ভয় কিসের? এখন তবে আমি আসি।

[প্রস্থান।

শিব। (স্বগত) গেল পুত্র রণে—

জয়গর্ব্ব ধরিয়া হৃদয়ে!
কিন্তু বড়ই ভীষণ সে দুরন্ত অসুর।
শঙ্কা হয় হৃদে
রহিবে কি স্থির সে সমর মাঝে?
তাই যদি হয়—
শূল মোর নহে হীন তেজ
অবাধে নাশিব দুষ্টে
কার শক্তি রোধিবে আমারে।
যাই যাই দেখি গিয়ে—
কি কৌশলে
করে পুত্র রণ তারকের সনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ—মন্দাকিনী।

তরঙ্গবালাগণের প্রবেশ।

গীত।

তরঙ্গবালাগণ।

চলে পুতময়ী পূত বারিধারা
ওগো রঙ্গিনী চির সঙ্গিনী।

চললো চল খেলি গিয়ে সব
　　ডাকিছেলো ঐ তটিনী ।।
খেলিব লো আজ নূতন খেলা
　　দেখাব লো কত চাতুরী,
লহরের সাথে খেলিতে খেলিতে
　　লহরে করিব চুরি ;
মোরা ডুবে যাব সই লহর তলে
　　লহরে ক'রে পাগলিনী ।।
ঐ ঐ ঐ আসিছে তটিনী লহরে করিয়ে সাথে
চল চল সখী চল লো চল মিশি লো তাহার সাথে
বড়ই মেলা হইবে লো আজি
　　চল ত্বরা হৃদি সঙ্গিনী ।।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কৈলাসভবন—কুটীর ।

ধীরে ধীরে দেবসেনার প্রবেশ ।

গীত ।

দেবসেনা ।

আমি ভালবাসি বড় সেই গান ।
যে গান অমনি ওঠে হৃদে জেগে
　　করে স্নিগ্ধ এই তৃষিত পরাণ ।।

স্মৃতি মাত্র ক্ষীণ পবন পরশে
সে রাগিনী ওঠে ব্যাকুল হরষে
সে রাগিনী গাথা হৃদয়ে আলোক
আমি গাব দিবানিশি শুধু সেই গান ॥

রণসাজে সজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। (প্রবেশ করিতে করিতে) কি গো দেবি! আজ যে একটুও চোখে জল দেখ্‌ছি না। খুব গান গেয়ে গেয়ে বেড়ান হ'চ্ছে— ব্যাপার কি?

দেবসেনা। কেন গাইব না? খুব গাইব, যত ইচ্ছা তত গাইব। মনের আনন্দে গাইব নাচ্‌বো খেল্‌বো তোমার কথা শুন্‌বো না তোমার সথ হ'য়ে থাকে যাও তুমি গিয়ে ব'সে কাঁদ।

কার্ত্তিক। আজ যে ভারি বোল ফুটেছে দেখ্‌ছি। বড় ভাগ্য কিন্তু।

দেবসেনা। কেন বোল্ ফুটবেনা। চিরদিন কি মানুষ বোবা থাকে?

কার্ত্তিক। সেটা সৌভাগ্য। যাই হোক দেবসেনা! এখন আমায় বিদায় দাও পরে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে আমার সৌভাগ্যের সুমধুর ফলে তোমায় বঞ্চিত ক'রবো না। এখন আসি তবে। তুমি এই নূতন সেনাপতির জন্য জয়মাল্য নিয়ে অপেক্ষা কর আমি এখনই সেই দুষ্টকে সংহার ক'রে ফিরে এসে পাদরে তোমার দান গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হ'ব।

দেবসেনা। যাও! কিন্তু আস্‌বার সময় আমার জন্য কি নিয়ে আস্‌বে?

কার্ত্তিক। কি তোমার অভিলাষ।

দেবসেনা। তোমারও যা অভিলাষ আমারও তাই অভিলাষ।

কার্ত্তিক। তাই হবে তবে এখন বিদায় দাও।

দেবসেনা। এস তবে। দেখ যেন সেকথা ভুলোনা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বর্গের একপ্রান্ত।

রণসাজে সজ্জিত হইয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, জয়ন্ত প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ।

বরুণ। কৈ মহারাজ!
এখনো কুমারে না হেরি সম্মুখে
কিবা হেতু বিলম্ব তাহার ?

ইন্দ্র। হ'য়োনা চঞ্চল
এখনি আসিবে কুমার।
স্বহস্তে সাজায়ে পাঠাবে জননী
তাই হরপ্রিয়া
মনোসাধে আজি
সাজায় কুমারে বিবিধ সজ্জায়,
এসেছি দেখিয়া আমি।

বায়ু। হের মহারাজ!

কটী পাশে শোভে তীক্ষ্ণ ধার অসি
বারে বারে হস্ত উঠিছে নাচিয়া
কোষমুক্ত করিবারে তারে ।
বহুকাল প্রসুপ্ত হৃদয়
উঠিছে জাগিয়া
ক্ষণমাত্র ধৈরয না মানে ।

চন্দ্র । হের মহারাজ !
বহুকাল বদ্ধ শ্রীচরণ
মনের ইঙ্গিতে
ছিঁড়িয়া বন্ধন
অস্থির মাতঙ্গ সম নাহি রহে স্থির ।
বাসনারে করিয়া সঙ্গিনী,
কল্পনার বহু আগে ছুটিছে কেবল ।

জয়ন্ত । পিতা !
বিলম্ব সহেনা আর ।
কুমারের আগমন না করি' অপেক্ষা
চল যাই পশি গিয়া রণে ।
কিসাধ্য এবার
দুষ্ট সুর-অরি
পরাজয় করিবে মোদের ।

ইন্দ্র । জয়ন্ত !
চিত্ত রাখ স্থির ।
হেন উত্তেজনা রাখিওনা প্রাণে ।

ধীরভাবে রণক্ষেত্রে করিবে গমন
নহে শত্রু হীনতেজ জেনো,
সেই হেতু রাখিবে সতর্ক আপনারে সদা।

বরুণ। মহারাজ!
ঐ বুঝি আসিছে কুমার।

ইন্দ্র। এস এস কুমার!
তোমারই অপেক্ষা করি' রয়েছি প্রস্তুত।

কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। চল যাই তবে
পশি গিয়া রণে।
একসাথে মিলি সবে যত দেবগণ
দেখাব বিক্রম আজি দুরন্ত তারকে।
এই মম শর ধনু আজি—
শত্রু রক্তে করিব রঞ্জিত।

ইন্দ্র। শুন সবে মহারথীগণ
আজি যুদ্ধে সেনাপতি কুমার কার্ত্তিক
ইঙ্গিতে তাহার ঘুরিবে ফিরিবে সবে
অবহেলা কোনক্রমে করিওনা কেহ।
চল সবে—
যথাযোগ্য স্থান করি' অধিকার
প্রবেশি সমর মাঝে।

বরুণ। আজ্ঞা করি সৈন্যগণে চলিতে সত্বরে।

ইন্দ্র। দেহ আজ্ঞা বীর।

কার্ত্তিক। চল সবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পাতালপুরী।

তারকাসুর ও অধীরের প্রবেশ।

তারক। স্পর্দ্ধা দেখে হাসি পায় মনে
সামান্য দেবতা তারা—
এত শক্তি কে দিল তা'দের ?
কোন্ শক্তি ব'লে হ'য়ে বলবান
হেন দুঃসাহসিক কার্য্যে হইয়াছে ব্রতী।
রণ সাধ তারকের সনে ?
হাঃ হাঃ হাসি নাহি ধরে আর।

অধীর। মহারাজ !
কি ধূর্ত্ত—দেবতারা সব ?

সে দিনের অস্ত্র যুদ্ধে বুঝেছি তাহারে।
যবে অস্ত্রহীন হয়েছিনু আমি,
অমনি সে কপট বাসব
তুলি তার ভীম প্রহরণ
ক'রেছিল আশা চেষ্টা বধিতে আমারে।
কিন্তু কোথা হ'তে
কে এক যুবক
অস্ত্রসহ আসিয়া সহসা
নিবৃত্ত করিলা তাহারে!
দিল পরে সেই অস্ত্র মোর করে।
তাই মহারাজ এতক্ষণে
রহেছি দাঁড়ায়ে তোমার সম্মুখে।

তারক। জানি আমি ভালমতে
নির্লজ্জ সে অমর বাসবে।
ব'ড় হীন প্রবৃত্তি তাহার,
বড়ই বিশ্বাস হন্তারক!
একদিন অন ।সে
প্রবেশিয়া গৌতম আবাসে,
গুরুপত্নী অহল্যার করে সর্ব্বনাশ!
আজ তার সমুচিত ফল করিব প্রদান।
যাও সেনাপতি! বিকর্ণে আহ্বান হেথা।

অধীর। মহারাজ!
সশস্ত্র বিকর্ণ ঐ আসিছে হেথায়।

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। পিতা!
শুনিলাম অতি সন্নিধানে ঘোর কোলাহল,
মনে হয় আসিছে অমর সবে—
আক্রমিতে পুরী।
(অদূরে দেবসৈন্যগণের জয়ধ্বনি শুনিয়া)
ঐ ঐ—শত্রু জয়ধ্বনি
দিগ্‌মণ্ডল করিছে কম্পিত।
পিতা! পিতা!
দেহ আজ্ঞা ত্বরা
যাই সবে রণে
দিব বাধা মধ্যপথে অমর সকলে।

অধীর। (পুনঃ জয়ধ্বনি শুনিয়া)
ঐ, ঐ,
ঐ পুনঃ! জয়ধ্বনি ওঠে ঘন ঘন
মনে হয় আক্রমিল পুরী।
মহারাজ! মহারাজ!
তিলমাত্র না করি বিলম্ব
আজ্ঞা দেহ সবে
যাই মোরা সমর প্রাঙ্গনে।
দিব উপযুক্ত শাস্তি শত্রুরে আহবে।
(পুনঃ জয়ধ্বনি হইল)

তারক। না, না।
আর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
চল যাই সবে !
বড়ই সাহস বাড়িয়াছে দেবে।
ভাঙ্গিব সে সাহস তাদের
শূলাঘাতে চূর্ণ করি সবে পাড়িব ভূতলে।
বিশ্ব যদি হয় রেণু রেণু
তাও আজি করিব স্বহস্তে !
তথাপি অমরের নাহি পরিত্রাণ !
চল, চল !
সাজাও বাহিনী।
ধর দেবগণে—
বাঁধি সবে কঠিন শৃঙ্খলে।

[বেগে প্রস্থান।

বিকর্ণ। চল চল সেনাপতি,
প্রমত্ত কুঞ্জর সম চলে মহারাজ।
আমরাও ধরিয়া সে বৃত্তি
ঝাঁপ দিগে সমর সাগরে।

[বেগে প্রস্থান।

অধীর। চল চল রাজপুত্র !
সমর আস্বাদ পাইয়া আজিকে
উঠিছে হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া,
নাচে দৃঢ় বাহু সেনাপতি দেহে।

বড় ভাগ্য আজ
পাইব বাসবে দেখিতে সমরে,
প্রতিহিংসা মোর করিব নির্ব্বাণ।
দাঁড়া দাঁড়া বাসব!
সমর পিপাসা আজ
মিটাবরে তোর
কপটতা ঘুচাব পামর!
চল সৈন্যগণ, উৎসাহে মাতিয়া
ছেয়ে ফেল পঙ্গপাল সম
কাতারে কাতারে।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পাতালে সরোবরের এক নিভৃত পার্শ্ব।

বিশাল ও সুশানের প্রবেশ।

সুশান। আজ এত আনন্দের দিনে মনটা আপনার এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন? কি হ'য়েছে আমায় বলুন না?

বিশাল। মন আমার খারাপ দেখ্‌লে বুঝি সুশান?

সুশান। তা বৈ কি ?

বিশাল। কেমন ক'রে ?

সুশান। ঐ ত আপনার মুখখানা শুক্‌নো শুক্‌নো, মনটা যেন আপনাকে ফেলে রেখে কোন্ অনন্ত চিন্তার স্রোতে ভেসে ভেসে চলেছে। এতে কি মানুষের একটা ভাব বোঝা যায়না, বলুন্ দেখি ?

বিশাল। তা সত্যি ! অন্তরের সমস্ত ভাব মুখদর্পণেই প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে বটে। কিন্তু আমার মুখের যে ভাব দেখে তুমি আমায় বিষণ্ণ মনে ক'র্‌ছ, তা যথার্থই।

সুশান। তবে এইবার জান্‌তে পারি কি এর কারণটা ?

বিশাল। তোমাকে ব'ল্‌বো না ত—আর কাকে তবে ব'ল্‌বো সুশান !

সুশান। তবে বলুন না ?

বিশাল। শোন তবে—এ যুদ্ধে আজ অসুর রাজকুলের সবংশের নিধন হ'বে।

সুশান। (শিহরিয়া উঠিয়া) এঁ্যা।

(অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন সহসা বিশাল তাহাকে ধরিয়া)

বিশাল। একি সুশান ! তুমি প'ড়ে যাচ্ছিলে কেন ?

সুশান। (নিজকে ঠিক্ রাখিয়া) না কিছু নয়। একদিন ত আপনাকে বলেছি ওরূপ আমার হ'য়ে থাকে। কাজেও তা একদিন প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন। এখন ওসব কথা যাক্। আপনি এ সমস্ত সংবাদ কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন ?

বিশাল। [illegible] মুখে।

সুশান। তারা কেমন ক'রে জান্‌লে।

বিশাল। স্বয়ং ব্রহ্মার মুখে। মহারাজের উপদ্রবে অস্থির হ'য়ে সমস্ত

দেবতাবৃন্দ একসঙ্গে সমবেত হ'য়ে একদিন ব্রহ্মার নিকট তার মৃত্যুর ব্যবস্থা জান্‌তে গিয়েছিল।

সুশান। তারপর?

বিশাল। তারপর তিনি দেবতাদিগকে বলেছিলেন, যে শিবের ঔরসে উমার গর্ভে যে সন্তান হ'বে সেই তাকে নিধন ক'র্‌বে। এখন দেখ্‌ছি দেবতারা উমা পুত্রকে সেনাপতি ক'রে যুদ্ধে এসেছে অতএব আর কোন আশা নাই। এ যুদ্ধে দেবতার বিরুদ্ধে যেই অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বে কেহ আর ফির্‌বে না।

সুশান। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে আপনার এ বিষয়ে কি মত? আপনি কি এ যুদ্ধে তবে যোগদান ক'র্‌বেন না?

বিশাল। না ক'রেই বা কি ক'র্‌বো সুশান।

সুশান। আমি বলি, আপনি যুদ্ধে যাবেন না।

বিশাল। তবে মহারাজের নিকট মহাঋণের শোধ হ'বে কিসে?

সুশান। হৃদয়ে বিচার নিয়ে যুদ্ধে যোগদান ক'র্‌লে ঋণ বৃদ্ধি বই কখনো পরিশোধ হয় না। আপনার গিয়ে কাজ নাই। আমায় বিদায় দিন, আমি গিয়ে সেই যুদ্ধে যোগদান করি গে।

বিশাল। কি ব'ল্‌ছো তুমি সুশান?

সুশান। ঠিক্‌ই ব'ল্‌ছি; অযথা কখনই বলি নাই। আপনি বেঁচে থাক্‌লে অনেক কাজ হ'বে। আপনি এখন আমায় বিদায় দিন।

বিশাল। সুশান তুমিও আমায় ঘৃণা ক'র্‌লে—আমায় উপেক্ষা ক'রে চলে যেতে চাও, কেন আমি কি অস্বীকার ক'রেছি? মৃত্যুকে কি ভয় করি?

সুশান। তা ক'রনা জানি; কিন্তু দাস হ'য়ে প্রভুর কার্য্যের বিচার কর'—সে ভয় আপনার এখনও বেশ আছে।

বিশাল। সুশান! তোমার কাছে চিরকালই পরাজয় স্বীকার ক'রে এসেছি, আজও আমি করপুটে তোমার নিকট পরাভব স্বীকার ক'র্‌ছি। চল আমার জ্ঞানদাতা গুরু বালক সুশান কোন বিচার কোন দ্বিধা হৃদয়ে না রেখে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিগে।

সুশান। চলুন প্রভু! আপনাকে পরীক্ষা ক'রছিলাম আমায় ক্ষমা করুন।

বিশাল। পার ত তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো। (স্বগতঃ) ঈশ্বর! এখনো ও বালককে চিন্‌তে পার্‌ছি না?

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

পাতাল—নগর প্রাঙ্গণ।

যুদ্ধ করিতে করিতে দৈত্য সেনাগণসহ অধীর এবং দেব সেনাগণসহ পবনের প্রবেশ।

অধীর। আরে আরে দুষ্ট বায়ুপতি—
দাসত্ব শৃঙ্খল পায়ে বাঁধা তোর,
কেমনে ভুলিলি সে কথা?

জীবনের ভয় নাহি কিরে তোর ?
কি সাহসে বল আজি—
ভুলি কর্ম্ম নিজ—
স্বেচ্ছাচারী রাজদ্রোহী হইলি রে তুই ?
মূর্খ ! জান নাকি তারক বিক্রম,
অল্প দোষে দোষী জনে
কত শাস্তি দেয় মহারাজা ?
তাই বলি এখনও যেচে নেরে ক্ষমা,
অবশ্য ক্ষমার্হ জ্ঞানে করিবেন দয়া।

চারণ। সাবধান নির্লজ্জ পামর !
জীবনের ভয় হ'য়ে থাকে যদি,
দিতেছি অভয় যারে ফিরি তবে,
ত্বরিত তোদের মহারাজ পাশে।
বলিবি সে তারক মূষিকে
স্বর্গ হ'তে আসিয়াছে ক্ষুধিত-মার্জ্জার
নাহিক নিস্তার আর—
পাইলে সম্মুখে ব্যগ্র থাবা হানি
গ্রাসিবে সবারে মনের কৌতুকে।

অধীর। সাবধান। (প্রহারে উদ্যত)

পবন। (বাধা দিয়া) আয় তবে। (উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

[দেবসৈন্যগণকে তাড়াইয়া লইয়া দৈত্য সৈন্যগণের
প্রস্থান। এবং পবনকে তাড়াইয়া
অধীরের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে বরুণ ও বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। কিহে বরুণ!
ভুলেছ কি পূর্ব্ব কথা সব?
কাহার বিরুদ্ধে ধরেছ কৃপাণ
আছে কি স্মরণ তাহা?

বরুণ। থাম্ থাম্ মূর্খ দেবতারি
বৃথা বাক্যাড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন
দেখিবরে আজি কত শক্তি আছে অসুরের,
অস্ত্র মুখে হ'বে পরিচয়।

বিকর্ণ। হাসালি রে আজি
কবে শিখেছিলি—
অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ করিবারে
আছে কিরে গুরু কেহ তোর?
থাকে যদি ডাক্ তারে
দেখিবে সে অসুরের অস্ত্রের ঘূর্ণন।
দেখিব সে কতক্ষণ থাকে সহে
দানবের অস্ত্রমুখে আজি—

বরুণ। ছাড় দুষ্ট বৃথা আস্ফালন।

বিকর্ণ। আচ্ছা তবে র'য়েছি প্রস্তুত।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রুতপদে বিকর্ণের পুনঃ প্রবেশ।

বিকর্ণ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) উঃ!
কি বিক্রমে ক'রে যুদ্ধ দেবতা বরুণ!

কোনক্রমে না পারি তিষ্ঠিতে অস্ত্রমুখে তার।
এই মোর দৃঢ় বাহু আজি—
কতশত অস্ত্র যাহে—হইত বিমুখ
সেই বাহু মোর অবশ শিথিল।
কিছুই বুঝিতে না পারি
কি মায়া প্রভাবে এত শক্তি হইল তাহার।
(অদূরে জয়ধ্বনি হইল)
ঐ ঐ! আসে পুনঃ কৃতান্ত বরুণ।
এইবার যায় বুঝি প্রাণ
কোথা যাই! কোথায় পালাই
না না যাইব না কোথা।
যায় যাক্ প্রাণ
তথাপি পৃষ্ঠ ভঙ্গ নাহি দিব কভু।

বেগে বরুণের প্রবেশ।

বরুণ। আরে মূর্খ রণে ভঙ্গ দিয়ে
হেথা লভিছ বিশ্রাম।
জান নাকি শমন এবার
কাল-দণ্ড নিয়ে—
আছে তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে?
কোথায় পালাবি? কোথায় লুকাবি?
করি অতিক্রম সুক্ষ্মদৃষ্টি মোর?
আয়রে বর্ব্বর পাঠাই

তোরে যমালয়ে আজি।

বিকর্ণ। বৃথা বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন।
আয় তবে পুনঃ।
দেখা যাক্ কে কারে পাঠায় শমন ভবনে।

(উভয়ের যুদ্ধ এবং বিকর্ণ নিহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।)

বরুণ। থাক্ দুষ্ট এই ভাবে আজি।

[প্রস্থান।

বিকর্ণ। উঃ—উঃ।
নিঠুর দেবতা বড় ব্যথা দিলিরে আজি।
সুরমা! সুরমা!
যাই তবে চিরদিন তরে
আর কভু এ জনমে হ'বেনা সাক্ষাৎ।
উঃ জল—জল। (মৃত্যু)

অষ্টম দৃশ্য।

সমরাঙ্গনের একপার্শ্ব।

জয়ন্ত, পবন, বরুণ প্রভৃতির প্রবেশ।

ইন্দ্র। বরুণ।
বড় সুখী হইলাম আজি
স্বচক্ষে দেখেছি তব যুদ্ধের কৌশল।

অদ্ভুত বীরত্ব আজ করেছ প্রকাশ।
ধন্য তুমি—ধন্য তুমি।

বরুণ। মহারাজ!
প্রশংসার যোগ্য নহি আমি—
মিছে তবে কেন বাড়ায়েছ মোরে
কিবা কার্য্য এত করিয়াছি আমি?
মার শুধু বিকর্ণে নাশিয়া
মিঠে নাই সমর পিপাসা।
দেহ আজ্ঞা যাই পুনঃ রণে
মিটাই মনের সাধ শক্রয়ে বধিয়া।

ইন্দ্র। চল যাই সবে।

[সকলের প্রস্থান।

তারকাসুরের প্রবেশ।

তারক। উঃ পুত্রশোক!
পুত্রশোক আজি
শেলসম বাজিল হৃদয়ে
ভেঙ্গে দিল দৃঢ় বক্ষ মোর।
রে বাসব! দাঁড়া দাঁড়া—
দাঁড়াবে আজি
পুত্রশোকে কভু—
এ হৃদয় হয়না কাতর যতক্ষণ শক্র থাকে জীয়ে।

এই দেখ এই ভাঙা বুক নিয়ে
ছিন্ন দ্রুম সম পড়িবে চেপে।

[বেগে প্রস্থান।

অধীর। ঐ গেল মহাবাজ
মত্ত মাতঙ্গের মত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া।
মহাপ্রলয় তবে হ'বে সংঘটন।
যাই—যাই—
দিই যোগদান।

[বেগে প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

সমর অঙ্গনের অন্য একপার্শ্ব।

যুদ্ধ করিতে করিতে তারকাসুর, ইন্দ্র ও জয়ন্ত প্রভৃতির প্রবেশ।

তারক। মূর্খ বাসব।
রণসাধ আজ মেটাবে তোর।
ভেবেছিস মনে পুত্রশোকে
হীন শক্তি আমি।
ভয়ে ভঙ্গ দিয়ে পালাইব রণস্থল ত্যজি।
আয় আয়রে কপট।

ইন্দ্র। বোঝা গেছে বাহুবল তব।
এস দেখা যাক্ আজি।

(যুদ্ধ এবং মূর্চ্ছা হইয়া পড়িয়া গেলেন এমন সময়ে কার্ত্তিক আসিয়া)

কার্ত্তিক। জয়ন্ত।
নিয়ে যাও পিতারে তোমার—
প্রাণপণে কর শুশ্রূষা তাহার।
আমি হেথা করি রণ তারকের সনে।

[জয়ন্ত পিতাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

(তারকাসুর কার্ত্তিককে দেখিয়া সভয়ে একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।)

কার্ত্তিক। কিহে দানব !
সভয় নয়নে
কি দেখিছ মোরে ?
পাইয়াছ ভয় ?
যদি ভয় হয়—
দিতেছি অভয়
যাবে ফিরি চুপি চুপি ঘরে।
ছেড়ে দেবে পাপ হিংসা বৃত্তি
ছেড়েদে বন্দী সুরনারীগণে।

তারক। (সক্রোধে) কি ?
ভয় ?
সামান্য বালকের ভয়ে
বালকের মধুর বচনে

ছেড়ে দেব বন্দী সুরনারীগণে ?
ভুলে যাব প্রচণ্ডার বাণী ?
ভুলে যাব শচীরে জীবনে ?
বালক ! বালক বলিয়ে তোরে
এতক্ষণ—করেছিরে ক্ষমা—
আর না—
আর তোরে দিবনা সাহস,
এই শূলাঘাতে পাড়িব ভূতলে।

(শূল নিক্ষেপ এবং শূল কার্ত্তিকেরে স্পর্শ না করিয়া ভূতলে পতিত হইল)

তারক। (অতীব বিস্ময়ে ভয়ে) পিতা ! পিতা ! হে শূল-শম্ভু মহেশ ! কি করিলে আজি ? একি হ'ল প্রভু ? তোমারই প্রদত্ত শূল এত হীনতেজ হ'ল কেন ? কি করি, কোথা যাই। পিতা ! পিতা !

কার্ত্তিক। কৈ ? কোথা গেল আস্ফালন ? অস্ত্র ধর। অস্ত্রহীন তুমি, ওঠ যাও আমি তোমাকে অস্ত্র দিচ্ছি। [প্রস্থান।

তারক। দে, দে, অস্ত্র দেরে বালক ! (গ্রহণ)
আয়—এইবার শেষ চেষ্টা মোর—

(ঘোরতর যুদ্ধ, কার্ত্তিক তারকাসুরকে অস্ত্রাঘাত করিলেন)

তারক। (ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া যাইয়া) উঃ ! শম্ভু ! তোমাকে সাধনার ফল এই বুঝি আমায় প্রদান ক'র্‌লে ? তুমি না ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ? তুমি না ভক্তকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য ভীষণ প্রহরণ ক'রে ধারণ কর ? এই বুঝি তোমার ভক্তকে রক্ষা করা হ'ল। উঃ আর পারিনা—নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। দেব ! আর তোমায় ডাকতে পারছি না—উঃ।

সহসা মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। ভক্ত রে! আর প্রাণে ব্যথা দিস্ না, তোর অবস্থা দেখে এই দেখ্ আমার হৃদয়ের মধ্যে কি হ'চ্ছে।

তারক। তাত হ'বে পিতা! মৃত্যুর সময় হবে বৈকি।

মহাদেব। আর প্রাণে ব্যথা দিস্‌নে বৎস! এ মৃত্যু তোর মঙ্গল, তুই বড় পুণ্যাত্মা! ঐ দেখ দিব্যধামে তোর সোণার কুটীর কেমন শোভা পাচ্ছে। চল্ চল্ বৎস সেখানে চল্ সেখানে সেই চির পবিত্র-ময় স্থানে গিয়ে প্রাণ শীতল কর্‌বি চল। (সহসা অদৃশ্য হইলেন)

তারক। প্রভু! প্রভু! ও কি দেখলাম—কি দেখলাম—চল চল আমায় নিয়ে চল। (মৃত্যু)

যবনিকা।